আনন্দময় নাটক।

শ্রীমনোমোহন বসু-
প্রণীত।

কলিকাতা।

বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক
২৯।১ নং করন্‌ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
মনোমোহন লাইব্রেরী হইতে
প্রকাশিত।

৬৫।২ বিডন ষ্ট্রীট "দেবযন্ত্রে"
শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

আষাঢ়, ১২৯৭।

অভিনেতা।

পুরুষগণ।

আনন্দময় চৌধুরী ... ... হাঁসপুরের জমীদার।
ভূষণ বাবু (ব্রহ্মচারী) ... ... আনন্দময় বাবুর পুত্র।
পুলিন (মাষ্টার বাবু)
ললিত } ... ... ভূষণ বাবুর পুত্রগণ।
নির্ম্মল
কান্তচন্দ্র মিত্র ... ... আনন্দময় বাবুর সর্ব্বাধ্যক্ষ।
রাধু সরকার ... ... কান্তবাবুর অধীন কর্ম্মচারী।
নিরঞ্জন বাবু ... ... ঐ জ্যেষ্ঠ জামাতা।
রামলাল বাবু ... ... ঐ মধ্যম ঐ।
ব'দে ... ... দরিদ্র কায়স্থ।
বংশী ... ... আনন্দময় বাবুর ভৃত্য।
পীত্মে ... ... কান্ত বাবুর ঐ।
লালজী ও বাণীকণ্ঠ ... ... গায়কদ্বয়।
গুরুজী, রাজেশ্বর, ডাক্তার, বীরু মাষ্টার, নীলুঠাকুর, রমাই বাবু, রাইয়তগণ, পুলিস-ইনিস্পেক্টর, সবইনিস্পেক্টর, জমাদার, কনষ্টেবল, ডাক্তারসাহেব, সেথোবাবাজী, প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

কল্যাণী ... ... কান্ত বাবুর গৃহিণী।
কিরণশশী (ভব) ... ... ভূষণ বাবুর স্ত্রী।
নিস্তারিণী ... ... কল্যাণীর আশ্রিতা আত্মীয়া।
মহাকালী, নৃত্যকালী প্রভৃতি ... কান্ত বাবুর পঞ্চ কন্যা।
নির্ম্মলা ... ... ঐ ষষ্ঠ কন্যা।
ব'দের মা, ভৈরবী, ভুনীধাই, ব্রাহ্মণী, পশী, মুখী ঝি প্রভৃতি।

আনন্দময় নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

[ভুনী ধা'য়ের প্রবেশ]

ভুনী। (স্বগত) বাসন কখানা মেজে রেখে দেওয়ানজীর বাড়ী যাই—এত ভোরে গিন্নি হয়তো ওঠেনওনি। ওমা, একি? একটা মুদ্দর ভেসে এসে যে আমার ঘাটের কাটে নেগেছে! (ভালরূপে নিরীক্ষণ) না, বুঝি মুদ্দর না—এখনও হয়তো বেঁচে আছে—আহা কি রূপ! এমন সুন্দরী মেয়ে তো কখনো দেখিনি! যাই হ'ক্, টেনে তুলি (আকর্ষণ)—একা যে পারিনে—এই যে হাতে বালা, কানে মাকড়ী, গলায় হার, এ গুলো তো কেউ না আ'স্তেই খুলে নেই! (খুলিয়া নিকটস্থ ঝোপে লুক্কায়ন) খোঁড়া ব'দেকে ডাকি, একা পা'রবোনা—বদ্দিনাথ! ও বদ্দিনাথ! শীগ্গির ছুটে আয়—

[গাঁড়া কোদাল হস্তে বেগে খোঁড়া ব'দের প্রবেশ]

ব'দে। কি? কি? কি হ'য়েছে?

ভুনী। দেখ্‌ছিস্‌নে—কোদাল খান হতু ফেলে দৌড়ে আয়—আঃ পোড়া কপাল! কোদাল ছাড়া কি এক পাও তোর চ'ল্‌তে নেই? ধর্ ধর্ ডেঙ্গায় তুলি—(ব'দের সাহায্যে উত্তোলন)

ব'দে। চেহারায় বোধ হ'চ্ছে বড় ঘরের মেয়ে!

ভুনী। হয়তো নৌকো ডুবির সময় আপনার জন কেউ তক্তায় বেঁধে ভাসিয়ে দেছে—আহা! পুরু পোয়াতি! খোল্ খোল্ তক্তার বাঁধন খোল্—

ব'দে। বেঁচে আছে কি?

ভুনী। এখনও বুঝি আছে, ধর্ ধর্ তোদের দাওয়ায় নে যাই—

ব’দে। তুমি একা দু পা ধ’র্ত্তে পা’র্ব্বেনা—মাকে ডাকি—ও মা! মা! শীগ্গির বেরিয়ে আয়তো—

[ব’দের মার প্রবেশ]

মা! একটা পা ধর্—(সকলে ধরিয়া লইয়া হাতিনায় স্থাপন)

ভুনী। শীগ্গির শীগ্গির হাত পা ঘ’ষে দেও। (সুশ্রূষা)

ব’দে। না, মিছে চেষ্টা, বাঁচনের কোনো গতিক দেখিনে—একেবারে হিম হ’য়ে গেছে!

ভুনী। তবু ঘস্—আমার ঘরে টার্পিন আছে আনি—

[প্রস্থান।

ব’দে। টার্পিনে কি হবে? ডাক্তার ড’াক্‌লে হ’তো—

[গাইতে গাইতে ভৈরবীর প্রবেশ]

গীত।

খাম্বাজ। লোফা।

ও তোর ভাবখানা কি ভেবে দেখ্ দেখি?
ভুগিস, কার তরে এই ঝক্‌ঝকি?
কেবল, পর-সন্ধানে কাল কাটালি, ঘর-সন্ধানের ক’ল্লি কি?
তুই, মুখে এক বলিস, ছিছি, কাজে আর করিস,
আসল চাঁদির চাকি ব’লে চালিয়ে দিস মেকি!
ক’রে লোক দেখানে মালা ঠক্‌ঠকি, কেবল মনেরে ঠারিস আঁখি!
হায়, বুঝ্‌লিনে তায়, কেবল যে হয়, আপ্‌নাকে আপ্‌নি ফাকি!

[টার্পিনের শিশি লইয়া ভুনীর প্রবেশ]

ভৈর: একি? জলে ডোবা? তবে ও সব না—নে, নে, এই গুঁড়ো নে, (ঝুলি হইতে গুঁড়া প্রদান) পাতার নলে ক’রে নাকে ফুকে দে, এখনি বাঁ’চ্‌বে—এই যে গাছে পাতা—এই যে নল হ’লো—সর্ সর্ আমিই ফুকে দিই—(তদ্রূপ অনুষ্ঠান)

ব’দে। এই যে নিশ্বেস প’ড়্‌ছে, আর ভয় নেই—ঐ দেখ ধাই মা, চ’কের পাতা ন’ড়্‌ছে—ঐ যে চাইচেন—

ভৈর। চুপ্, চুপ্, গোল করিসনে—দুধ খেতে দে—আ! কি মধুর দৃষ্টি!

(উত্থান ও গাইতে গাইতে পরিক্রমণ)

গীত।

মিশ্র যোগীয়া। একতালা।

মা! তোর মধুর দৃষ্টি সবাই কয়!
কেবল, চণ্ড মুণ্ড, ঘোর পাষণ্ড, ভণ্ড দলের প্রতি নয়—
তখন, নয়ন হয় তোর রক্তময়!
আমি, সে দল ছেড়ে, তাপ আগুনে পুড়িয়েছি পাপ সমুদয়—
সার করিছি পদাশ্রয়;
তবু, সুধা দৃষ্টি দিস্‌নে কেবল দেখাস্ চ'ক্ রাঙানির ভয়!

[প্রস্থান।

সুন্দরী। (ক্ষীণস্বরে) আমি কোথায়?

ভুনী। তুমি ভাল জায়গার—ভয় নেই!

সুন্দরী। কৈ গো আমার ললিত ধন কৈ? (ধীরে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক মাটিতে অন্বেষণ)

ভুনী। চুপ্ কর—কথা ক'য়োনা—উতলা হ'য়োনা, সব ভাল হবে!

সুন্দরী। ওগো তোমাদের পায় পড়ি, সত্য বল, আমার ললিত ধন কোথায়? তোমরা কি বাছা, আমাকে জলে থেকে বাঁচালে?

ব'দে। হ্যাঁ মা, তুমি ভা'স্‌তে ভা'স্‌তে আমাদের ঘাটে এসে লেগে-ছিলে—ঐ যে ভৈরবী যা'চ্ছেন, উনিই তোমায় বাঁচালেন—আহা! কি গুণের ভৈরবী—কি দয়ার শরীর!

সুন্দরী। (স্বগত) ওমা! পুরুষ মানুষ যে! (প্রকাশ্যে) ওমা, আমার মাথায় কেউ কাপড়খানা তুলে দাওনা—আমার হাত উঠে না যে! ও বাবা! তুমি যে হও, আমায় তুল্লে তো আমার ললিতকে তুল্লে না? সেও যে তক্তার আর এক মুড়োয় বাঁধা ছিল—কেউ যে আর কথা কওনা গো—তবেই বুঝি কপাল পুড়ে গেছে! বাবারে! কোথায় গেলি? (রোদন)

ভুনী। তোমাদের কি নৌকো ডুবি হ'য়েছিল?

সুন্দরী। হ্যাঁ মা তাই!

ভুনী। সঙ্গে আর কে ছিল?

সুন্দরী। তবে বাবুর তত্ত্বও তোমরা পাওনি? হায় কি হ'লো—একেবারে কি পতিপুত্র হারিয়ে পাপিনীর পাপ প্রাণ বেঁচে রৈল?

ব'দের মা। বাছা! অমন ক'রোনা, ভগবান অবিশ্যি তাঁদেরও কূল কিনেরা দেছেন!

ব'দে। (সজল নেত্রে ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে) হরি দয়াময়! দয়া কর—এই আমি খুঁজ্‌তে যাই, যেন তাঁদের দেখা পাই!

ভুনী। না, বদ্দিনাথ, এখন তুমি যেয়োনা—এঁর যা যা চাই, সে সব জোগাড় ক'র্ব্বে কে?

সুন্দরী। ওগো, আমার জন্যে কোনো জোগাড়ের দরকার নেই—ওঁকে যেতে দেও, ওঁকে বড় দয়াবান দেখ্‌ছি—উনিই আমার বাবা বৈদ্যনাথ—বাবা বৈদ্যনাথের কৃপায় ওঁ হ'তেই যদি পতি পুত্র পাই!

ভুনী। যাবে তো তবে জেনে যাও, তাঁর নাম কি? ছেলের নাম তো ললিত, বাবুর নামটী কি মা? তোমরা কি জা'ত্, কোথায় বাড়ী, কোত্থেকে আ'স্‌ছিলে, কোথায় যা'চ্ছিলে, কোন্ খানে লা ডুবি হ'লো, এ সব জেনে না গেলে যে মিছে যাওয়া!

সুন্দরী। ওমা, আমরা কায়েত, আমরা কানপুর থেকে আ'স্‌ছিলেম; যা'চ্ছিলেম কোথায়, আর ভরা ডুবি হ'লো কোথায়, তার কিছুই মা জানিনে! আমাদের বাড়ী কোথায় তাও জানিনে, তিনি পশ্চিমেই আমায় বে ক'রেছিলেন! ওমা তাঁর সঙ্গে বাড়ী আ'স্‌ছি, এই জানি; তাঁর নামে আমার কাজ কি?

ভুনী। তাঁর নামটী কি?

সুন্দরী। ধ'র্ব্বো কেমন ক'রে?

ব'দের মা। বিপদে দোষ নেই!

সুন্দরী। অরুণ বাবু। কিন্তু হায় কি কারণে নাকি দেশে তাঁরে সে নামে কেউ জানে না—কি কারণে নাকি পশ্চিমে গে ডাক্ নাম ছেড়ে ঐ না'ম্ নাম ধ'রেছিলেন—পোড়াকপালী একবার মাত্র সেই ডাক্ নামটী শুনেছিল, পোড়া কপাল পুড়্‌বে ব'লেই সে নামটী মনে আ'স্‌ছে না!

ভুনী। কানপুরে তিনি ক'র্ত্তেন কি ?

ব'দে। সে কথা এখন থাক্, বল তো মা, তাঁর গায় কোনো চেনা টেনা আছে কি না ? তাঁর চেহারা কেমন ?

সুন্দরী। বাবা! বেশী ব'ল্‌বো কি, পুরুষের মধ্যে অমন সুন্দর চেহারা আর আছে কি না জানি না—রংও খুব ফর্সা! তাঁরে দেখে সে দেশের লোক ব'ল্‌তো ঠিক যেন ক্ষত্রিয় রাজা! আর বাঙ্গালীর মেয়েরা ব'ল্‌তেন যেন কার্ত্তিক! দেখ্‌তে মহাপুরুষ! চেনার মধ্যে নাকের আগায় একটী ছোট তিল—আ! তাতেই বা কি শোভা!

ব'দে। বয়েস কত ?

সুন্দরী। তিনি ব'ল্‌তেন আটা'শ্, কিন্তু দেখ্‌তে যেন চব্বিশ পঁচিশ! ও বাবা! আর দেরি ক'রোনা, তুমি দয়া ক'রে খুঁজ্‌তে যাও—আমার বাছারও তেম্নি শ্রী ছাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ, বয়েস তিন বছর—তারও চেনা আছে বাঁ কানের পীঠে রাঙা জড়ুর!

ব'দে। আপনার নামটী কি ?

ভুনী। ললিতের মা ব'ল্লেও হবে!

সুন্দরী। যদি দেখা পাও, ব'লো তোমার কিরণশশী কেবল তোমার আসার আশাতেই বেঁচে আছে!

[খোঁড়া ব'দের প্রস্থান।

ভুনী। গঙ্গার কোন্ দিগে যে খুঁজ্‌বে, সেই ভাবনাই ভাবনা!

কিরণ। কেন, পশ্চিম থেকে আস্‌বার দিগে—তোমাদের ঘাট তো গঙ্গাতীরে ?

ভুনী। না মা, আমাদের এটা হাঁসপুরের খাল—এই গাঁয়ের নামই হাঁসপুর—এখান থেকে গঙ্গা দূরে নয়, ঐ দেখা যা'চ্ছে!

ব'দের মা। মা গঙ্গা! যেমন এঁরে খালে এনে বাঁচিয়ে দিলে, তেম্নি তাঁদেরও বাঁচিয়ে দিও! হ্যাঁগা মা, তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ?

কিরণ। ও মা, তাও সেই কানপুরে ছিল—তাও পোড়াকপালীর কপাল দোষে ভুট হ'য়ে গেছে—সব খেয়েছি মা—বাপ, মা, ভাই, সব খেয়েছি! তুমি কি মা আমার বৈদ্যনাথ বাবার মা ? তোমরা কি জা'ত্ মা ?

ব'দের মা। আমরাও মা কায়েত—আমরা দে—ডাকে সরকার ব'লে! ওমা, ঐ খোঁড়া ভাং'ড়ো ছেলেটী নে আমি কোনো মতে এই ভিটের কাল কাটাই! ছেলেটী মা খুব ভাল, কেবল কপাল ভাল নয়—আ'জো বে দিতে পা'ল্লে'ম না—খেতে পাইনে তা বে দেব কি!

কিরণ। ওমা, ভগবান দিন দেন তো তোমার ছেলের বে আমিই দিয়ে দেব! কিন্তু সে দিন কি আর পাব? হায়, যদি কপাল পুড়ে থাকে, তবে আমার কি হবে গো, কি হবে? এখন যেরূপ দুর্ব্বল, আর যে অচল (স্বীয় উদর প্রদর্শন) অবস্থা, তাতে পথ হেঁটে কোথাও যে চ'লে যাই, সে জোও নেই!

ব'দের মা। ও মা সেকি? চ'লে যাবে কেন? আমার যেমন জুড়ুবে, তোমার সেবা ক'র্ব্বো!

কিরণ। হায়, তোমার আপনার চলে না, আমার ভার নেবে কেমন ক'রে! এমন ভাল লোককে আমার জন্যে কি দায়ে ফেল্‌তে পারি? তবে আমার গয়না বেচে—ওমা একি হ'লো, আমার গয়না সব কোথায় গেল?

ব'দের মা। অ্যাঁ! গয়না গায় ছিল?

ভুনী। তবে হয়তো জলে প'ড়ে গেছে, নয়তো বোম্বেটে বেটারা খুলে নেছে! তবু ভাল, আঙুলে ঐ আংটীটী আছে!

কিরণ। ওমা, ও আংটী আমি কিছুতেই আঙুল ছাড়া ক'র্ব্বোনা!

ভুনী। হ্যাঁ মা তোমার ক মাস?

কিরণ। ওমা, তায় আর দেরিও নেই, পূরো দশ মাস! হায় কি হবে গো কি হবে?

ভুনী। ভেবোনা, আমি যা'চ্ছি দেওয়ানজীর বাড়ী, দেখি যদি কিছু কিনারা হয়!

কিরণ। ওমা, তুমি বড় দয়াবতী—তুমি মা কে?

ভুনী। আমী পাড়ার ধাই, সবাই আমায় দয়া করে! আমার ঘরও এই পাশাপাশি। ব'দের মা, তুমি রাঁধো বাড়ো, ওঁরে দুটী খাওয়াও, আমি আ'স্‌ছি।

[প্রস্থান।

ব'দের মা। উঠ্‌তে পা'র্ব্বে মা?

কিরণ। এখন পারি—

ব'দের মা। তবে চল, তোমায় ধ'রে ও ঘরে নে যাই, বড় ফুকো, দাওয়ায় থাকা ভাল না—ভিজে কাপড় ছাড়াই গে চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

খিড়কীর ঘাট।

[কল্যাণী ও নিস্তারিণী উপস্থিত]

নিস্তা। ওমা, যেতে যেতে আবার ব'সে প'ড়্‌লে কেন? অনেকক্ষণ তেল মেখেছ, উদ্ধুগ হবে যে, চল, নাইয়ে দিই—তুমি যে পুরু পোয়াতি, তাও কি ভুলে গেলে?

কল্যা। নিস্তার রে! পোড়া পেটে সন্তান আছে ব'লেই এ পাপ প্রাণ এখনো রেখেছি; কেননা, সন্তান-হত্যে মহাপাপ, নৈলে নাইতে নেবে আ'জ্‌ আর উঠ্‌তেম না!

নিস্তা। কি ক'র্ব্বে মা, স্বোয়ামী।

কল্যা। স্বামী ব'লেই তো এত দুঃখু! আর কেউ ব'ল্লে সৈতো! একি কম বেন্নার কথা, বেটা বিউতে পারিনে ব'লে এত অপমান—অনাসে কিনা চাকর নোক জনের সাম্‌নেই ডাক ফুকোর ব'লে গেলেন "এবারেও যদি মেয়ে বিয়োয়, ওর মুখ আর দেখ্‌বো না—ওর আদর টাদর দূর ক'রে দেব!"

নিস্তা। কি ক'র্ব্বে মা, চুপকর, আর দুঃখু ক'রোনা—

কল্যা। নিস্তার রে, বেটা বিউতে আমার কি অসাধ! না, তা আমার

এক্তার ? উনি এত দ্যান্-দরবার করেন, তাও কি বোঝেন না ? পাঁচ্ পাঁচটা মেয়ে হ'য়েছে ব'লে, ওঁর বা কি অসুখ, আমার যে তার চেয়ে শত গুণে বেশী। বেটার জন্যে দিন রা'ত্ দেব-দোরে কতই কামনা—কতই দৈব ক'চ্ছি, তা দেবতা না দিলে কি ক'র্ব্বো মা ?

নিস্তা। তাতো বটেই ! হায় ! পুরুষের প্রাণ কি কঠিন ! ছোঁড়া ফোঁড়া নন, বয়েসে এখন পিরবিন হ'তে চ'ল্লেন, এমন মাতব্বর নোকের মুখে এমন হাল্কা বুদ্ধির কথা জন্মে কখনো শুনিও নি, শুন্‌বোও না ! বোধ করি মা, নেসার ঝোঁকে ব'লে থা'ক্‌বেন—সজ্ঞানে এমন সিষ্টিছাড়া পোড়া কথা কি কেউ ব'ল্‌তে পারে ?

[ভুনী ধা'য়ের প্রবেশ]

ভুনী। নেসা ! উনি কি নেসা করেন ?

কল্যা। তোরা আমার আপ্‌নার জন, তোদের ব'ল্‌তে কি—কি অমা-বস্তেতে মদ্য গড়িয়ে কালী পূজো করেন, তাতো জানিস—গুরু ঠাকুর আপনি এসে নিশি রেত্তে পূজো করেন, আর যোগিনী চক্কর না ভৈরবী চক্কর কি ছায়ের চক্কর বসান !

ভুনী। শুনিচি, তায় মেয়ে মানুষ দরকার—

কল্যা। বাজার থেকে আনেন, কি, কি ছাই পাঁশ করেন, তা জানিনে। উনি আগে আগে শোধন করা সেই প্রসাদী মদ বৈ খেতেন না—মুখে একটু গন্ধ পেতেম, কিন্তু মাতাল হ'তে দেখিনি ! ক্রমে ক্রমে সে অমাবস্তে গেল, পের্‌সাদী গেল, একটা নচ্ছার মাষ্টার এসে জুট্‌লো, রোজ খেতে না'গ্‌লেন, এখন তো মদ নৈলে আর চলে না, ঘরে এসে মাত্‌লামিরও কসুর হয় না !

নিস্তা। ক্রমে বাইরেও হবে—ক্রমে সাঁজে সকালে দিনে রেত্তেও হবে—ও এমন বিষ নয় ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) ওতে আমার হাড় ভাজা ভাজা আছে, নৈলে নর্দ্দামাতেই বা প্রাণ হারাবেন কেন—আর আমিই বা পর্-পিত্তিসি হ'য়ে থা'ক্‌বো কেন !

কল্যা। নিস্তার ! তুমি আমায় পর ভেবোনা, আমি কি তা ভাবি ?

নিস্তা। না মা, তোমার গুণের সীমা নাই, তবু তো এয়োত্ ঘুচ্‌লো, আপনার ঘর কর্ন্না উড়ে গেল ! মাগো, সে আগুন তুল্‌লে এই খান্‌টা

(বুকে চাপড়) কেবল হুহু ক'রে জ্ব'লে যায়—কত আশা ছিল, কি নিরাশাই হ'লো! বি, এ, পাসের নব্য সভ্য দেখে বাবা বিয়ে দিলেন—তাঁর বড় সাধের জামাই—দিন কতক কতই সুখ! সেই সুখের জন্যেই না শেষের দুঃখ আরো ভয়ানক! সব না পোড়া মদে ক'র্লে! যা'ক্, সে আগুন চাপা থা'ক্—যা ব'ল্‌ছিলে, তাই বল?

কল্যা। ব'ল্‌বো আর কি? বলেন, এতটা জোগাড় যন্তরে এতটা বিষয় যে ক'চ্ছি, বংশধর নৈলে ভোগ ক'র্ব্বে কে? এ তো নেশার কথা না! তা নয় মা, ওঁর অনেক কাজ খ্যালের উপর—এখন এই এক খ্যাল ধ'রেছেন! শাসানি শুনে শুনে আমার পেটের ভাত চা'ল্ হ'য়ে যা'চ্ছে—

নিস্তা। তাও ভাল নয়—যদি ভগবানের কৃপায় সুসন্তানই পেটে এসে থাকে, এত দুশ্চিন্তায় তারও মন্দ হ'তে পারে!

কল্যা। তাকি উনি ভাবেন? সে বোধ কি ওঁর আছে? বাক্যবাণে খুঁচে খুঁচে কি সর্ব্বনাশ যে বাঁধাবেন, তা কে জানে? এবারেও যদি মেয়ে হয়—লক্ষণে তো দেখ্‌ছি তাই—তা হ'লে উনি দূর ক'র্ব্বেন কি, আমি আপ্‌নিই দূর হব—সুধু ওঁর সংসার ছেড়ে কেন, পিথীমি ছেড়েই দূর হব!

নিস্তা। বালাই! বিপত্তারিণী দুর্গাকে ডাক, অবিশ্যি সুসন্তান দেবেন! ভাল, ভুনী দাই, তুই কি বুঝ্‌ছিস্?

কল্যা। ও আর বুঝ্‌বে কি? ওর চুপ ক'রে থাকাতেই বুজ্‌ছো না—আমার কপাল পোড়া, ও কি ক'র্ব্বে?

ভুনী। (চতুর্দ্দিগ চাহিয়া) একটা উপায় হয়, যদি বুক বাঁ'ধ্‌তে পার—

নিস্তা। কি? কি? কি রকমের কি উপায়?

ভুনী। (কিয়ৎক্ষণ চুপি চুপি কথার পর প্রকাশ্যে) যে লক্ষণ দেখিছি, তায় তার বেটা হবেই হবে! আর মা, তোমার যা দেখ্‌ছি, তাতে তোমার মেয়ে হবারি কথা!

কল্যা। তা আমিও জা'ন্তে পা'চ্ছি!

নিস্তা। তার বেটাতে মার কি উপকার?

ভুনী। ঠারে ঠোরে এত ব'ল্লেম, তবু বুঝ্‌তে পা'ল্লে না! (মৃদুস্বরে) বদল করা!

নিস্তা। (সিহরিয়া) ছি ছি ভুনি, ওকি কথা!

কল্যা। ওমা! আমি যাব কোথা!

ভুনী। শুনেই যে তোমরা সিউরে উঠ্‌বে, তাও জানি! কিন্তু উপায় চাইলে, উপায় ব'ল্লেম, এ নৈলে আর উপায় দেখিনে! ওমা, তোমার জন্যে সব পারি, অন্যের হ'লে এত কি মাথা ব্যথা!

নিস্তা। কিন্তু কার ঘাড়ে হুটো মাথা, এমন কাজে বুক বাঁধে—যদি ঘুনাগ্রে প্রকাশ পায়, তবে কি কারো মাথা থা'ক্‌বে!

ভুনী। মাথা অম্নি যায় আর কি! যাহ'ক্, তোমরা যদি বুক বাঁ'ধ্‌তে পার, আমি ক'রে তুল্‌তে পারি!

নিস্তা। ভাল বুকই যেন বাঁ'ধ্‌লেম, কিন্তু হবে কিসে? এক দিনে হুজনেরি খালাস ঘ'ট্‌বে, তবে তো হবে—

ভুনী। আমায় কি জান না? আমি কি আগ্ পাচ্‌তলা না ঠাউরে কোনো কথা কই? যা দেখ্‌ছি, তাতে হুজনেরি আ'জ্ কা'ল্—হুজনেরি খুব মনের কষ্ট, তাতে কাজ আরো আগিয়ে আ'স্‌ছে! সে যদি আগে বিয়োয়, তবে আরো সুবিদে—আমি তো হুজনেরি দাই, তার মেয়ে হ'য়েছে ব'লে ব'দেকে শুনিয়ে দেব—ব'দে আর ব'দের মা বৈ তার খবর নেবার কার মাথা ব্যথা?

নিস্তা। সে রাজি হবে?

ভুনী। প্যায়দায় রাজি ক'র্ব্বে—তার একটা কানাকড়িও নেই—তার আঁতুড় খরচ পথ্যি খরচ কে জোগাবে? টাকার দরকারে কাজেই রাজি হ'তে হবে!

নিস্তা। আর যদি মা আগে প্রসব হন?

ভুনী। তাও তো আমি দাই—ছেলে হ'য়েছে ব'লে গোল তুলে দেব!

নিস্তা। তার পর যদি তারও মেয়ে হয়?

ভুনী। সে তখন আমি ঘাড়ে নেব—তার মেয়ে হয়, তখন ব'ল্‌বো, বাবুর রাগের ভয়ে মার মেয়ে হ'য়েছে দেখেও ছেলে ব'লেছিলেম! এই যে ব'ল্লেম, মার জন্যে সব পারি, এ জন্যে যদি কিছু কাল পালিয়ে গে গা ঢাকা থা'ক্তে হয়, তাও ক'র্ব্বো!

নিস্তা। আর যদি দিনের বেলা মা খালাস হন?

ভুনী। ওগো, সে জন্যে ভাবনা নেই—গোলেমালে দিনমান্‌টা কাটিয়ে রেতের বেলা বদলের কাজ সা'র্ব্বো!

নিস্তা। ওমা, গালে হাত দে ব'সে রৈলে কেন? যা হয় একটা বল না?

কল্যা। (সজল নেত্রে) কি ব'ল্‌বো, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে মা, এমন প্রতারণায় আমার মন সরে না—ধরা প'ড়্‌লে যে কি কাণ্ড হবে, তা ভা'ব্‌তেও গা কাঁপে! ভাল, তাও যেন সৈলেম—কেটে ফেলেন, মেরে ফেলেন, অপমান করেন, তাড়িয়ে দেন, তাও সৈতে যেন বুক বাঁ'ধ্‌লেম, কিন্তু আমার বুকের বাছাকে পরকে দিয়ে পরের ছেলেকে কোলে তুল্‌বো, নিস্তার রে! তাকি আমি পারি? হয় তো তার পর সে কোন্ দেশে চ'লে যাবে, বাছাকে আর দেখ্‌তেও পাব না!

ভুনী। না মা, তারও উপায় হয়—কেবল ষষ্ঠী পুজো পর্য্যন্তই না দেখা—তফাত্ থাকা—তাও রোজ তিন সন্ধ্যে খবর এনে দেব—তারপর সেই অনাথাকে জন্মের মতন তোমার খোকার ধাই মা ক'রে রা'খ্‌লেই হবে! সে খুব ভাল মেয়ে—যেমন রূপ, তেম্নি গুণ—খুব নরম সরম—সাক্ষেৎ সতী নক্ষী, বেশী আর ব'লবো কি!

নিস্তা। হাঁ। সেই বেস কথা—তাতে সেও বেঁচে যাবে—তার আপনার পেটের সন্তানকেই সে মানুষ ক'র্ব্বে, তুমিও মা তোমার বাছাকে দিন রা'ত্ দেখ্‌তে পাবে—তার পর ভগবান যা করেন! হয় তো কর্ত্তার ঠাণ্ডা বুদ্ধি জন্মালে সব খুলে ব'ল্‌তেও পা'র্ব্বে! নোক কি পুষ্যিপুত্র নেয় না? এ নয় তাই হবে!

কল্যা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) যা ভাল হয়, তাই কর্ মা—আমার জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই নেই!

নিস্তা। চল তবে এখন নাইতে চল—ভুনি! তুই তারে রাজি ক'রে আয়, দুপুর বেলা আমার কাছ থেকেই টাকা নে যা'স্!

[দাঁড়া কোদাল স্কন্ধে খোঁড়া ব'দের প্রবেশ]

ব'দে। কৈ গো ধাই মা কোথায়? এই যে—আয় মা শীগিগর আয়, মা কিরণশশীর ব্যথা ধ'রেছে!

ভুনী। চল যাই—ও দিগের কি হ'লো বদ্দিনাথ? তার স্বোয়ামী পুত্তের কোনো খোঁজ খবর কি পেলে?

ব'দে। না মা, কোনো খানেই না—আমি দৌড়ে যাই, তুমি এস, কাটকুটো কিচ্ছুই এখনো জোগাড় হয় নি!

[প্রস্থান।

নিস্তা। তার নাম বুঝি কিরণশশী? সে নামও ব'দ্‌লে ফেল গে—অমন চটক্‌ওয়ালা নাম ভাল শোনাবে না! তার নাম রাখ গে "ভব!"

ভুনী। তা যেন হবে—এখন যে ঝাল মসলার জন্যে টাকা চাই।

নিস্তা। ব'দের মাকে পাঠিয়ে দেও গে—ব'লো, সেই সুন্দরীর দুর্দ্দশার কথা শুনে মা ঠা'ক্‌রুণ দয়া ক'রে তার সব খরচ দিতে চেয়েছেন—ব'দের মা সেখানে এখন না থাকে সেই তো ভাল, তা হ'লে কি ছেলে হয়, টেরও পাবে না! চল মা, আর না—

[সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকখানা।

[কান্ত বাবু শয়ান—পীত্‌মে পদ দলনে নিযুক্ত]

কান্ত। পীত্‌মে! দেখে আয় দেখি রাধু সরকার এয়েছে কি না—না এসে থাকে তো ডেকে আ'ন্‌গে যা—

[পীত্‌মের প্রস্থান।

(পদচারণ কালে স্বগত) রেখো কি কাণ্ড বাঁধাচ্ছে, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে—খুন ফুন আমার ভাল লাগে না—আর আর ফের্‌ফার্‌ যত করুক—জাল পর্য্যন্ত—তাতে আমি রাজি—আমার বুদ্ধিও সে দিগে বেস খেলে, কিন্তু যে কাজে জানের বদলে জান—প্রাণ নিয়ে টান—ফাঁসি! না বাবা, নাম ক'র্ত্তেও গা শিউরে উঠে! (ক্ষণ চিন্তার পর) তার মধ্যে নিজের হাতে নয়, হুকুম দেওয়াও নয়, কেবল টাকা দেওয়া মাত্র, তা খাতায় খরচ লেখা না থা'ক্‌লে আর ভয় কি? সদর তবিল থেকে এ সব টাকা দেওয়া হবে না—সদর দপ্তরে কালীঘাটের পূজো খাতে খরচ লিখিয়ে নিজের বাক্সে রা'খ্‌বো! এখন গিন্নী একটী পুত্র প্রসব করে, তবেই এত যোগাড় যন্তর সব সার্থক হয়—পুষ্যি পুত্র নেওয়া—না, না, সে নামে কে যেন আমার গায় আল্‌কুশি দেয়! পরগাছা কি গাছ? পরচুলো কি চুল?

[রাধু সরকারের প্রবেশ]

কান্ত। রাধু! খবর কি?

রাধু। খবর ভাল—

কান্ত। কি রকম ভাল?

রাধু। সব রসাতল গেছে!

কান্ত। নৌকো স্কদ্ধ?

রাধু। না, সে রকম না—নৌকো আলাদা, মানুষ আলাদা—ভূষণ বাবু আলাদা, তাঁর স্ত্রী পুত্র আলাদা—

কান্ত। ভূষণ না, অরুণ বল—কি জানি, কে কোথা থেকে শুনে

ফেল্‌বে! অরুণ তার রা'শ্‌ নাম—পালিয়ে গিয়ে সে দেশে ঐ নাম ধ'রেছে, এ দেশে অরুণ নাম কেউ জানে না। কিন্তু সে আলাদা, তার স্ত্রী পুত্র আলাদা, নৌকা আলাদা, এ কথার ভাব বুঝ্‌তে পা'ল্লেম না—তুই আগা গোড়া ভাল ক'রে বল্‌, অমন ক'রে ব'ল্লে হবে না!

রাধু। আগা গোড়া আর কি, আপনি অরুণ বাবুর চিঠিতে তাঁর দেশে আসার খবর প'ড়ে যেই ভয় পেলেন, অম্নি আমি বকু সর্দ্দারকে আর তার ভাই ষণ্ডা-নেতাকে গে ঠিক ক'ল্লেম, তারা শুয়ে পা'ট্‌নীর সেই ডাকসাইটে ডাকা'তে ডিঙি ক'রে তিন জনে চ'লে গেল—

কান্ত। কোথায় গেল?

রাধু। জলুঙ্গির মোহানা পর্য্যন্ত গিয়ে পাহারা দিতে লা'গ্‌লো—

কান্ত। তবে এত দূর আ'স্‌তে দিলে কেন? মুর্শিদাবাদের ও দিগে যা হয় ক'ল্লেই তো হ'তো?

রাধু। ঠিক চিন্তে না পা'ল্লে তো পারে না? যদিও আমি চেহারার আদল আর নাম টাম সব ব'লে ক'য়ে দিছ্‌লেম, তবু তো তাঁরে তারা আগে কখনো দেখে নি। এই জন্যে জঙিপুর থেকে ক দিন সাথে সাথে পেছন নিয়ে ক্রমে ঠিক ঠাক বুঝ্‌লে যে তাঁরাই বটে! তবু জো না পেলে তো হয় না—যেমন জো পেলে, অম্নি কাজ সা'ল্লে!

কান্ত। কিরূপে জো পেলে—কিরূপে কাজ সা'ল্লে শুনি?

রাধু। জো আর কি, সে দিন আর কোনো লা কাছে ছিল না। তায় আবার রাত্রে ঝড় উঠ্‌লো। যেমন ঝড় ওটা, অম্নি এরা অরুণ বাবুর নৌকোর তলা ফুটো ক'রে রসি কেটে দিলে। নৌকো অম্নি বোঁ বোঁ ক'রে ঘূর্ত্তে ঘূর্ত্তে মাঝ দরিয়ায় ছুটে গেল। দাঁড়ি মাঝি সওয়ারি সব ভয় পেয়ে জেগে উঠ্‌লো। এ দিগে তলা ফুঁড়ে জল উঠ্‌ছে, ওদিগে ঝড়ে উল্‌টে দিচ্ছে, নৌকো যায় আর কি? এরা আট্‌কোলে দেখ্‌লে, অরুণ বাবু তাড়াতাড়ি স্ত্রী পুত্রকে এক তক্তায় বেঁধে ভাসিয়ে দে আপনিও আর এক তক্তা বুকে ক'রে জলে প'ড়্‌লেন। কিন্তু আগের তক্তা ধ'র্ত্তে পা'ল্লেন না—ঢেউতে কোথায় নে গে ফেল্লে! অরুণ বাবু বকুদের ডিঙি দেখে, জেলে ডিঙি ভেবে, ভরসা পেয়ে যেমন ধ'র্ত্তে গেলেন, বকু অম্নি খুব জোরে

মাথায় এক দাণ্ডা বসিয়ে দিলে—অম্নি অরুণ বাবু এক ভয়ানক চিৎকার ক'রে তলিয়ে গেলেন!

কান্ত। আহা! চিরকাল কর্ত্তার নুন খেয়েছি—অরুণকেও কোলে পীঠে ক'রে মানুষ করিছি, শুনে যে কষ্ট হ'চ্ছে রাধু, তা আর কি ব'ল্‌বো!

রাধু। ও সব ডাইনের মায়া ক'ল্লেই বিষয়ের আশায় গয়া!

কান্ত। আর তার স্ত্রী পুত্রের দশা কি হ'লো?

রাধু। তাদেরও এরা আর দেখ্‌তে পেলে না; তখন তাদের দেখ্‌বে কি, এদের নিজের ডিঙি এক ঝট্‌কায় উল্টে গেল—এরা হাবুডুবু খেয়ে আপনাদের প্রাণ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হ'লো। কিন্তু না দেখুক, বেস বোধ হ'চ্ছে, অমন তুফানে তক্তার বাঁধন খুলে তারা যে ডুবে গেছে, তায় আর সন্দ নেই!

কান্ত। তবু ভাল—নেহাত খুন নয়—জলে ডোবা!

রাধু। হ্যাঁ নৌকোর তলা ফুটো করা, রসি কাটা, দাণ্ডা মারা, এ সব তো তুফানেরই কাজ বটে—তায় আর আমাদের দোষ কি?

কান্ত। দূর পাপিষ্ঠ নরাধম! একটু স্বস্তি পা'চ্ছিলেম, তাও পেতে দিবি নে—তুই এম্নি দুষ্মন্!

রাধু। দুষ্মন্ বলুন আর যাই বলুন, যদ্দিন না আপনি দেওয়ান ঘুচে পষ্ট মালিক হ'চ্ছেন, আর যদ্দিন না এ গোলাম দেওয়ানজী নাম পা'চ্ছে, তদ্দিন স্বস্তি পাবেনও না, পেতেও দেব না—তদ্দিন আমি রাধু সরকার নই, রাধু সয়তান!

কান্ত। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ'য়েও হ'চ্ছে না!

রাধু। আর বাকিটেই বা কি? কর্ত্তা বাবুর তো মিছে থাকা—যদিও বয়েসে তত বুড়ো নন, কিন্তু স্ত্রী, পুত্র, নাতির শোকে অকালেই প্রায় জজাতির জরা তাঁরে ধ'রেছে! আর যে অরুণের বাঁচন আশ্বাসটা মাঝে মাঝে তাঁর বুকে বিদ্যুৎ চম্‌কাতো, সে দফাও তো রফা হ'য়ে গেল! গেল ব'লে এম্নি গেল যে, এক উজ্জুগেই উত্তরার গর্ভ সহিত গেল!

কান্ত। দূর হতভাগা! যত অমঙ্গলে কথা আনে—উত্তরার গর্ভ কি গিছ্‌লো? ও দৃষ্টান্ত শুনে যে গা আরো কাঁপে—উত্তরার গর্ভ বাঁচিয়েই তো ভগবান পাণ্ডব বংশ রক্ষে ক'ল্লেন!

রাধু। তা হ'ক্, এখন কলির কাণ্ড সব উল্টো—কলিতে উত্তরার গর্ভ বাঁচাতে ভগবানকে আর আ'স্‌তে হ'চ্ছে না—সে কাজ হ'য়ে গেছে, কেন্ মিছে আর তার জন্যে ভা'ব্‌ছেন! এখন এই না ডুবির কথাটা কোনো মতে কর্ত্তাকে শুনিয়ে দিতে পা'ল্লেই হয়!

কান্ত। তাকি হয়? তুই এত প্যাঁচ বুঝিস, আর এইটে বুঝ্‌তে পাচ্ছিস নে যে, তা হ'লে অনেক বিষয় যে বুঝিয়ে দিতে হবে—যখন ব'ল্‌বেন, কিসে জা'ন্‌লে যে তাদেরি নৌকা, তখন কি ব'ল্‌বো? লাস পাওয়া যেতো, তবে বটে বেস হ'তো—

রাধু। লাস পেলে তো চৌধুরী-গড়ের সিং দরজার সাম্‌নে এনে দড়াম ক'রে ফেল্‌তেম, ফেলে কেঁদে কেঁদে চ'ক্ মুখ ফুলিয়ে তুল্‌তেম—দেখে লোকে ব'ল্‌তো, রেধো দুষ্টু দানো যাই হ'ক্, ওর শরীরে দয়া মায়াটা আছে!

কান্ত। হ'লে তো বেসই হ'তো, তা পেলি কৈ?

রাধু। ঢের তল্লাস করিছি, পাওয়া গেল না। একটা ফুলো মুদ্দর পেয়েছিলেম বটে, কিন্তু সেটা ওদের কারো হ'লো না। তারা সেই রাত্রেই স্রোতের মুখে সমুদ্রে চ'লে গেছে! সে যা হ'ক্, শোনাবেন না যে ব'ল্‌ছেন, তবে ছেলের আশ্বাসে থেকে থেকে, আপনার নামে উইল ক'র্ত্তে যদি দেরি করেন? তদ্দিনে আপনিও বুড়িয়ে যাবেন, আপনার রেধোও বুড়িয়ে যাবে—তখন আর ছাই বিষয় নিয়ে কি হবে?

কান্ত। ওরে তুই কি আমায় কাঁচা ছেলে পেয়েছিস? সে কাজ ফর্সা ক'রে তুলিছি! ভবকান্ত উকিলকে হাত ক'রেছি—ভবকান্তকে কর্ত্তা খুব ভালবাসেন, তাতো জানিস—

রাধু। তিনি কারেই বা না ভালবাসেন! যা হ'ক্, উইলের মর্ম্মটা কি?

কান্ত। শুধু উইল নয়, সে সঙ্গে এক ট্রষ্টি-নামাও হ'লো—সমস্ত বিষয় বিভবের ট্রষ্টি, ম্যানেজার, স্বত্বভোগী আমি রৈলেম! কর্ত্তার নিজ খরচ, চাকর বাকর, দেবসেবা, ক্রিয়া কর্ম্ম, মাসহরা পেন্সন প্রভৃতির তন্ন তন্ন জিগির তাতে থা'ক্‌লো, তার কম আমি ক'র্ত্তে পা'র্ব্বো না! কোনো সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর ক'র্ত্তেও আমি পা'র্ব্বো না!

রাধু। তার পর ভবিষ্যতের কথা?

কান্ত। নিরুদ্দেশ পুত্র ভূষণের যদি উদ্দেশ হয়, কিম্বা শৈশবে অপহৃত পৌত্র পুলিনকে যদি পাওয়া যায়, তবে পুঁইপোতার তালুকখানি কেবল আমার, আর সব তাদের হবে!

রাধু। মনে করুন, দশ বিশ বছর পরে তারা ফিরে এসে যদি বিষয় পায়, তবে এই দশ বিষ বছরের উপস্বত্ব যা আপনি ভোগ ক'র্ব্বেন, তাও কি তাদের ফিরে দিতে হবে?

কান্ত। না, সে সব ওয়াশিলাৎ কিছুমাত্র দিতে হবে না—তা হ'লে আর ছাই কি হ'লো!

রাধু। আর নগদ কি কোম্পানির কাগজ?

কান্ত। সে সব এখন কর্ত্তার নিজের থা'ক্লো, তাঁর মৃত্যুর মধ্যে তারা কেউ এসে পড়ে, তো তাদের, নৈলে আমার হবে! আর লেখা থা'ক্লো তাদের খোঁজবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আমায় পেতে হবে, তাতে যত ব্যয়, তাও আমাকে দিতে হবে!

রাধু। (সহাস্যে) তায় আর কসুর হ'চ্ছে না! স্বধু কি খোঁজা, গোঁজা আর চ'ক বোজা সুদ্ধই খোঁজা হ'য়েছে! এখন পৌত্র পুলিনটীকে একবার খুঁজে বা'র্ কর্ত্তে পা'ল্লেই কিছুই আর বাকী থাকে না! বেইমান বেটী ছেলেটাকে নে কোথায় যে গাঢাকা হ'লো—কেমন ক'রে বকুর হাত থেকেও হাত-ফ'স্কে পালালো, তাই ভেবেই অবাক হই! কিন্তু ধর্ম্ম-অবতার, যেখানেই থাকুক, ব'ার্ ক'র্ব্বোই ক'র্ব্বো—তোমার রাধু তাতে নিশ্চিন্তি নেই—পুলিস হাত ক'রিছি, চা'র্ দিগে গোয়েন্দা লাগিয়েছি!

কান্ত। ওরে, আউলের দলে খুঁজ্‌গে যা—ঘোষপাড়ার কর্ত্তাকে ঘুষ দে তুষ্‌গে যা—নয়তো তোর চেলা ভুবনোকে তার চেলা হ'তে ব'ল্‌গে যা, আউলের দলের ভেতর নেহাতই তারে পাওয়া যাবে!

রাধু। আচ্ছা, চণ্ডী মালিনী আউলে ছিল ব'লেই কি ভূষণ বাবু তারে কেটেছিলেন?

কান্ত। তা না তো আর কি?

রাধু। কেন, উনি তারে কা'ট্‌তে গেলেন কেন? শুনিছি, চণ্ডী

মালিনীর আউলের ঘোঁট ব'স্তো বাগ্দী পাড়ায়—চৌধুরী গড়েও না, এ পাড়াতেও না, তবে উনি কেন রুকে গেলেন ?

কান্ত। ভূষণ তখন ক'ল্কাতার কালেজ আউট ছোকরা—আখাম্বা গোরা—পড়া শেষ ক'রে বাড়ী এসে, কিসে দেশের ভাল হয়, কিসে প্রজারা সুখে থাকে, কিসে দুষ্ট দমন হয়, সেই রোকে যেন ক্ষেপে উঠ্লো! তাই, যেই শুন্লে যে, চণ্ডী মালিনী প্রায় সকল ঘরই মজাচ্ছে—আউলে তন্ত্রের বুজ্রুগিতে ভুলিয়ে ভালিয়ে কুলের কুলবতীদ্দেরও রেতের বেলা ঘোঁটে নে যা'চ্ছে, অম্নি পাঁচ ইয়ার সাথে, তরোয়ার হাতে, দুপুর রেতে ঘোঁটে গে উপস্থিত !

রাধু। বুঝি মদও খেতেন ?

কান্ত। তখন খেতো—সেই দিন থেকে দিব্বি ক'রে ছেড়েছে—সে দিন তখন খুব চল চল ভাব—তাই সেখানে গে বেজায় কাণ্ড সব যেমন দেখা, অম্নি তলয়ার ঝাঁকা, চণ্ডী পালাচ্ছিল, প'ড়্বি তো পড়্ সেই চোপ তার ঘাড়ে! আর সব কে কোথায় ছুটে গেল !

রাধু। তার পর ? তার পর ?

কান্ত। বংশী খানসামা আগেই আমায় খবর দিচ্লো, আমি ছুটে গে ভূষণকে গা ঢাকা ক'রে রা'খ্লেম, চণ্ডীকেও পূবের বাগানের চিলের ঘরে লুকিয়ে রেখে চিকিৎসে ক'র্ত্তে লা'গ্লেম! তার পর সে একটু ভাল হ'লে সেখান থেকে সরিয়ে বকুর জিম্মায় রাখি! বকুর আড্ডায় থাক্বার সময়েই চণ্ডী মালিনী ভূষণের ছেলে পুলিনকে চুরি করে! তার পর খামকা এক দিন ছেলে নিয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু কেন যে পালালো, তা বুঝ্তে পারা গেল না !

রাধু। বকু বলে, পুলিনের ওপর তার খুব মায়া ব'সেছিল, তাই পাছে আপনারা পুলিনকে মেরে ফেলেন ব'লে তারে নিয়ে পালায়। সে যা'ক্, এ দিগে ভূষণ বাবুর কি হ'লো ?

কান্ত। এদিগে, চণ্ডী ম'রে গেছে শুনিয়ে ভূষণকে—মর্ অরুণকে ছদ্মবেশে পশ্চিম পাঠিয়ে দিলেম! সেই অবধি সে জেনে আ'স্ছে যে চণ্ডীর খুনের জন্যে খাড়া ওয়ারিণ তার পেছন পেছন ঘুর্চ্ছে; কেবল আমার কের্দ্দানিতেই পুলিস পশ্চিমে গিয়ে ধরে না, দেশে এলেই ধ'র্ব্বে—ফাঁসি দেবে !

রাধু। উঃ! আপনার কম হেক্‌মৎ নয়—সূতোর ছিদ্দির পেয়ে কাল-নাগিনী যেমন লোহার বাসর ঘরে ঢুকে লখিন্দরকে দংশেছিল, আপনিও ঠিক তাই ক'রেছেন! কিন্তু এখন তবে কি সাহসে দেশে আ'স্‌ছিলেন?

কান্ত। ওরে, ব'ল্‌তে গেলে অনেক কথা, সংক্ষেপে বলি শোন—ছেলে চুরি গেছে খবর পেয়ে খেপে গিয়ে দেশে আ'স্‌তে চেয়েছিল, পুলিসের ভয় দেখিয়ে কত ক'রে থামিয়ে রাখি; তার পর স্ত্রী বিয়োগের খবর পেয়ে উদাস হ'য়ে দেশে আর আ'স্‌বে না ব'লে চিঠি লিখেছিল; তার পর অনেক কাল চুপ ক'রে থাকে, চিঠি পত্র কিছুই আর লেখে না!

রাধু। সে কখন?

কান্ত। সে, কানপুরে বে করার পর; তাতে ভয় পেয়ে চর লাগাই। চরের মুখে জা'ন্‌লেম, সেখানে বে থা ক'রে ভুলে আছে! তার পর মাতৃ-বিয়োগ অবধি পিতৃ দর্শন জন্য বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে ওটে, আমি নানান আপত্তি তুলে—রেলের পথে ধরা পড়ার ভয় দেখিয়ে অনেক দিন থামিয়ে রেখেছিলেম, কিন্তু শেষ একেবারে মরিয়া হ'য়ে লিখে ব'স্‌লো, "একবার গিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে বাবাকে দেখ্‌বোই দেখ্‌বো, যা থাকে কপালে—ছদ্ম বেশে নৌকোয় চ'ল্লেম, ভয় কি?"

রাধু। এখন সব চিরে বুঝ্‌লেম! তবে সুধু টাকার নোভে প'ড়েই চণ্ডী ছেলে চুরি করে নি—তার নিজেরও দা'দ্‌ তোলা ছিল! তার পর বুঝ্‌লেম, পতির বিচ্ছেদে আর পুত্রের শোকে পুড়ে পুড়ে বৌঠা'করুণ ম'রে গেলেন! গিন্নী মাও পুত্র, পৌত্র, বৌমার শোকে সেই পথের পথিক হ'লেন! ধন্য আপনাকে—এতগুলি পুণ্যাত্মাকে থপ্‌ থপ্‌ ক'রে স্বর্গে পাঠিয়েছেন! বড় মানুষ হ'তে গেলে এইরূপ বড় বুদ্ধিই চাই, এ যারা পারে না, তাদের মুখে তেম্নি ছাইও পড়ে!

কান্ত। সে যা হ'ক্‌, সে তো সব হ'য়ে ব'য়ে গেছে, এখন বাবুকে নে টান প'ড়েছে—বাবুর জ্ঞানটা থা'ক্‌লে হয়! বাবুর রোজই এখন কৃষ্ণ পক্ষ, আর শুক্ল পক্ষ—কখনো বিষাদ, কখনো হর্ষ—হর্ষ, তাঁর সদানন্দ স্বভাবে, বিষাদ ঐ সব শোকে! এইরূপেই দিন কা'ট্‌ছে!

রাধু। ভবকান্তকে তাগিদ ক'রে জ'ল্‌দি জ'ল্‌দি সইটে করিয়ে নেন—

[রাজেশ্বরের প্রবেশ]

রাজে। (রাধুর মুখের গোড়ায় হাত ঘুরাইয়া)

গীত।

খাম্বাজ। দাদ্‌রা।

(ওগো) এই যে আমার শকুনি মামা!
মামার হৃদয় খানি ভিতর বাইরে ঠিক যেন পোড়া ঝামা!
বাপের হাড়ে পাশা ক'রে, ছক্কাই পঞ্জাই দানের জোরে,
ছলে কলে বাজী মেরে, সুখের এখন নাই সীমা!

কিন্তু দোহাই মামা! সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির রূপী আনন্দময় বাবুর নেহাত সর্ব্বনাশটা ক'রো না! দোহাই ধর্ম্মের, এই কান্ত বাবু রূপী সুযোধনকে লোভের ফাঁদে আর ফেলোনা বাবা!

রাধু। (সকোপে) এত বড় যোগ্যতা, যা মুখে আ'স্‌বে তাই ব'ল্‌বি —দেখ্‌বি তোর পাগ্‌লামি আর ছেব্‌লামি বার্‌ ক'রে দেব?

রাজে। শোনো মামা, তবে রামায়ণ শোনো—গোষা ক'রো না, মহাভারতে মন উঠ্‌লো না তো রামায়ণ গাই—

গীত।

মোল্লার। দাদ্‌রা।

ছেব্‌লামি নয় দেব্‌লামি আমার! (মামা!)
কেবল্‌ পাগ্‌লামি পাত্‌নামা তার!
(তোমার) ভা'গ্‌নে রাবণ, কুবের ভবন, লুটে এখন, রাজ্য তার!
ভা'গ্‌নের ধনের নাই সীমা, ভা'গ্‌নের অতুল মহিমা,
দেবকন্যে যার সেবা করে, দেব্‌তা খান্‌সামা!
দেখে, এই সব জম্‌জমা, দড়ি পাকাচ্ছো মামা,
অর্দ্ধেক না হয়, চৌত্‌ভাগী, কলির কালনিমা!
কিন্তু রামের হনু, বুকে জানু, (ও সেই ধর্ম্মরূপী রাম)
(ও সেই আইন হনুমান)
ও সেই রামের হনু, বুকে জানু, ঘাড় ভেঙে দেবে তোমার!!

রাধু। (উঠিয়া) এ বেল্লিক বড় বাড়া'লে দেখ্‌ছি! ওরে, দেওয়ানজী

কিছু বলেন না ব'লেই বেঁচে বেড়াচ্ছিস, নৈলে কোন্ কালে ভাল ক'রেই এর জবাব পেতিস—কবে তোর হাসি খুসি বা'র্ ক'র্ত্তেম—

রাজে। কপ্‌নি, আর টুকনি—বিষয় নেই, আশয় নেই, ছেলে নেই, পীলে নেই, মা'গ্ ছুঁড়ীও বুড়ী হ'য়েছে, কিসে আর দাঁত বসাবে বাবা? (হস্তের দ্বারা সর্পের ভঙ্গি করিয়া) ও ফোঁস! ও ফোঁস! এই সরায় ছোবল মারো—নয় গর্ত্তে চ'লে যাও—

কাছে আছে টসে মূল—
ভয় রাখিনে এক চুল!

কান্ত। হো! হো! হো! ছি রাধু, রাজেশ্বরের কথায় রা'গ্‌তে নেই—যা ব'লে দিলেম, মালের মুহুরি যেন সেই সেয়াটা জল্‌দি তৈয়ের ক'রে দেয়, বাবুকে দেখাতে হবে!

রাধু। যে আজ্ঞে!

প্রস্থান।

কান্ত। চল্ রাজু ও ঘরে যাই—আ'জ্ মাষ্টার ভাল মাল আনিয়েছে, আ'জ্ ভৈরবী চক্র বসাতে হবে!

রাজে। ভৈরবী কৈ?

কান্ত। না হয় ভৈরব চক্রই হবে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মহাকালীর গৃহ।

[মহাকালী ও নিরঞ্জন উপস্থিত]

নির। এখানে আর ভাল লাগে না—আমরা বাপু ক'ল্‌কাতার মানুষ, আমাদের কি পাড়াগাঁয় পোষায়! এখানে সবই যেন এক ঘেয়ে, আমোদ আহ্লাদ কিছুই নেই—কেবল তোমার মুখ দেখেই টেঁকে আছি!

মহা। আমার মুখ দেখে! তা আর আমার বুঝ্‌তে বাকী নেই—বলে, "উড়্‌তে না পেরেই পোষ!" কেন, পাড়াগাঁতেই বা থা'ক্তে হবে কেন? আপনার বুদ্ধির দোষেই না সব খোয়ালে! নৈলে শ্বশুর ঠাকুর যা রেখে গিছ্‌লেন, তাতে বড়মা'নৃষি ক'রে কাটাতে পা'র্ত্তে!

নির। খোয়াই, কিন্তু বাবুয়ানার হদ্দ ক'রে নিইছি—

মহা। কপালে আগুন অমন বাবুয়ানার—যত হতচ্ছাড়া বদ্‌ ছোঁড়াদের সঙ্গে ইয়ার্কি ক'রে দু বছর যেতে ভর সৈল না—বাবুর তখন বাই নৈলে রা'ত্‌ কা'ট্‌তো না—প্রেমারা খেলার ধুমই বা কি! সব শুনিছি গো সব শুনিছি—কতক দেখ্‌তেও পেয়েছি! এখন সে সব ইয়ারের দল কোথায় রৈল? যখন দেনার জ্বালায় লুকুলে, তখন কি কেউ একবার উঁকি মেরেও দেখেছিল?

নির। সত্য বটে, বেটারা বড় বেইমান—আমার টাকার বড়মা'নৃষি ক'ল্লে, এখন কিনা একবার চেয়েও দেখে না! শুন্তে পাই উল্টে আমায় গাধা ব'লে ঠাট্টা চালায়!

মহা। ভাগ্যিস এমন শ্বশুর পেয়েছিলে, তাই তবু দেনা সুধে লোকালয়ে মুখ দেখাতে পা'চ্ছো, আর সহরে মাথা গুঁজে থাক্‌বার মতন একখানা বাড়ীও রা'খ্‌তে পেরেছ!

নির। সে সব কথা ছেড়ে দেও—যা হবার হ'য়েছে—আমিই কি একা দোষী—তোমারও কি দোষ ছিল না?

মহা। আমার দোষ! কেন, অর্দ্ধাঙ্গ ব'লে নাকি?

নির। তোমার না হয়, তোমার বয়েসের দোষ! না হয় বাল্য-বিবাহের দোষ—তখন যদি এমন যুবতী হ'তে, আর এখনকার মতন যত্ন ক'র্ত্তে জা'ন্তে, তবে কি কুসঙ্গে যাই, না দিশাহারা হই?

মহা। কৈ এখনও কি একেবারে ক্ষান্ত পেয়েছ?

নির। এইবার এই যে ব্রাহ্মদলে মিশিছি, দেখোদেখি এখন ঠিক চোস্ত থাকি কিনা! ইরির মধ্যেই আচার্য্য মশা'র প্রিয় হ'তে পেরেছি, আর তাদের অনেকের সঙ্গেই খুব ভাব ক'রে নিইছি! আহা, তারা কি সরল—ব্রাহ্মিকা ভগ্নীরাও খুব মেলক মেশক!

মহা। ওগো, বুঝিছি গো বুঝিছি, সেই ভগ্নীদের লোভই তোমার আসল কথা!

নির। (জিভ কাটিয়া) ছি, ছি, ছি, অমন কথা ব'লোনা—

মহা। আর জ্বালিও না—যে তোমায় না চেনে, তার কাছে বড়াই ক'রো, এই বয়েসে আমার বিস্তর পুড়ুনি হ'লো—তুমি যে স্ত্রী-স্বাধীনতার এত গোঁড়া কেন, তাও জানি—আর ঘুমুতে ঘুমুতে যে একটী ব্রাহ্মিকা ভগ্নীর নাম কর, তাও জানি—হায়! তখন এত জা'ন্‌লে কি আমি তাদের কাছে যাই, না তোমায় যেতে দিই? কিন্তু নিশ্চিত জেনো, খলের ছল কখনই পূর্ণ হবার নয়! আমিই তাদের সাবধান ক'রে দেব—

নির। না না, আমার মাথা খাও—ও চলান চলিও না!

মহা। তা করি না করি, কিন্তু তুমি যা ভাবো, তারা তা নয়! কেবল তোমার মতন লোকের সঙ্গে তারা যে কেন আলাপ করে, এইটীই আশ্চর্য্য ভাবি! সে যা হ'ক্‌গে, তুমি শোও—

নির। আর তুমি?

মহা। আমি একবার মাকে দেখে আসি—মার যে সন্ধ্যা থেকে ব্যথা হ'য়েছে—ঈশ্বর করেন, এবার মার একটী সুসন্তান হয়!

নির। কেন তোমরা কি কুসন্তান? এর চেয়ে সুসন্তান হ'লে যে তোমাদের পাঁচ ব'নের মুখে আর জামাই বাবুদের মুখে পাঁশ প'ড়্‌বে—ভাই হ'লে কি বিষয় পাবে?

মহা। ছি, ছি, ছি, অমন পাপের কথা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না!

নির। ও কে গাইতে গাইতে আ'স্‌ছে ?

মহা। ও আমার মেঝ ব'ন্ নৃত্যকালী—আহা কি সুন্দরই গায়!

নির। তবে ও ঘরে গে লুকুই—আমাকে দেখ্‌লে হয় তো গাবে না!

[প্রস্থান।

[আনন্দকালী ও অভয়কালীর হাত ধরিয়া গাইতে গাইতে নৃত্যকালীর প্রবেশ]

গীত।

মিশ্রবাহার। মধ্যমান।

কি আনন্দ বৃন্দাবনে, আজ্ নন্দ ভবনে!
প্রফুল্ল নীলপদ্ম যেন, যশোদার হৃদ্-পদ্মাসনে!
আমরি কি রূপ রাশি,
দেখে যারে ব্রজবাসি,
কালোরূপে তমোনাশি, আলো দিল ত্রিভুবনে!

মহা। অ্যাঁ! খোকা হ'য়েছে? আ! কি আহ্লাদ! যাই দেখিগে—

নৃত্য। না, না, দিদি, যেয়োনা, যেয়োনা, এখন গেলে মনের আশা পূরবে না—ভুনী ধাই ব'ল্লে আ'জ্ কেউ দেখ্‌তে পাবে না—কা'ল্ সকালে! তাই বলি দিদি,

প্রত্যুষে সোণার চাঁদে নিরখি নয়নে,
জুড়াইব তাপিত হৃদয়!
কনক বলয় দিয়ে সাজাব রতনে,
আমরি কি হবে শোভাময়!

[নিরঞ্জনের পুনঃ প্রবেশ]

নির। বাঃ! কবিতাও যে—মেঝ ঠাকুরঝি কম নয়, সাক্ষাৎ সরস্বতী!

নৃত্য। কৈ নিরঞ্জন বাবু? হেন শুভ সমাচারে কেন,
না হেরি বদনে তব আনন্দ উচ্ছ্বাস?
যে আনন্দে আ'জ্ ভাসে আহা পুরিজন—
যে আনন্দে সবারি হৃদয়, মগ্ন আ'জ্ মহোৎসবে—
যে আনন্দ অতুল এ পুরে—আহা!

নির। সে যা হ'ক্, মেঝ ঠাকুর-ঝি, এমন গান গাইতে ভাই কোথায় শিখ্‌লে?

নৃত্য। কেন কেন আমার কি শিক্ষকের অভাব?

যাঁর হাতে কুল, মান, প্রাণ, সকলি ক'রেছি দান;
তাঁরি কাছে শিক্ষা এই তান, লয়, মান!
(আর) প্রাণের কাকলি যাহা, ফুটিলেই হয় গান!

নির। রাম বাবু সব রকমেই ও'য়ের! স্ত্রীকে গানও শিখিয়েছে! মেয়ে মা'নুষে গান গাইতে পা'ল্লে সোণায় সোহাগা, ইটি তোমার দিদীকে বোঝাতে পা'ল্লে'ম না!

মহা। কেন, তুমি কি আমাকে শিখিয়েছ, না নিজে গাইতেই জান?

নির। আমি না জানি, ব্রাহ্মিকা ভগ্নীদের কাছে শিখ্‌তে দোষ কি?

মহা। পোড়া কপাল সে গান শেখার? আমার গানে কাজ নাই—"অমনি থাকিব আমি যে করে গোঁসাই!"

[রামলাল বাবুর প্রবেশ]

রাম। নিত্তি কি ক'চ্ছি'স? দাদার কাছে বুঝি বিদ্যের ছাতু গুল্‌ছিস! দেখিস যেন টক হ'য়ে যায় না—

নৃত্য। যে বিমল প্রেম সুধা সে ছাতুর সহ,
দিয়েছ মিশায়ে, জনমে কি আর টক হয়?

নির। ভাই! তুমি নিজে নাকি ঠক, তাই টকের ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁ'পছো!

রাম। রেখে দেও দাদা, তোমার দাশরথী ছড়া—সে অনুপ্রাসে রাম ভোলে না! (আনন্দ ও অভয়ের হাত ধরিয়া) এই যে আমার কচি ঠাকুরঝি আনন্দকালী আর অভয়কালী, এরাও যে আ'জ্ রা'ত্ জেগে হাড় কালী ক'চ্ছে!

আন। জা'গ্‌বো না—মার যে খোকা হ'য়েছে!

অভ। ভুনী ব'ল্লে মার আণ্ডা খোকা হ'য়েছে! জয়কালী টের পেলে না, সে ঘুমিয়ে অয়েছে!

মহা। রাম বাবু, তুমি কি বাইরে গিছ্‌লে?

রাম। কেন?

মহা। এ সুসংবাদ শুনে বাবা কি ক'র্লেন—কি ব'ল্লেন, তাই শুন্‌বো!

রাম। তিনি এখন চক্রে, সে চক্রে গিয়ে কি বেটক্করে মারা যাব!

নির। এস তবে চা'র্ জনে তাস খেলি—নিতু আমার খেঁড়।

রাম। না, দাদা, তা হবে না, তুমি খেলার ইসারা ছলে ফাঁকি দিয়ে যে চ'ক্ ঠা'র্‌বে, তা আমার প্রাণে সবে না—তোমায় দাদা বেস চিনি!

নৃত্য। ছি, ছি, ছি, ওকি কথার শ্রী!

নির। ছোঃ! পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে মিশ্‌তে তো এমন অপবিত্র ভাব কখনই মনে উঠ্‌তো না!

রাম। ও দাদা! দেখি একবার তোমার চাঁদ মুখখানি ভাল ক'রে দেখি—বাঘের চামড়া ছেড়ে কবে এই পবিত্র মেষ চর্ম্ম গায় দিলে?

নির। আহা! উপাচার্য্য মশা'র উপদেশ যদি দু একবার শোনো, তবে এ রকম সব পাপ-বুদ্ধি তোমার উড়ে যায়!

রাম। ও দাদা, তাঁর প্রধান চেলা ময়রা ভোলাদের দলে আমি অনেক-কাল থেকেই মিলে আ'স্‌ছি, তুমি তো দুদিন জুটেছ—তোমার মতন চেলাও তাঁর অনেক আছে, তাও জানি! সে যা হ'ক্, চলনা একবার বাইরে যাই, কি হ'চ্ছে দেখিগে!

নির। তুমি যাও, আমার অসুখ ক'চ্ছে—

রাম। আয় নেতো, তবে আমরা যাই—

[উভয়ের প্রস্থান।

মহা। যাও না একবার—এই সুখবর পেয়ে বাবা হয় তো আহ্লাদ ক'রে এখনি তোমাদের দুজনকেই ডা'ক্‌বেন—আর কারে কি দেওয়া থোয়া বিলানো ছড়ানো হবে, হয় তো তারো পরামর্শ ক'র্ব্বেন!

নির। তায় আর আমরা গে কি ক'র্ব্বো? আমি ঘুমুইগে—রা'ত্ যে একটা বেজেছে, তার খবর আছে? শুইগে যাই চল—এ সব আমার ভাল লাগে না!

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বহির্বাটীর গৃহ বিশেষ।

[কান্ত বাবু, ডাক্তার, বীরু মাষ্টার ও রাজেশ্বর উপস্থিত]

ডাক্তা। কেমন মাল বাবা ?

কান্ত। মাল ভাল, কিন্তু দাম ঢের !

রাজে। গুরুজীর শোধন করা কারণ যেমন সস্তা, তেমনটী আর কোথা পাবা ? কিন্তু গা বমি বমি আর মাথা ধরা তার সহচর !

বীরু। গুরুজী আ'জ্ আ'স্‌বেনতো ? তিনি এলে বড় আমোদ হয় !

রাজে। আমোদ হয় বটে—কিন্তু দায়ও ঢের—ওঠোরে, অভ্যর্থনা কররে, তটস্থ হওরে, মুখে একটু ভক্তি দেখাওরে, মজা চেপে রাখোরে !

বীরু। মজা চা'প্‌তে হবে কেন ? গুরুজীকে যে বাগে নে যাবে, সেই বাগেই যাবেন !

[পীতমের প্রবেশ]

পীত। আজ্ঞে গুরু ঠাকুর এয়েচেন—

কান্ত। নে আয় না—

[পীতমের প্রস্থান।

রাজে। ঐ দেখ, বেটার টনক ন'ড়েছে—ভাল মাল ভাগাড়ে প'ড়্‌লেই শকুনীর মাথার টনক নড়ে!

কান্ত। দূর বেল্লিক ! কারে কি বলে, জ্ঞান নেই !

ডাক্তা। গুরুজী না অমাবস্যা নৈলে টানেন না ?

রাজে। সে সব গেছে বাবা—বিলিতি মালের আমদানী অবধি সে কারদানী আর নেই—আ'স্‌তে আজ্ঞা হ'ক্—

[পীতমে ও গুরুজীর প্রবেশ]

কান্ত। (দাঁড়াইয়া) পীত্‌মে, ছোট গা'ল্‌চে খানা দেনা—তাকিয়েটা দেনা—হা ক'রে দাঁড়িয়ে রৈলি কেন ? (প্রণত)

[আসনাদি দিয়া পীতমের প্রস্থান।

রাজে। মিছে আর ও সব আড়ম্বরই বা কেন? এ তো শোধন-করা সুরার চক্র নয় যে একাসনে ব'স্‌তে ঠাকুর বক্র হবেন!

গুরু। না, না, রাজেশ্বর, গুরু শিষ্যে একাসনে ব'স্‌তে নেই—সে অতি গুরু অপরাধ ব'লে লিখেছেন!

রাজে। (করযোড়ে) আজ্ঞে, বিলিতি মালে অপরাধ বড় লিখ্‌ছেন না—কেননা কুল্লুকভট্ট পানাধ্যায়ে লিখে গেছেন—

বৈদেশস্থি বৈজয়ন্তি-যুক্তং পোতানীতং সুরাঃ।
পবিত্রং সুধাভিতুল্যং গুরুশিষ্যানুবর্ত্তিতাং॥

অর্থাৎ বিদেশী নিশানওয়ালা যে পোত, কিনা জাহাজ, সেই পোতা-নীতং সুরা, কিনা সেই জাহাজে আনীত যে মদ, তিনি পবিত্রং—তিনি সুধাভিতুল্যং—তা পান কর্ব্বার সময় গুরুঠাকুর শিষ্যের অনুবর্ত্তিতা ক'র্ব্বেন, কিনা ল্যাজ ধ'রে ধ'রে চ'ল্‌বেন! ঐ যে তাং, ঐটেতেই ঘেটে গেলেন!

গুরু। আঃ! সংস্কৃত বচনের অর্থ আর অতটা ভেঙে চুরে ব'ল্‌তে হবে কেন?

রাজে। না, না, আপনাকে না—আপনাকে ব'ল্‌ছি না, এই কটা গণ্ড মূর্খদের বোঝাচ্ছি! বাপ্‌রে! আমি আবার আপনাকে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দেব! (পান-পাত্র প্রদান) গ্রহণাজ্ঞা হ'ক্‌—প্রসাদের নিমিত্ত বাবুরা ব্যগ্র হ'য়ে ঐ দেখুন ঠোঁটং চাটন্তি!

গুরু। (পান পূর্ব্বক) তুমি যা ব'ল্‌ছো রাজু, তা অপ্রামাণ্য নয়—আমাদের তন্ত্র শাস্ত্র অপার সিন্ধু, তার তলায় কত যে রত্ন—

রাজে। আজ্ঞে! আপনাদের ন্যায় ডুবুরীরা যত্ন করেন ব'লেই সে সব অমূল্য অতুল্য মুক্ত রত্ন আমরা দেখ্‌তে পাই, কিন্তু ভক্তি রূপ অর্থবল ততটা নাই, তাই বিলিতি মুক্তায় আশ মিটাই!

গুরু। ওহে ডাক্তার, রাজেশ্বর এক জন মস্ত ভাবুক লোক—বাঃ! কি ভাবই এনেছে—এ ভাবে বিলিতি কারণে অকারণ দ্বেষ ক'র্ত্তে আর ইচ্ছে হ'চ্ছে না! মা গো! তুমি ইচ্ছাময়ী—তোমার ইচ্ছার আভাস রাজে-শ্বরের মুখেই ব্যক্ত হ'লো!

রাজে। আজ্ঞে, ঠিক ব'লেছেন—আমার মামার বাড়ীতে কেয়ো

কাশীনাথ ব'লে এক জন প্রচুর বক্তা প্রাচীন ছিলেন। কাল ক্রমে লোকের মুখ দিয়ে কালভৈরব তাঁরে বিবিধ প্রত্যাদেশ দিতে লা'গ্‌লেন; বিশেষতঃ আমার আর আমার সমবয়স্ক কয়টী বালকের মুখ থেকে খোনা কথায় সর্ব্বদাই তাঁরে আদেশ দিতেন যে "কাঁশীনাঁথ! এঁই বাঁলক গঁণকে আঁ'জ্ ছুঁটাকার মঁণ্ডা মেঁঠাই খাঁওয়াঁও, তাঁতেঁই আঁমার মঁহা পঁরিতোঁষ হঁবে!"

গুরু। কাশীনাথ খাওয়াতেন?

রাজে। তৎক্ষণাৎ! হাতে না থা'ক্‌লে ধার ক'রে! প্রথম প্রথম সে প্রত্যাদেশ গাছের আড়াল, পাঁচিরের আড়াল, দোরের আড়াল থেকেই হ'তো, শেষে একেবারে তাঁর সাম্‌নাসাম্‌নিও খুব চ'ল্‌তে লা'গ্‌লো—তিনি যেখানে যখন যেতেন, সেখানেই প্রায় হ'তো—ক্রমে এই প্রত্যাদেশের তরেই তাঁর সর্ব্বস্ব গেল, তখন ব'ল্‌তেন "এত দিনে আমি সিদ্ধ হ'লেম!" কিন্তু তাঁর কায়স্থানী আমাদের খ্যাংরা নে তেড়ে আ'স্‌তেন!

গুরু। আহা! কাশীনাথ যথার্থই কাশীনাথের কৃপাপাত্র! দেও দেও আর এক পাত্র!

রাজে। (পাত্র দিয়া) আজ্ঞে, আ'জ্ আমার মুখ দিয়ে মা ইচ্ছাময়ী একটী ইচ্ছা প্রকাশ ক'র্ত্তে ইচ্ছা ক'চ্ছেন—এই দেখুন, আমি ব'ল্‌বো না ব'লে মুখ টিপে রা'খ্‌ছি, তবু কে যেন আমার জিভকে টেনে বলাচ্ছেন; আর ঘাড় মাথা সড়্ সড়্ ক'চ্ছে!

গুরু। কি, কি, কি বলাচ্ছেন?

রাজে। বলাচ্ছেন যে আপনি একেবারে আর পাঁচ পাত্র উপরি উপরি টানুন, টেনে শিষ্যের গলা জড়িয়ে নাচুন!

ডাক্তা। সত্য নাকি?

বীরু। বল কি?

কান্ত। (জনান্তিকে) দূর হতভাগা!

গুরু। (টলিতে টলিতে উঠিয়া) তা হবে! ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা, কার বা বাপের সাধ্যি বোঝে—কার বা বাপ পিতোমোর সাধ্যি ঠেলে—এই যে এত ভা'ব্‌ছি ট'ল্‌বো না, তবু পা টলে—(কান্তবাবুর গলাধরিয়া) না'চ্‌তে প্রত্যাদেশ তো কেন না—বাপ্—নাচি? নাচ—বাপ—নাচ, নাচি—(নৃত্য)

রাজে। নাচতো রুণী, চুপি চুপি, গলায় পরতো গোখ্‌রো সাপ!
নাচ তো বাপ, মার তো লাফ, কদলি বন করতো সাফ!
এই ডুগডুগী বাজাই, যাদু তোমারে নাচাই—
এই ডুগডুগী বাজাই, বাপ তোমারে নাচাই!

[পীতমের বেগে প্রবেশ]

পীত্‌। খোক্‌—খোক্‌—খোকা হ'য়েছে!

বীরু। হুর্‌রে! হুর্‌রে! হো! হুপ্‌! হুপ্‌! (লম্ফ)

রাজে। জয় জয় কান্তবাবুকি জয়!

গুরু। অ্যাঁ—জয়—কার জয় র‍্যা ভেড়ো? বল্‌ গুরুজীকি জয়—গুরুর আশীর্ব্বাদ স্বস্তেনের জয়—দে, দে, দে ব'ল্‌ছি—দে জয় দে! আর এক পাত্র দে! (মাথার উপর হাত ঘুরাইয়া) জয় জয় জয়! (পতন)

কান্ত। যা, যা, পীতমে রাধুকে ডাক্‌—জামাই বাবুদের ডাক্‌, সব আমলাদের ডাক্‌, যা, যা, সক্কলকে ডাক্‌—

[পীতমের প্রস্থান।

কান্ত। চল ভাই বড় বৈঠকখানায় যাই—গুরুদেবকে টেনে ঐ পাশের ঘরে ফেলো—চল, আ'জ্‌ কল্পতরু হব—যে যা পেলে খুসি হয়, তাই দেব!

বীরু। আমি বলি, এদিগে একটু হাত খাটো ক'রে মাজিষ্ট্রেট কমিশনারের দ্বারা কোনো ফণ্ডে—যাতে সাহেব লোক খুসি হয়—দশ বিষ হাজার পাঠিয়ে দেও—খবরের কাগজ-ওয়ালাদের প্রেজেণ্ট পাঠাও—এই সব ক'রেই রাসমোহন বাবু রাজা খেতাব পেয়েছেন!

রাজে। ঋণ-সাগরেও খাবি খা'চ্ছেন—টুপ্‌ ক'রে ডুব্‌লেই হয়!

বীরু। আরে তার বিষয় আর আনন্দময়ের বিষয়! এসংসারে নগদ জ'ম্‌ছে কত?

রাজে। রাধুর মতন জোঁক আর তোমার মতন ঘুঘু যখন জুটেছে, তখন আর বড় দেরি—

কান্ত। ছি, ছি, এমন সুখের সময় ও সব কি? চল—

[সকলের প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

আনন্দময় বাবুর গৃহ।

[আনন্দময় উপস্থিত]

আন। (স্বগত) হা ভূষণ! হৃদয়-ভূষণ! কোথায় গেলে? হা পুলিন! তোর চন্দ্র বদন কি আর দেখ্‌বো না? হা সোণার চাঁদ—যোণার দাদা কোথায় গেলি? তোর মাকে যে আমি মা ব'লে ডা'কতেম ব'লে তোর কতই আনন্দ হ'তো! সেই মাই বা কোথায়—সাক্ষাৎ কমলা রূপিণী সেই বৌ মা আমার কোথায়? মাগো! পতি-পুত্র-শোকে কেঁদে কেঁদে অকালেই তুমি কালের কবলে গেলে! হায়, তা দেখেও এ কঠোর হৃদয় দ্বিধা বিদীর্ণ হ'লো না! বুঝেছি হৃদয়! তুই নিতান্তই পাষাণ! তোর অমন প্রাণতুল্যা পত্নী সুশীলা সে শোকে গ'লে গেল, তবু তুই সে সঙ্গে চ'লে গেলি নে! হা প্রিয়ে, নামে গুণে কি সুশীলাই ছিলে! গিয়েছ, বেস ক'রেছ, বেঁচে গেছ! কিন্তু তেমন পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী হ'য়ে পতিকে একা রেখে যাওয়া কি ভাল হ'য়েছে? সঙ্গে ল'য়ে যাওয়া কি উচিত ছিল না? বুঝি সেই ত্রুটির জন্যই তোমায় নৈরাশ্য কষ্ট পেতে হবে! তোমার আশা ছিল, সেখানে গিয়ে পুত্র, পুত্র-বধূ আর পৌত্রের মুখ দেখে সুখিনী হবে, কিন্তু তা হবেনা—আমার প্রাণ যেন সদাই স্বপন দেখ্‌ছে যে, পুত্র ভূষণ আর পৌত্র পুলিন এখনও সেই স্বর্গে যায় নাই—কেবল অভাগিনী বৌমাই একা গিয়েছেন! হায়, এ স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে না জানি প্রাণের বাছারা এই কঠোর পৃথিবীতে কত কঠোর কষ্টই পা'চ্ছে—আহা তারা অনাথের ন্যায় পথে পথে ঘুর্‌ছে—হয়তো এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ফির্‌ছে, নয়তো বড় জোর পরান্নভোজী পর-প্রত্যাশী হ'য়ে অযত্নে, অপমানে সোণার জীবনকে দুর্ব্বহ জ্ঞান ক'চ্ছে; আর আমি এখানে ক্ষীর সরে শূকর উদরের সেবা ক'রে কোমল শয্যায় শুয়ে সুখে আছি! উঃ! অসহ্য! নিতান্তই অসহ্য! দয়াময়! কি ক'র্লে—কি অপরাধে এত গুরু দণ্ড দিলে!

[কান্ত বাবুর প্রবেশ]

কান্ত। (স্বগত) এখন দেখ্‌ছি কৃষ্ণ পক্ষ, শুক্ল করা চাই! (প্রণাম পূর্ব্বক প্রকাশ্যে) কা'ল্ রাত্রে ঘুম হ'য়েছিল তো? রায় মশাই তো জোর

ক'রে ব'লেছিলেন, এ পাক তেল ছ সাত দিন মা'খ্‌লেই নিদ্রা হবে—কৈ, বং'শে এখনো তেল আনে নি? ছচার দণ্ড গায় না ব'স্‌লে তেলের কাজ হবে কেন? বং'শে! বং'শে! তেল আন্‌ না—

আন। থাক্, থাক্, হবে এখন—বং'শে গেছে লালজীকে আ'ন্তে—

কান্ত। এক জন দরয়ান পাঠালেই তো হ'তো—তেল মাখানো বন্ধ রেখে তার নিজের যাবার দরকার কি?

আন। কা'ল্ রাত্রে একটা নূতন গান বাঁ'ধ্‌লেম, তখনি তোমার মামাতো ভাই—ওর নাম কি?

কান্ত। আজ্ঞে, শ্যামলধন—

আন। কান্তরে! তুই আছিস, তাই আছি! কি মনের মত লোকটীকেই দিইছিস—তোর শ্যামলধন যেন প্রাণের সঙ্গে কথা কয়! রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, যখনি জাগি, শ্যাম অম্নি উপস্থিত—কা'ল্ রাত্রে গানটী যেই বাঁধা হ'য়েছে, শ্যাম আমার ভাব দেখেই তা বুঝেছে, অম্নি না ব'ল্‌তেই কাগজ কলম এনে লিখে নিয়ে বং'শেকে ব'লে দিলে ভোরে উঠে লালজীকে দিয়ে এস, তেল মাখ্‌বার সময় লালজী এসে যেন গায়! এত বুঝানো কি দরয়ানের কাজ? তাই বং'শে গিয়েছে।

কান্ত। কেন শ্যামলধন নিজে যেতে পা'র্লে না—সে বাবু হ'য়েছে নাকি?

আন। না, না, শ্যাম এমন ছেলে নয়, সে নিজেই যেতে চেয়েছিল, আমিই তারে অন্য কাজে লাগিয়েছি! বেজার হ'য়োনা, বং'শে এলো ব'লে, বেলাও তো হয়নি!

কান্ত। কিন্তু, বাবা! দোহাই তোমার, রাত্রে গান বাঁধার অভ্যাসটা ছেড়ে দিতে হবে—ঘুম না হবার প্রধান কারণই সেই!

আন। তা নয় বাবা তা নয়—প্রধান কারণ তা নয়—নিদ্রা হয় না ব'লেই গান বাঁধা, গানের জন্য অনিদ্রা নয়! নিদ্রা যাতে হবে, তাও তোমার হাতে—তেলে কি ক'র্ব্বে বাপ, যাতে ঘুম আ'স্‌বে তাই কর!

কান্ত। আজ্ঞে, ইংরেজের মুলুকে তো কুত্রাপি সন্ধানের ত্রুটি ক'চ্ছিনে, পুলিসও হা'র্ মেনে গেছে—এখন তাদেরি পরামর্শ মতে দিশী রাজাদের দেশে পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন খোঁজ চ'ল্‌ছে!

আন। তুইই আমার আশা ভরসা সব—সর্ব্ব মঙ্গলময় ঈশ্বর তোর মতন সরল-প্রাণ ধর্ম্মভীরু লোকের অবশ্যই মঙ্গল ক'র্ব্বেন! আহা! প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে গেলেই ব'ল্‌তেন, কৃতজ্ঞ অপকট ধার্ম্মিক লোকের হাতে কার্য্যভার দিও, বেশী যোগ্যতার দিগেই দেখো না, তা হ'লে কদাচ পশ্চাত্তাপ ভুগ্‌তে হবে না! কান্তরে! দয়াময় বিভু আমাকে তেম্নি সজ্জনই দিয়েছেন—পুত্র ধনে বঞ্চিত হ'য়েও তোর গুণে পুত্রবানই আছি! আমিও অকৃতজ্ঞ নই কান্ত, ভবকান্ত উকীলকে যা ব'লে দিইছি, অবশ্যই তা শুনেছিস?

কান্ত। না, বাবা, সে সব আমি কিছুই শুন্তে চাইনে—আমার কার্য্য আমি ক'র্ব্বো, এই মাত্র জানি! আপনি আমাকে যে এত দয়া করেন, তাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার! এখন একটা সুসংবাদ দিতে এলেম—কা'ল্ রাত্রে আমার একটী নবকুমার ভূমিষ্ট হ'য়েছে!

আন। অ্যাঁ! এবার পুত্র সন্তান! আ! কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! এতক্ষণ তা না ব'লে ছাই ভস্ম কথায় কাল কাটাচ্ছিলি! আবার তবে আমি নাতির দাদা হ'লেম! হা পুলিন!—যা'ক্ যা'ক্—সে কথা এখন না! কান্তরে! অনেক দিনের পর আ'জ্ আবার যে সুখী ক'ল্লি, তা আর কি ব'ল্‌বো। যদিও আমার মতে পুত্র কন্যা দুইই সমান, তবু সাধারণের বিশ্বাস মতে ব'ল্‌তে হয়, ইহ-সংসারের সার ধন পুত্র—পুত্র বিনা সকলই অসার—সংসার আঁধার! যা, যা, আমার সরকার থেকে—আর এখন আমারি কি, আর তোমারি কি, একই—প্রাণ ভ'রে দান ধ্যান ক'রগে যা! পুরোণো খাতা খুলে মুহুরিদের ফর্দ্দ তুল্‌তে বল্—

কান্ত। ততটা আড়ম্বর কি দরকার?

আন। হাঁ দরকার—বিশেষ দরকার—পুত্র-জন্মোৎসবে এ বংশে যেমন যেমন হ'য়ে থাকে, তেম্নি সবই হবে—সেইরূপ সামাজিক—সেইরূপ তেল, মাসকলাই, সন্দেশ, তৈজস, কাপড়, নগদ দেওয়া; সেইরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক জন বিদায়; সেইরূপ বাজনা বাদ্য সব যেন হয়—এ অঞ্চলের সব বাদ্যকর যেন আসে! আর গুচ্চির কাপড়, গয়না, টাকা আমার কাছে পাঠিয়ে দে, আমার কাছে যারা আ'স্‌বে, আমি নিজে তাদের হাতে ক'রে দেব!

কান্ত। (স্বগত) লোক বেছে নৈলে কি কাছে আ'স্‌তে দিই! (প্রকাশ্যে) ততটা অতিরিক্ত ব্যয় কি আমার পক্ষে ভাল দেখাবে?

আন। বেস দেখাবে—তুইতো ক'চ্ছিস নে, আমি ক'চ্ছি! আর, তোরে যখন চৌধুরী বংশের গদ্দিতে বসাচ্ছি, তখন তা বরং না ক'ল্লেই ভাল দেখাবে না—যা, যা, আর ও কথা না! কোনো আপত্তি শুন্‌বো না—

কান্ত। যে আজ্ঞে! ঐ যে বং'শে আ'স্‌ছে—আমার মাথার দিব্বি, তেল মা'খ্‌তে আর দেরি ক'র্ব্বেন না, আমি অপনার ভোজনের তদারক ক'রে দে যা'চ্ছি—

[প্রস্থান।

[বংশী, লালজী ও বাণীকণ্ঠের প্রবেশ]

আনন্দ। লালজী গানটা দেখা হ'য়েছে?

লাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, আ'স্‌তে আ'স্‌তে দেখেছি, অতি উত্তম গান হ'য়েছে—ইনি আমার সা'কৃরেদ, এঁর নাম বাণীকণ্ঠ—ইনি বলেন, এ গান শুন্‌লে পাষাণও গ'লে যাবে!

আন। লালজীরে! ভাব তো ধার ক'রে আস্তে হয়নি, আপ্‌নিই যে আসে! গাও দেখি—বংশি, তেল মাথাও, কান্ত মাথার দিব্বি দে গেল, এখনিই মা'খ্‌তে হবে!

(লালজী ও বাণীকণ্ঠ কর্ত্তৃক)

গীত।

কি সম্পদে, কি বিপদে, কি বিনাদে, কি বিবাদে, পদে পদে হৃদে একা
তুমি সখা! দয়াময়, তুমি সখা!
সখ্য না জানি আমি, কুলক্ষ্য অনুগামী, সপক্ষ তবু তুমি,
অলক্ষ্য হ'য়ে নিভাও কুমতি শিখা!
অপার শোক পাথার যবে উথলে, বিরলে বসিয়ে ভাসি নয়নজলে,
মুছাও সে শোক-বারি শান্তি অঞ্চলে, মা হ'য়ে হৃদয়ে দিয়ে দেখা! ১।
(আভোগ)
দর্শন শাস্ত্রে কি ছাই লেখে, প্রচারক সব মিছে বকে,
তর্কে কি হায় পায় তোমাকে? সরল হৃদয় নৈলে ঠকা!

লও লও নাথ হৃদয় লও, হৃদয়-কান্ত সদয় হও,
স্বগুণে করুণাময়, দেও দীনে করুণা রেখা! ২।

আন। বেস গেয়েছ—তা যাও এখন, বেলা হ'লো, স্নানাহ্নিক করগে—আমিও স্নান করিগে—

লালজী। যে আজ্ঞে! (নমস্কার)

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কান্ত বাবুর খিড়্‌কীর বাগান।

[ভবর প্রবেশ]

ভব। (স্বগত) এই লতা-ঘেরা স্থানটী কি ঠাণ্ডা! (উপবেশন) কিন্তু প্রাণে যার জ্বালা, তার আর কোনোখানেই ঠাণ্ডা হবার জো নেই! হায়, প্রাণ তুই কি পাষাণ—যে সব ঘৃণায় প্রাণ বেরুতে চায়, তার আর তোর বাকী কি? যার বাড়া নেই অমন প্রাণপতি হারালি, সে সঙ্গে প্রাণের অধিক ললিত ধনকেও বিসর্জ্জন দিলি! দু-দিন না যেতেই পর-প্রত্যাশী হ'লি! তা, হ'লি তো এম্নি নিদারুণ ভাবেই হ'লি যে, সদ্য-প্রসূত সোণার চাঁদটী পরকে দিতে বাধ্য হ'লি!

[নিস্তারিণীর প্রবেশ]

নিস্তা। কিন্তু মাসি, তারে তো বুকে রেখে মানুষ ক'র্ত্তে পা'চ্ছো!

ভব। হ্যাঁ বাছা, তা পা'চ্ছি; আবার সেই নির্ম্মলচাঁদের চাঁদ মুখে মধুর "মা" বাক্য শুনেও তাপিত প্রাণ জুড়াচ্ছি; কিন্তু নিস্তার—তুমি আমার হিতৈষী, একান্তই ব্যথার ব্যথী, তাই তোমাকে খুলে বলি—সে জুড়ানো আর ক দিন? গিন্নী দিদী রেখেছেন, তাই আছি—কর্ত্তার তো এক তিলও ইচ্ছা নয় যে থাকি!

নিস্তা। এ কথায় কর্ত্তার ইচ্ছায় কি হয়! কিন্তু কর্ত্তাও জেনেছেন, তোমায় না পেলে নির্ম্মলের মর্ম্মান্তিক অসুখ হবে!

ভব। হায় হায়, তাতেই বা কত যন্ত্রণা—নির্ম্মলচাঁদ আমায় মা বলে, আর গিন্নীকে মেন্‌মা বলে ব'লে কর্ত্তার মহা রাগ—ওঁরা এত মানা করেন, আমিও এত শিখিয়ে দিই, তবু নির্ম্মল সে অভ্যেসটী ছাড়ে না! আচ্ছা নিস্তার, একি সত্যই স্বভাবের টানে? না, ঐ মানায় আমার চ'ক্ মুখ হয়তো কেমন হয়, তাই দেখে?

নিস্তা। যাতেই হ'ক্, তায় আর তোমার দোষ কি?

ভব। হায় নিস্তার, তবুতো সে জন্যে কতই লাঞ্ছনা, কতই গঞ্জনা, কতই অপমান ভুগ্‌ছি—বাড়ীর মাসী, পিসী, দাসী পর্য্যন্ত ব'ল্‌ছে "ও মাগী মায়াবিনী, ডাইনী, ছেলেটাকে তন্ত্রে মন্ত্রে বশ ক'রে রেখেছে!" হা ভগবান, কতই সওয়াচ্ছো!

নিস্তা। কৈ গিন্নী মা তো কিছু বলেন না—যা বলে খোসামুদে মাগীরে—তার কি কান দিতে আছে? আমারও কি মাসি, সে জ্বালা নেই? কি করি—কার উপর অভিমান খাটাই? সৈতেই হবে!—

(নেপথ্যে উচ্চ ডাক—নিস্তার! নিস্তার! কোথায় গেলি?)

যাই গো—ঐ সেই দলের এক জন—ওঁর মেয়ের বাড়ীর তত্ত্বের জন্যে চিনির পুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরেলা ক'রে দিতে হবে—না দিলে কি রক্ষে আছে!

[প্রস্থান।

ভব। (স্বগত) তা ছাড়া বড় জামাই নিরঞ্জন বাবুর অত্যাচারে ইচ্ছে করে ছুটে পালাই! কিন্তু হায়, কোথায় যাই? অভাগিনীর কি স্থান

আছে ? যেখানে যাব, সেখানেই হয়তো এম্নি সব অত্যাচার তোলা আছে ! পোড়া মেয়ে জা'ত্, অনাথিনী দুঃখিনী হ'লে দয়া করা দূরে থা'ক্, লোকে হয় কলঙ্কিনী ভেবে মুখ ফিরোয়, নয় তো কলঙ্কিনী কর্ব্বার তরে কুদৃষ্টি দেয় ! তার চেয়ে আব্রুতে রেখে পোড়া অদৃষ্ট যে সব কষ্ট দিচ্ছে, এ বরং ভাল ! এ কষ্ট যতই কেন অসহ্য হ'ক্‌না, তবু তো বাবা নির্ম্মলচাঁদের চাঁদ মুখ খানি দেখ্‌তে পাই ! আবার মেয়েটার মায়াই কি সামান্য ফাঁদ ? পেটে ধরিনি, তবু আপনার মেয়ের চেয়েও বেশী হ'য়ে প'ড়েছে ! নামে নির্ম্মলা, রূপে গুণেও তাই ! গিন্নীর পেটে আর পাঁচটীতো হ'য়েছে, যদিও তারা ভাল, কিন্তু এমন ভাল কেউ না ! বিধাতা বুঝি দুঃখিনীর দুঃখের ভার বাড়াবেন ব'লেই এমন মায়ার ধন কোলে দিয়ে আরো ফাঁদে ফেলেছেন ! আহা নির্ম্মল আর নির্ম্মলা—দুটীরই কি মধুর ভাব—ওদের পরস্পরের স্নেহই বা কি মধুর ! এখন মেয়েটার বিয়ের কি হয়, সেই ভাবনাই ভাবনা—গিন্নীর তো খুব চেষ্টা —তা তো হবেই—কিন্তু কর্ত্তা নাকি দেনার জ্বালায় পরের মেয়ে ভেবে রাজি হন না—ওমা, এ কে ? এ যে এক ভৈরবী—ইনি কোত্থেকে এলেন? মেরাপের আড়ালে ছিলেন নাকি ? ভয় করে যে—আমি পালাই—

[ভৈরবীর প্রবেশ]

ভৈর। তুই কে ? ভয় কি ? বল্ তুই কে ? ব'ল্লে ভাল হবে !

ভব। আমি মা অনাথা !

ভৈর। সত্যি ? এত রূপ, এত মিষ্টি কথা, এত শীলতা, তবু অনাথা ! তবে তোর হাতে খাড়ু কেন ?

ভব। ও কেবল মা এক মিছে আশ্বাসে আর মিছে বিশ্বাসে রাখা !

ভৈর। বুঝ্‌লেম নিরুদ্দেশ ! তা মিছে হবে কেন ? আশ্বাস সত্যি হবে ! ও ! তুই না সেই জলে ডোবা ?

ভব। হ্যাঁ মা, তুমিই এ অভাগিনীকে বাঁচিয়েছিলে, হায়, কেন বাঁচিয়েছিলে ?

ভৈর। নিরাশ হ'স্‌নে—পাবি পাবি, নিরুদ্দেশের উদ্দেশ পাবি—তোর লক্ষণেই তা বুঝ্‌তে পা'চ্ছি !

ভব। তুমি কে মা, নিরাশায় আশা দিচ্ছ—মরীচিকায় জল দেখাচ্ছো ?

ভৈর। ওরে, আমিও এখন অনাথা—আর আনাথাদের ব্যাথার ব্যথী সখী! আগে ছিলাম রাক্ষুসী—ডাইনী! তখন যদি এই ত্রিশূল হাতে থা'ক্তো, হয়তো তার বুকে বসিয়ে দিতেম! কিন্তু হায়, তার চেয়েও তারে বেশী দণ্ড দিইছি—ছেলে চুরি ক'রে তার সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছি! সেই পাপের ফলে উল্টে এখন (স্ববক্ষে করাঘাত) এই থান্‌টায় খুব সাজাই পা'চ্ছি! অন্ধ ক'র্ত্তে ক'র্ল্লেম চুরি, উল্টে হ'লেম অন্ধ! যা চুরি ক'রেছিলেম, সে তো অন্য ধন নয়, সে যে মায়ার জিনিষ—তাই সেই চোরাই ধনের মায়া ফাঁদে প'ড়্‌লেম, প'ড়ে দিন কতক কি সুখেই ছিলেম! আমরি, কি ছেলেই সে!

গীত।

ভৈরবী। ঠুংরী।

তারে কি ভুলিতে পারে প্রাণ, যারে হৃদয়ে দিয়েছি স্থান!
আরে আরে, যারে এক্‌বার, এই বুকে দিয়েছি স্থান!
ভুলিতে যতন করি যত, তত মনে পড়ে চাঁদ বয়ান—
আরে আরে, সদাই তত, মনে হয় সেই চাঁদ বয়ান!
ছলিতে হায় নিলাম বুকে, ভুলে গেলাম বদন দেখে,
তেমন হাসি নাই ভূলোকে, করিলাম তায় সুধা পান!
আরে আরে, সে হাসিতে, ক'রেছিলাম সুধাপান!

ভব। হ্যাঁ গা, সে ছেলের কি হ'লো গা?

ভৈর। হারিইছি গো হারিইছি! বিধি অমন নিধি ডাকিনীর বুকে রা'খ্‌বে কেন? তাই বেটী কেড়ে নিলে—

ভব। কেমন ক'রে কেড়ে নিলেন?

ভৈর। এমন ঘটনা ঘটিয়ে দিলে যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুর্ভিক্ষের দেশে নে গে ফেল্লে—নেপাল, নেপাল, সে পোড়া দেশের নাম নেপাল—সে পোড়া দেশে তখন ঘোর দুর্ভিক্ষ—সে পোড়া রাস্তা একটা মহাতীর্থের পথ—পশুপতি নাথ তীর্থের পথ—দেশের লোক আপনারা খেতে পায় না, ভিক্ষা কে দেবে? যা কিছু পেতেম, বাছাকে খাওয়াতেম—আপনি উপোস ক'র্ত্তেম, তাই শেষে মাথা ঘুরে রাস্তার ধারে প'ড়ে রৈলেম—আমায় মরা ভেবে আমার

বুক থেকে বুকের ধন কে কেড়ে নে গেল গো—আর তারে পেলেম না—আর তার কিছুই জা'ন্তে পা'র্লেম না!

ভব। অবশ্যই কেউ দয়া ভাবে নে গে থা'ক্‌বে!

ভৈর। কপালে আগুন তার দয়ার!

ভব। তার পর তুমি বাঁ'চ্‌লে কেমন ক'রে?

ভৈর। যে বাঁচালে, তারও কপালে আগুন! সে শত্রু—শত্রু নৈলে কি এমন জনকে বাঁচায়? সে এক কামরূপের বামুন—তারির সঙ্গেই কামিখ্যায় গে ভৈরবী হ'লেম—সেই অবধি ভৈরবী—সেই অবধি ক বছর ধ'রে ঘুর্‌ছি—খুঁজ্‌ছি—কেঁদে ম'র্চ্ছি—কিছুতেই ভুল্‌তে পা'র্চ্ছিনে! নিদেন সে বেঁচে আছে, সে সুখে আছে, জা'ন্‌লেও স্বস্তি পাই—এই সুখটুকুও বেটী দিচ্ছে না! (ঊর্দ্ধমুখে, বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক) এততেও কি পাপের পেরাচিত্তির হ'লো না রে বেটি? আর কি এই পাপিনী সেই সাপিনী আছে র‍্যা মা? এখন যে তাপিনী—তাও কি তুই দেখ্‌তে পা'চ্ছিস নে? তবে তুই কিসের অন্তর্যামিনী! তবু কি দয়া ক'র্ব্বিনে? তবে তুই কিসের দয়াময়ী! একবার পতিতা ছিলেম ব'লে কি তুল্‌বি নে? তবে তুই কিসের পতিত-পাবনী! পাষাণের ঝি ব'লে কি তুইও পাষাণী!

গীত।

মিশ্র জয়জয়ন্তী। একতালা।

পাপে কাল কাটিয়ে, তাপে দহে হিয়ে,
অনুতাপে কাঁ'দ্‌ছি ব'সে!
তবু কি গো পাপনাশিনি! মা ঈশানি! ও পাষাণি!
পাষাণ থা'ক্‌বি তনয়ারে কবেকার দোষে!
পাগলিনী হ'য়েছি মা!
(তোর দয়ার বিলম্ব দেখে) পাগলিনী হ'য়েছি মা!
(মা মা ব'লে ডেকে ডেকে) পাগলিনী হ'য়েছি মা!
তবু কি গো পাগল-জায়া, মা অভয়া, মহামায়া,
চরণ-ছায়া এ দাসীরে দিবিনে এসে?

(বেগে প্রস্থানকালে ফিরিয়া আসিয়া) ভয় নেই! ভয় নেই! তোর হারা-নিধি পাবি! আমি খুঁজ্‌বো—আমি মাকে জানাবো—আর এক সময় আ'স্‌বো—সব শুন্‌বো—

[প্রস্থান।

ভব। (স্বগত) বাতিকগ্রস্ত! কি আশ্চর্য্য! এমন জনের আশ্বাস দানেও প্রাণ আশ্বস্ত আর কতকটা সুস্থ হ'চ্ছে—হায়! আশার ছলনা! প্রাণনাথ বিষয় আশয়ে বঞ্চিত হ'য়ে এই কুহকিনী আশাকে বুকে রেখে কি সুখেই থা'ক্তেন—আহা, আশার উদ্দেশে কি গানই গাইতেন—আমায়ও গাইতে শিখিয়েছিলেন! সে গান কি ভুলি? প্রাণ এক দিগে, সে গান এক দিগে—এই নির্জ্জনই তো তা গাবার স্থান!

গীত।

টড়ি ভৈরবী। কাওয়ালি।

আশা তোরে জানি—তুই মায়াবিনী কুহকিনী!
কিন্তু তবু তোর মতন কে, বিনোদিনী প্রাণ-তোষিণী?
আপনার ব'ল্‌তে যারা আছে, অসময় কেউ রয় কি কাছে?
সব চ'লে যায় সুখের পাছে, তুই কেবল চির-সঙ্গিনী—
তখন, তুই কেবল দুখের দুখিনী! ১।
বিপদে বিষাদে প্রাণেরো সখী, বুকে বুকে রাখিস তাই বেঁচে থাকি,
জীবন পাখীর আশ্রয় শাখী একাকী, ক্ষুধাকালে সুধাফল-দায়িনী! ২।

[নিরঞ্জন বাবুর প্রবেশ]

নির। বাঃ! কি মধুর গান! ঐ আশার আশা আমারও! স্থানটীও কি নির্জ্জন নিকুঞ্জ! আহা মরি, যখন যেখানে তোমার অধিষ্ঠান, তখন সেই স্থানই মধুর নিধুবন ব'লে আমার জ্ঞান হয়! আ'জো নিরুত্তর—এমন স্থানেও সেই নিদয় ভাব—কেন আমি কি করিছি? তোমারি ইহ পরকালের মঙ্গলের জন্যই আমার চেষ্টা; আমরা ব্রাহ্ম, আমরা কি ভণ্ড পাষণ্ড পৌত্ত-লিকদের মতন মন্দ অভিপ্রায়ে কোনো কাজ করি? চল, গোপনে তোমায় ক'ল্‌কাতায় নে যাই, পবিত্র আশ্রমে রেখে ব্রাহ্মিকা করি, তখন বিধবা

ঘুচে আবার সধবা হ'য়ে পরম পিতার পরম অভিপ্রায় সিদ্ধ ক'রে পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্ব্বে!

[পশ্চাদ্ভাগে মহাকালীর প্রবেশ]

মহা। সধবা স্ত্রীকে খুন না ক'র্ল্লে তো বিধবা বিয়ে ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে না—তার কি?

ভব। (শশব্যস্তে) মহাকালি! আমায় রক্ষে কর মা! (গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক রোদন)

নির। ভাল জ্বালা বটে!

[প্রস্থান।

মহা। ছি, ছি, ছি, গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! তুমি আমার আপনার ব'ন্‌ঝির মতনই স্নেহ মমতা কর, যাকে তুমি দিদী বল, আমি তোমায় মাসী বলি, সে সম্পর্কও বাছে না!

ভব। আমি যা কোনো দোষে দোষী নই—চলনে, বলনে, চাউনিতে—ধর্ম্ম সাক্ষী—আমার কিছু মাত্র দোষ অপরাধ নাই!

মহা। তা খুব জানি—তোমার মতন লজ্জাশীলা সতী লক্ষ্মী কি কেউ আছে? তোমাকে দেখ্‌লে পাষাণও গ'লে যায়, আমার এই কপট স্বামীই কেবল গলে না—হায় হায় একটু দয়াও হয় না! এই সব ভণ্ডই ব্রাহ্মদলের কলঙ্ক! ছি, ছি, ছি, কিছুতেই পা'র্ল্লেম না—ক'ল্‌কাতায় জ্বালাতন হ'য়ে ধ'রে বেঁধে এখানে আনি—এখানেও নিস্তার নাই, কাজেই আবার সহরে যাই—এখানে চলাবার চেয়ে সেখানে চলায়, সে বরং ভাল! একেবারে আনন্দকালীর বিয়েটা দেখে যাব মনে ক'রেছিলেম, তাও হ'লো না—আ'স্‌বো তখন সম সম কালে—

ভব। না বাছা, তা হবে না—আমার জন্যে তুমি যাবে, তাও কি হয়? তোমার ছোট ভাই নির্ম্মলচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পাস ক'রেছে, এখানকার পড়া তার হ'য়েছে, শীঘ্রই ক'ল্‌কাতায় যাবে, সেখানে বাসা হবে, আমাকে আর নির্ম্মলাকে গিন্নী দিদী সে সঙ্গে যেতে ব'ল্‌ছেন—

(নেপথ্যে—ওমা, কোথায় গেলি?)

ঐ নির্ম্মলা ডা'কৃছে—

মহা। চল যাই—আমার মাথা খাও ভব মাসি, কিছু মনে ক'রো না—আমার মুখ দেখে ভুলে যাও—

ভব। বাছা! জামাই বাবুকে আমি সন্তানের মতন দেখি, ওঁর দোষ কি আমি মনে রাখি? আমার বয়েস হ'য়েছে, আমি ছুঁড়ী ছেব্‌লা নই, তবু উনি অন্যায় কথা বলেন, এইটীই আমার দুঃখ!

মহা। কিন্তু মাসি, তোমার বয়েসের মতন তোমায় দেখায় না—তোমার মুখখানি বাছা আ'জো খুব কাঁচা—যাই হ'ক্, আর তোমার এ জ্বালা যাতে সৈতে না হয়, তা আমি ক'র্ব্বো!

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চৌধুরি গড়—কাছারি বাড়ী।

রাসু নায়েব ও বিশু মুহুরি উপস্থিত।

রাসু। বিশু, মাথটের কাগজটা ত'য়ের হ'লো?

বিশু। আজ্ঞে, যার যত জমা, নামে নামে অঙ্কপাত ক'রে রেখেছি, কেবল কি হারে হবে, সেইটী ব'লে দিলেই ক'সে মেজে ঠিক ক'রে দিই।

রাসু। হারের কথা তারে জিজ্ঞাসা ক'রে নেওনি কেন?

বিশু। জিজ্ঞাসা আর কারে? আপনিই তো হুকুম দেবেন?

রাসু। না বাপু, হুকুম দেবার এক্তার আর আমার নেই! আমার এক্তার থা'ক্‌লে কি এ সর্ব্বনেশে নতুন মাথট হ'তো? ক্রমে যা ঘ'ট্‌ছে,

তাতে আর তিষ্ঠানো ভার—চুয়াল্লিশ বছর ক্রমান্বয়ে চৌধুরী সরকারে কাজ ক'র্‌ছি—সদর দপ্তরের সর্দ্দারিও পঁচিশ বছর হ'লো, তা এতকাল এত মানে এতটা ক'রে এসে শেষে এই শেষ বয়সে বিনা দোষে রেধো সরকারের তাঁবেদার হ'তে হবে, তা বাপ্‌ স্বপ্নেও জা'ন্তেম না!

বিশু। শুনিছি ও গুরুমশাই ছিল—উঃ! কি বা'ড়্‌ই বেড়ে উঠেছে! ভাল মশাই, ওরে এ দেশে আ'ন্‌লে কে?

রাম্ব। আ'ন্‌বে আর কে—আপনিই বর্দ্ধমেনে আমদানি! প্রথমে এসে গুরুমশাই হবার জন্যে আমার বাড়ীতে কত উমেদারি ক'রেছে—কত তামাক সেজেছে—কত ফায় ফরমাস খেটেছে—আমিই ওর পাঠশাল বসিয়ে দিই!

বিশু। শুনিছি নাকি কান্ত বাবুও প্রথমে ছোট কাজে নিযুক্ত ছিলেন?

রাম্ব। ওর কথা তবু আলাদা—ও আমাদের গাঁর লোক, মুখ্যি কুলীন, ওর পিতোমোকে রাজা রাজকৃষ্ণ একজাইয়ের সময় পাঁচ শ টাকা পায় ঢেলে পূজো ক'রেছিলেন—ওর বাপও দোষে গুণে একটা জাঁহাবাজ মানুষ ছিল, অনেক দান ধ্যান ক্রিয়া কর্ম্ম ক'র্ত্তো, শেষটা কেবল জালে ধরা প'ড়েই পুলিপ্লাং যায়—সেই মাম্‌লাতেই ওরা সর্ব্বস্বান্ত হয়; বাকী বিষয় কোম্পানি জব্দ ক'রে নেয়! তাইতেই তো ঘেটে গিছ্‌লো, আবার কান্ত এখন কর্ত্তাবাবুর কৃপাতে শাঁসিয়ে উঠে জাঁকিয়ে তুলেছে!

বিশু। তোলা ব'লে তোলা, একেবারে বাবুই হওয়া! ভাল মশাই, বাবুর কাছে কান্ত বাবু এত প্রিয় কিসে?

রাম্ব! আনন্দময় বাবু সাক্ষাৎ দয়ার অবতার—কান্তর বাপ যখন পুলিপ্লাং যায়, তখন কান্ত নাবালক শিশু; ওদের ঘোর দুর্দ্দশা দেখে বাবুর দয়া হ'লো; ওদের পুষ্‌তে লা'গ্‌লেন; কান্ত যে বাপ হারিয়েছে, বাবুর গুণে তা একদিনও জা'ন্তে পারিনি—আপনার ছেলের মতন ওরে কত যত্নেই মানুষ ক'র্ল্লেন, লেখা পড়া কাজ কর্ম্ম শেখালেন, বে থা দিলেন, ক্রমে সর্ব্বাধ্যক্ষ ক'রে তুল্লেন! উনি ওর যা ক'রেছেন, বাপেও তা করে না—

বিশু। নৈলে কি সর্ব্বস্ব সুঁপে দে বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হ'য়ে থাকেন!

রাম্ব। হা ভগবান! এমন দেবতুল্য মনিবের অদৃষ্টে এত কষ্টও লিখেছিলে!

বিশু। আমার বিবেচনায় আপনার এই বেলা মানে মানে অবসর নেওয়াই ভাল; ক্রমে সব পুরোণো লোক ছাড়িয়ে দিচ্ছে—আপনাকে ছাড়ে না, তার মানে, আপনার মতন ওয়াকিবহাল আর পায় কোথা? বিশেষ আপনাকে ছাড়ালে বাবুর খুব কষ্ট হ'তে পারে—

রাসু। কর্ত্তাবাবুর কষ্ট ভেবে তো ওদের ঘুম হয় না—তা হ'লে তিনি যাদের খুব ভালবা'স্তেন, খুব বিশ্বাস ক'র্ত্তেন, তাদের ছাড়ায়! তা নয় হে, প্রথম যা ব'ল্লে, তাই! নৈলে যত বার এস্তফা দিচ্ছি, তত বারই এ ও তা ব'লে মিথ্যা স্তোক দে রা'খ্‌বে কেন?

বিশু। এবার আর সে স্তোকে ভুল্‌বেন না, কি জানি কোন্ ছলে কি ফাঁদে ফেলে, তার ঠিক কি? রেধোর অসাধ্য কিছুই নাই!

রাসু। তা ছাড়া প্রজাদের উপর এতটা পীড়ন আর দেখা যায় না! হায় কি রাম-রাজ্য ছিল, কি পিশাচ-রাজ্যই ক'রে তুলেছে! প্রজারা এসে আগেকার মতনই আমায় ধরে, আমি কিছুই ক'র্ত্তে পারি নে, কেবল দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়! সুতরাং আর থাকা উচিত নয়; এবার ভেবেছি, কাশী গয়ার নাম ক'রে তফাত হব—আর বাস্তবই গয়ায় যাবার বড় দরকার!

বিশু। আর পারেন তো, কর্ত্তাবাবুকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন; নৈলে রাহুর গ্রাস থেকে তাঁকে মুক্ত কর্ব্বার আর উপায় দেখিনে!

[কেফাতুল্ল তরফদার, রহিম মিদ্দে ও সেবকরাম সামন্তের প্রবেশ]

রাসু। এস এস তরফদার, অনেক দিন দেখিনি—

কেফা। আর মুসুই, হাম্মত কি ছ্যারকাল সমান রয় গা করতা? গাড়া নেছ্‌লাম, ভাব্‌তাম, চা'র্‌কুড়ি পেরিয়েচে, আর বারাবো না—বসি বসি খোদার নাম লেবো; তা হারামজাদারা খুঁচ্‌তি নেগ্‌লো! খোঁচায় না ওট্‌লাম তো নুড়ো জ্বালি জ্বালি পুরি দিতি নেগ্‌লো, আর কি ট্যাকা যায়, জ্বালার চোটে বারিয়ে আলাম!

রাসু। কেন, আবার এখন কি ক'চ্ছে?

কেফা। হা আল্লা! সুদোও ঝে, কি না কচ্ছে—কচ্ছে ঝা, তার আর সিমুর সংখ্যে নেই—ক না রে রইমে, চুপ দে নইলি ঝে, মোর কি

আর ইয়াদ্‌গন্তি আছে ? শোন্ রইমে, তোরে কই, কাঁদ্‌বার ঠেঁই এ ছুনি-য়ার বিচে হেই কর্‌তার কাছে, আর পীরির দর্‌গায়—

রহি। কয়বো আর কি ? হ্যাক্ তো ক সন অজম্মা কর্‌তা ; তেমু থাজ্‌না বেড়িয়ে দফা সার্‌চে ! ফের কি না জরিপ নেগিয়ে গরিব মার্ব্বার ফাঁদ পাত্‌তি পারে ! আমিন স্থমুন্দির গুতোয় পাঁজ্‌রা ভাঙি ঝাচ্চে ! তার ওপর হেই নয়া মাচটের চাপানে ঘাড় দোম্‌ড়াতে চায় !

মোগার কি নাংলা গরুর ঘাড় কর্‌তা ?

রাস্থ। মাথটের কথা শুন্‌ছি বটে, জরিপ আবার কবে বেরুলো ? আমিন হ'লো কে ?

রহি। ঐ স্থমুন্দির স্থমুন্দি, আর কে ?

রাস্থ। কে, রেধোর শালা মেধো ? তবে তো সবই সম্ভব বটে !

রহি। মুস্থই গো, স্থমুন্দির রসি তো নয়, ফাঁসি ! আবার স্থমুন্দি মস্ত সাত্‌নালার মতন হ্যাট্রা খোঁচা-বাড়ি হাতে ক'রি মাটে যায়—সেডাকে কয় সেগেন্দরি কাটি ! দেখ্‌লেই নাগে দাঁত্-কপাটি ! দৈ আল্লার, মুই ঝুট বল্‌ছি নে, সেডা ছ হাতের হ্যাক আংলিও কম্‌তি লয় ! শালার ঘরের শালা, নয় পের্মান হাতের উপ্‌রি মুটিমাটা চাপান দে, তা না, এ স্থমুন্দির তামাম ঝুট্ মুট্,—দ্যাড় ব্যাগত্‌কে বানায় মুট্ ! কেবল যে মুটি ভরি টাকা দে উট্‌তি পারে, তারির থোড়া বাঁচন !

সেব। সত্যি গো নায়েব মশাই, একেবারে সর্ব্বনাশ কল্লে ! মোদের ঝার ঝা ছ্যালো, বেচি ফেলে ঘুষ দিচ্ছি, তবু পার নেই !

রহি। আর সে সব চিজ লেবেই বা কে ? সবাই ব্যাচ্‌বে, তা খ'দ্দের কনে ?

কেফা। ভাল কর্‌তা, এ মাচটটা আবার কিসির ? হেইতো মোরা দফায় দফায় তানার বিটীদের সাদি ফাদি কতই কিত্তে চাঁদা মাচট দেলাম, আবার এ ইস্কুরি মাচটটা কি ? ইকি সত্যিই তবে ইস্কুরুপির প্যাঁচ না কি ?

রাস্থ। ওরে বাপু, ইস্কুরি নয়, স্কুলি—মেয়েদের জন্যে চাঁদা তো আলাদা—তা ছাড়া কান্ত বাবুর ছেলে হ'লে যেমন আটকৌড়ে মাচট, ষষ্ঠী

মাচট, অন্নপ্রাশন মাচট, কর্ণবেদ মাচট দিছ্‌লে, এখন তেম্নি ক'ল্‌কাতার স্কুলে সেই ছেলে প'ড়্‌বে ব'লে স্কুলি মাচট ব'স্‌ছে!

কেফা। তা তো বোঝ্‌লাম, তবেই ঝে মোরা সারা রকমে মারা পল্লাম! তবে ঝে কর্‌তা, হেন্‌পে চাচা কয়, জেলার মাজেষ্টক নাকি এ সব বাব সাব দিতি পয় পয় মানা করি দ্যায়?

রহি। চুপ দে চাচা চুপ দে—ঐ ঝে স্থমুন্দি এস্‌চে—

[রাধু সরকারের প্রবেশ]

রাধু। এ কে? কেফাতুল্ল যে—তুমিও! আশী বছরের বুড়ো হ'লে, আক্কেল হ'লো না—যত মনে করি বুড় মানুষটোকে মানেই রা'খ্‌বো, ততই তোমার কুবুদ্ধি ঘটে—কুপরামর্শদার জোটে!

কেফা। স্থাদ্দ্যাখো সরকার মশাই, খোদা তোমায় বেড়িয়েচেন, বড় মেজাজ পেক্‌ড়ে ল্যাও, ছোট যারা তানাদের ওপর লেক্‌লজর দ্যাও, ঝে, খোদার লেক্‌লজরে থাক্‌বা!

রাধু। যাও যাও, কথার জবাব ক'রো না ব'ল্‌ছি—(হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক) যাও, ঐ সোজা পথ আছে, চ'লে যাও—আর না, খবরদার, আর কথা কবে তো ভাল হবে না—তবু উঠ্‌ছো না? এবার যা ব'ল্‌বো, তায় আর মান থা'ক্‌বে না! এবার যাতে যা'স্‌, তা ক'র্ব্বো! এখানে এয়েছিস সলা আঁ'ট্‌তে, এত বড় আস্পদ্দা—

কেফা। (উঠিয়া) হা আল্লা! নসিবে এই ছ্যালো! হাত কালকে মান মজ্জিদা সব গ্যালো!

রাধু। হ্যাঁরা রইমে! তুই এখানে ম'র্ত্তে এইচিস কি ক'র্ত্তে? আর কি মর্ব্বার জায়গা নেই—এত বড় বুকের পাটা! সামন্ত, তুইও দলে মিসি-চিস, আচ্ছা থাক্!

রহি। (কেফাতুল্লার পশ্চাৎ যাইতে যাইতে) জমীদার মোগার মা বাপ, জমীদারের কেছারিতে এস্‌বো না তো কনে যাব?

[পাঁত্তিদারত্রয়ের প্রস্থান।

রাধু। নায়েব মশাই! আমি বেশী কথা কইনে, তা আপনি জানেন—তাই অল্প কথায় ব'ল্‌ছি, ভাল চান্ তো অমন ক'রে ওদের মা বাপ আর

হবেন না—আ'জ্ যা হ'য়েছেন তা হ'য়েছেন, এর পর আর যেন না হন !

রাসু। না বাপু, আমি আর মা বাপ হ'তেও চাইনে, তোমার তাঁবেদার থা'ক্তেও চাইনে, যদি কখনো তোমার কোনো কাজে লেগে থাকি—

রাধু। ফের সেই পুরোণো কথা! ও পুরোণো বড়াই কি ভুলিয়ে না দিলে ভুল্‌বেন না ?

রাসু। বাপু, দৈ ধর্ম্মের, আমি বড়াই ক'চ্ছির্নে, কথা শেষ ক'র্ত্তে দেও, তখন বুঝ্‌বে বড়াই নয়, ভিক্ষে চাওয়া! সুধু এইটী চাই বাপু যে, সাবেক কথা স্মরণ ক'রে বুড়কে দয়া ক'রে বাঁধন থেকে খুলে দেও! হয় নিজেই সব বুঝে শুঝে নেও, নয় কারুকে নিতে হুকুম দেও, আমি খালাস পেয়ে বাপ পিতোমোর কাজে চ'লে যাই!

রাধু। বিশু! টাকায় আনা হারে মাচট ফেলে দেও—

বিশু। আনা হারে! গরিবেরা যে মারা যাবে!

রাধু। তুমি নিজে তো যাবে না—যা ব'ল্লেম, তা না ক'র্ল্লে যে তাও যাবে! কেমন এখন বুঝ্‌লে তো ?

বিশু। যে আজ্ঞে!

রাধু। হাঁ, এখন ঠিক উত্তর হ'লো! (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে ব্যাটা দিগ্‌মে, এত বড় আস্পদ্দা, বিছানা পেতেছ, তাকিয়ে দেও নি! (নেপথ্যে—চাদর অড় সব ধোবার বাড়ী দিচ্ছি, বিকেলে ঠিক ক'রে দেব) তাই করিস, খবরদার! এখন নাইতে যাই—

[প্রস্থান।

রাসু। বেটা তো ছাড়্‌বার কথায় কথা কয় না, কেটে কেটে নুন পূরছে—এত অপমান তো আর সয় না—

বিশু। আপনি কান্ত বাবুকে জোর ক'রে বলুন গে যে, গয়ায় আমার না গেলেই নয়—

রাসু। তাই চল যাই, এখনি করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গয়াক্ষেত্র—গিরিগুহার সম্মুখ।

[গুহা হইতে ব্রহ্মচারীর প্রবেশ]

ব্রহ্ম। (স্বগত) হা জগজ্জীবন জগন্নাথ! তোমার অপার লীলা! এই ক্ষুদ্র কীটের জীবন নিয়েও যে কি বিচিত্র খেলা খেল্‌ছো, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে! হায়, এত সাধুসঙ্গ, এত সৎশিক্ষা, এত গুরূপদেশ, এত ধ্যান, এত ধারণা, কিছুতেই শান্তি দিলে না! গুরুদেবের বদরিকাশ্রম যাত্রা অবধি অশান্তি রাক্ষসী আরো যেন চিত্তপ্রাশস্ত্যকে দিন দিন অধিক গ্রাস ক'চ্ছে! এইটী পাছে ঘটে ব'লেই না সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেম, তা কিছুতেই নিয়ে গেলেন না! কেন যে হাস্তমুখে বার বার গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা ক'রে এখানেই কিছুকাল স্থিতি ক'র্ত্তে ব'লে গেলেন, তা বুঝ্‌তে পা'চ্ছিনে! ব'ল্লেন, যতদিন না কোনো পূর্ব্বপরিচিত সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে তোমার সাক্ষাত হয়, তত দিন গয়াক্ষেত্রেই থেকো—তার পরে যেমত অভিরুচি হয় ক'রো! ভাবখানা যেন, পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করি, এইটীই তাঁর অভিপ্রায়! হা! তা কি আর সম্ভবে? আর কি সেই বিশুষ্কা আশালতা পুনর্জ্জীবিতা হবে? তা যদি বিধাতার ইচ্ছা হ'তো, তবে কি বার বার তিনি আমার সোণার সংসারকে এমন নির্দ্দয় রূপে ছার থার ক'রে দিতেন? হায়, কি গুণের ভার্য্যা সৌদামিনী! কি সাক্ষাৎ প্রেমপ্রতিমা রূপিণী কিরণশশী! কি অনুপমা স্নেহময়ী জননী! কি মনোহর পুত্রদ্বয়! কি আশার ধন জরায়ুবাসী সন্তান! রাজর্ষি জনক তুল্য এমন জনক, এত বিপুল ঐশ্বর্য্য, নিজের এতটা বিদ্যা বুদ্ধি সাধ্য, হায় সব কোথায় গেল—স্বপ্নলব্ধ রত্নের ন্যায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য হ'লো! সব গেল, হায়, সব গেল! কেবল দগ্ধ ক'র্ত্তে স্মৃতিই রৈল! এমন কি কারো হয়? এই ভুভারতে কবে আর কার এমন ঘ'টেছে? হায়! আমারি বা কেন এমন হ'লো? সব কি সেই এক হত্যা-পাপে? অবশ্যই তাই, নচেৎ জ্ঞানতঃ আর কোনো বিশেষ পাপ তো করি নি! হায়; তখন ঘোর উদ্ধত যুবা—অহঙ্কারে মত্ত—গর্ব্বে অন্ধ—বিদ্যা-গৌরবে অধীর—

ভা'ব্‌লেম দেশের ভাল ক'র্ব্বো—এক পাপিয়সীকে শাস্তি দিয়ে সমাজের পাপ-স্রোত নিবারণ ক'র্ব্বো! আরে তাও কি হয়? হা ভ্রান্ত জীব! তুই কে? তুই কি বিচারকর্ত্তা? তুই কি রাজা? তাঁরাও যে প্রাণ দণ্ড করেন, তাও এক প্রকার হত্যা! যদিও তা দেশের বিধিসম্মত, কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তার বিধিসম্মত কি না, কে ব'ল্‌তে পারে? যিনি সকলের শাস্তা, পুরস্কর্ত্তা, কেবল তিনিই জানেন, কিরূপে মানব-হৃদয়ের পাপ পুণ্যের বিচার ক'র্ত্তে হয়—কেবল তিনিই জানেন কোন্ পাপীকে কিরূপ দণ্ড দিলে লোক সমাজের যথার্থ হিত-সাধন, আর সেই সঙ্গে সেই পাপীরও চিত্ত-শোধন—চৈতন্য উৎপাদন হ'তে পারে! হায়! আমার পাপ-হস্তের অসি যদি চণ্ডী মালিনীকে দ্বিখণ্ডিত না ক'র্ত্তো, তবে কে জানে, হয়তো তার ভবিষ্য জীবন চৈতন্যের জীবন—পুণ্যের জীবন হ'তে পা'র্ত্তো! তা না হ'য়ে সেই হত্যা-পাপে তারও সর্ব্বনাশ, নিজেরও সর্ব্বনাশ ঘ'ট্‌লো! হা পুলিন! হা ললিত! হা সৌদামিনি! হা কিরণ! হা পিতঃ! হা মাতঃ! তোমরা সব কোথায়? একবার একটীকেও চক্ষে দেখে মরি তো সুখের মরণ হয়!—ও কে কথা কয়? (নেপথ্যে দৃষ্টি) ও কারা আসে? এমন নির্জ্জনেও নির্জ্জন থাক্‌বার জো নাই! বুঝি যাত্রীরা এই গিরি প্রদক্ষিণ জন্য আ'স্‌ছে—কৈ না, ওদের পদক্ষেপের সেরূপ ভাবই নয়—ওরা যেন আমারই কাছে আ'স্‌ছে—পুলিসের গুপ্ত চর তো নয়? হ'লোই বা—এরূপে থাকার চেয়ে সেও শ্রেয়ঃ! না, না, তাও না—আগের লোকটীর চেহারা যেন চেনা মুখ—আ'জ্ বুঝি গুরুবাক্য সফল হয়—পূর্ব্ব পরিচিতের সঙ্গে বুঝি মিলনই ঘটে—দেখ্‌ছি শুধুই পরিচিত নয়, আত্মীয়—ঠিক রাম্‌নায়েবের মত—হ্যাঁ রামুই বটে! ও আমার সন্ধান পেলে কেমন ক'রে? যাই হ'ক্, কি আহ্লাদ! জন্ম ভূমির সংবাদ—পিতার সংবাদ পাব! কিন্তু সহসা পরিচয় দেব না—দেখি আগে, চিন্তে পারে কি না—

[রামু নায়েব ও গেধো বাবাজীর প্রবেশ]

রামু। প্রভু! প্রণাম—

ব্রহ্ম। (বাহু ধারণ পূর্ব্বক নিবারণ) না, না, প্রণাম না—যিনি সর্ব্ব প্রণম্য, তাঁরেই প্রণাম করুন, আমায় না! আমি কারোর প্রণাম গ্রহণ করি

না—বিশেষ আপনি বয়োধিক! বসুন, বসুন, এই শিলা খণ্ডে বসুন—দেখ্‌ছি, আপনারা বঙ্গবাসী—

রাসু। হাঁ প্রভু, আমরা বঙ্গবাসী, এই বাবাজী যাত্রীদের সেথো—

ব্রহ্ম। উত্তম! ব'সো বাবাজী, ব'সো—এখানে কিছুই নাই—তামাক্, হুঁকা, কিছুই নাই যে আপনাদের অভ্যর্থনা করি!

রাসু। আজ্ঞে না, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি তামাক্ খাই না—

বাবাজী। আমার প্রভু, তামাক, হুঁকা, ক'ল্‌কে, টীকে, দেশলাই, সব এই ব'গ্‌লিতে আছে—আমরা সেথো নোক, প'থো—পথের সম্বল কি ছাড়ি? (তামাক সাজা)

ব্রহ্ম। উত্তম! বড় সন্তোষ পেলেম! (রাসুর প্রতি) গয়াধামে আপনার ক দিন স্থিতি? আপনার নাম, ধাম, আর এ নির্জ্জন স্থানে আগমনের অভিপ্রায় কি জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে পারি?

রাসু। আজ্ঞে, নাম রাসবিহারী দাস ঘোষ; পিতার নাম ঠাকুর বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ মহাশয়। নিবাস হাঁসপুর। গয়াধামে আ'জ্ বার দিন আসা হ'য়েছে—আপনার প্রসাদে পিতৃ-মাতৃ-কার্য্য এক প্রকার সমাধা হ'য়েছে। শুন্‌লেম, এ স্থানে সাধু সমাগম—আপনার অবস্থান! তাই একবার দর্শন ক'রে ধন্য হ'তে এলেম—এবং আর একটী উদ্দেশ্যও আছে—

ব্রহ্ম। কি সেটী?

রাসু। আমার প্রভু-পুত্র বহু বৎসর নিরুদ্দেশ—যৎকালে বাড়ী হ'তে তীর্থ যাত্রা করি, তখন মনে মনে সংকল্প যে, যে তীর্থে যখন যাব, তখন সেখানে উদাসীন সাধু মহাত্মাদের মধ্যে তাঁর অন্বেষণ ক'র্ব্বো! কি জানি, যদি তিনি সেই পথের পথিক হ'য়ে থাকেন!

ব্রহ্ম। সংকল্পটীকে বাপু, উত্তমও বলা যায়, নাও বলা যায়—যদি সুধু সাক্ষাত করা অভিপ্রায় হয়, তবে উত্তম! আর যদি তাঁরে সংসারে ফিরিয়ে আনার মানস থাকে, সে অভিপ্রায়কে উত্তম ব'ল্‌তে পারি না!

রাসু। আ প্রভু, তাঁর যে কি সংসার, আর তাঁর অভাবে তাঁর সংসার যে কি হ'য়েছে, তা যদি জা'ন্‌তেন, তবে আপনি যে এত মায়াত্যাগী, আপনারও চক্ষে জল আ'স্‌তো!

ব্রহ্ম। আমিও বাপু বাঙ্গালী—অন্ততঃ এককালে ছিলেম। আমিও বঙ্গালীর ভাব বুঝতে পারি—আমিও বাংলা দেশের প্রধান প্রধান স্থানের কতক কতক সংবাদ রাখি—যখন হাঁসপুরের নাম ক'রেছেন, তখনি বুঝিছি, তত্রত্য চৌধুরী বংশের কথাই আপনি ব'ল্‌ছেন। চৌধুরী মহাশয়েরাই তো সে গ্রামের জমীদার? আনন্দময় বাবু তো আজো বর্ত্তমান?

রাসু। (বাবাজীর প্রতি) বাবাজী! তোমার না কোথায় কাজ আছে ব'ল্‌ছিলে? তা হয় তো স্বচ্ছন্দে তুমি যেতে পার, এখন আমি অনায়াসে পথ চিনে ফিরে যেতে পা'র্ব্বো!

বাবাজী। হ্যাঁ আমার বড় দরকার, নৈলে থা'ক্তেম—(উঠিয়া) আপনি বরাবর এই মুখো গিয়ে বড় রাস্তায় উঠ্‌বেন—

[প্রস্থান।

ব্রহ্ম। কেন, ঘোষজ মহাশয়, আমার কথার উত্তর না দিয়ে বাবাজীকে উঠিয়ে দিলেন? উত্তর দানের পূর্ব্বে বাবাজীকে স্থানান্তর করা যেন আপনার অভিপ্রায়! এতে আমার মন বড় অস্থির হ'চ্ছে—

রাসু। প্রভুর মন অস্থির! কেন আনন্দময় বাবু কি আপনার বিশেষ কোনো অন্তরঙ্গ ছিলেন?

ব্রহ্ম। হা ভগবান! কি শুনি! ইনি যে "ছিলেন" ব'ল্‌ছেন! তবে কি তিনি জীবিত নাই? হা পিতঃ! পিতঃ! ইহলোকে কি আর দেখা হবে না? এ খেদে হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়! উঃ! আর যে সয় না! তবু তো পাপ প্রাণ যায় যায় যায় না!

রাসু। না, না, আপনি—আর আপনিই বা বলি কারে? চিনেছি বাবা, চিনেছি—ব্যাকুল হ'য়ো না—তিনি বেঁচে—সুস্থ শরীরে বেঁচে! আ! আ'জ্ আমার কি সুপ্রভাত! কি শুভ দিন! অনেকক্ষণ অবধি তোমার মুখ দেখ্‌ছি, আর সেই মধুর স্বর যতই শুন্‌ছি, ততই যেন প্রাণ কেমন ক'চ্ছে—সাহস ক'রে সহসা কিছু ব'ল্‌তে পাচ্ছিলেম না! এস বাবা! (উঠিয়া) অনেক কালের তাপিত প্রাণ আ'জ্ শীতল করি! (আলিঙ্গন ও ব্রহ্মচারীর প্রণাম) মা কালি! মুখ রেখেছ মা! তীর্থযাত্রার অল্প মানসের সঙ্গে প্রধানটী পূরিয়েছ মা! এ জন্মে আমাদের স্ত্রী পুরুষের যে মাননী ছিল,

তা তো দেব মা, তা ছাড়া বুড়ো বুড়ীর বুক চিরে রক্ত দে পাদপদ্ম ধোয়াব মা! তবে বাবা, এখন বল দেখি, কেন এত ইন্দ্রত্ব সুখ ফেলে—অমন দেবতুল্য পিতার মনে ব্যথা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো?

ব্রহ্ম। কেন, আপনি কি চণ্ডী মালিনীর খুনের কথা জ্ঞাত নন?

রাম্। ও বাবা, ও কি কথা—সে তো অনেক কাল হ'য়ে ব'য়ে চুকে গেছে—তার উচ্চ বাচ্য তো আর কোথাও কারোর মুখেই শুনিনে! তুমি বাবা দেশের রাজা, সে অঞ্চলের সবই তোমার অনুগত প্রজা, তুমি কবে কি একটা ক'রেছ, তার জন্মে কি চিরকাল সিংহাসন ছাড়া—কর্ত্তাবাবুর বুক ছাড়া থা'কবে?

ব্রহ্ম। পুলিস যে বিরূপ—দেশে গেলেই নাকি ধ'র্ব্বে—ফাঁসি দেবে?

রাম্। এ অলিক কথা কোন্ বর্ব্বর শোনালে? কান্ত মিস্তির বুঝি?

ব্রহ্ম। হাঁ, পূর্ব্বে পত্র দ্বারা সেইই এই ভয় দেখাতো বটে!

রাম্। তবে বাপু, সে ভয় পুলিসের কাছে তো নয়, তার নিজের কাছে বটে! সে যা হ'ক্, সে তবে বরাবর জা'ন্তো যে তুমি বেঁচে আছ?

ব্রহ্ম। হাঁ, তা জা'ন্তো বৈ কি!

রাম্। উঃ! কি ভয়ানক লোক! কি বিশ্বাসঘাতক! কি নির্দ্দয় প্রবঞ্চক! যমপুরে যে এমন পাপিষ্ঠের স্থান আছে, তা তো বোধ হয় না—নতুন নরকের সৃষ্টি না হ'লে আর তার পাপের উপযুক্ত স্থান হবে না! যে প্রভু দয়ার আধার—যে প্রভুর দয়ায় সে পতঙ্গ হ'তে গরুড় হ'য়েছে—যে প্রভু তার যা ক'চ্ছেন, এমন কেউ কারো করে না; এত নিদারুণ প্রবঞ্চনায় তাঁরির বুকেই শেল হা'ন্ছে—একেবারে কেটে কেটে নুন পূর্‌ছে! হায়, বৌমা আর গিন্নী ঠা'করুণ যদি ঘুণাগ্রে শুন্তে পেতেন যে তুমি বেঁচে আছ, তবে কি তাঁদের অকাল-মৃত্যু ঘটে, না সোণার সংসার এমন ক'রে ছার খার হ'য়ে যায়? উঃ! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ভা'ব্‌তে গেলে বুক ফেটে যায়—মন পাগল হয়!

ব্রহ্ম। হায়, আমিই কুলের কুপুত্র—আমা হ'তেই কুলক্ষয়—কুলকলঙ্ক—মনস্তাপ! আমিই স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা ক'রে অমন সাধু পিতাকেও চির সন্তাপে দগ্ধ ক'চ্ছি!

"একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা।"

এই মহাবাক্যটী আমারি জন্য লিখিত হ'য়েছিল। উঃ! শুধু কি কুল নাশ, আর কলঙ্ক, সে সঙ্গে আবার ফাঁসির ভয়—মর্ব্বার ভয় তত নয়, চৌধুরী বংশের বংশধর ফাঁসিতে ঝুলেছিল, এ খ্যাতি চিরকাল রবে! হায় সেই কলঙ্ক ভয়ের জন্যই পশুর ন্যায় গুপ্ত গুহায় দুর্ব্বহ দেহভার বহন ক'চ্ছি—সেই ভয়েই একবার গিয়ে জন্মভূমি আর জন্মদাতার চরণ দর্শন ক'রে যে প্রাণ জুড়াব আর তাঁরঅন্তর্দাহ কতক নির্ব্বাণ ক'র্ব্বো, সে সাহসও পাই না!

রাস্থ। কেন পাবে না—কারে ভয়? পুলিসের ভয় সব অলিক—আমি ব'লছি সব মিছে! তারা সে খুনের কথা জান্তেও পারেনি!

ব্রহ্ম। হায়,এ সংসার কেবলি চাতুর্য্যময়—আপনি যদি সব শুনেন, তবে ব'লবেন ভয় আছে বৈ কি! দুর্জ্জনের চক্রান্তে সজ্জনের বিপদ, লোক-সমাজের সৃষ্টি অবধিই হ'য়ে আসছে—আমার পক্ষেও তাই ঘ'টেছে!

রাস্থ। কি ঘ'টেছে বাবা, একটু খুলে বল দেখি শুনি!

ব্রহ্ম। সংক্ষেপে বলি শুনুন—পালিয়ে গে কোনো বন্ধুর নিকট আমি কানপুরে থা'কেম, নাম নিছলেম অরুণ। সে সময় কান্তকেই একমাত্র বিশ্বাসী সুহৃদ্ বোধে তারি সঙ্গে চিঠি লেখালেখি ক'র্ত্তেম! তারির পত্রেই পুত্র চুরি আর স্ত্রীবিয়োগ শুনে ক্ষিপ্ত প্রায় হই! কালে শোক দুঃখ হ্রাস হ'লে বিবাহ করি—যারে বিবাহ করি, তার স্বভাব চরিত্র রূপ গুণ অতি সুন্দর দেখেই বিবাহের প্রবৃত্তি হয়! সে বিবাহে আশাতিরিক্ত সুখ শান্তিও ঘটে! সোণার চাঁদ পুত্রও পেয়েছিলেম—সে পুত্র তিন বৎসরের হ'লো, আর একটী সন্তান গর্ভেও ছিল! এমন সময় মাতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে পিতৃদর্শন জন্য নিতান্ত অধীর হই—কান্ত যে পুলিসের এত ভয় দেখাচ্ছিল, সে ভয়কেও অগ্রাহ্য ক'রে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে নৌকাযোগে বাড়ী য'াচ্ছিলেম! যাত্রাকালে কান্তকে সে সংবাদ লিখেছিলেম—এই হ'লো কুবুদ্ধি! হায়! হায়! তা না লিখ্‌লে কখনই সর্ব্বনাশ ঘ'ট্‌তো না!

রাস্থ। কি? কি? কি সর্ব্বনাশ বাবা?

ব্রহ্ম। (বক্ষে করাঘাত) বুকের সর্ব্বস্ব নিধি সব হারালেম? ঝড়ের

সময় নৌকা ফুটো, রশি কাটা, মাথায় দাঁড়ের আঘাত—কার আদেশে—কার স্বার্থে—কার লোকের দ্বারা হ'লো? তা কি বুঝ্‌তে আর বাকী আছে? কিন্তু চোর পালালে বুদ্ধি বা'ড়্‌লো—সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেলে, সে চৈতন্য জন্মালো! বিধাতা পাপের শাস্তি ইহলোকেই দিবেন ব'লেই নিষ্পাপ যারা, তাদের ডুবিয়ে এই পাপাত্মাকে বাঁচিয়ে রা'খ্‌লেন!

রাসু। এ সব কি শুনি! এ দেখ্‌ছি, কান্তর কারপরদাজ রেধোর কাজ, তাই এখন সে সর্ব্বের সর্ব্বা! উঃ! পাপিষ্ঠদের অসাধ্য কিছুই নেই!

ব্রহ্ম। যার কাজ হ'ক্, এখন ভেবে দেখুন দেখি, ভয় আছে কি না? পুলিস জানে না, তাতে কি? তারা জানিয়ে দেবে! প্রকাশ্যে পরম আত্মীয়তা দেখাবে, খুব সাহায্যকারী হবে, কিন্তু ভেতর ভেতর যাতে খুনের প্রমাণ হ'য়ে ফাঁসির হুকুম হয়, সে পক্ষে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ক'র্ব্বে না! তখন পিতা মহাশয়ের কাছে গিয়ে আছাড় খেয়ে কেঁদে কেটে ভাসাবে! কেমন এই কি না?

রাসু। যা ব'ল্‌ছো বাবা, সব ঠিক! কিন্তু তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন তোমার রামরাজ্য যে পিশাচে ভোগ ক'র্ব্বে, তা বাবা জীবন সত্ত্বে দেখ্‌তে পা'র্ব্বো না! যতোধর্ম্মস্ততো জয়! শাস্ত্র কি মিথ্যা হয়? পাপের বা'ড় ক দিন? দুর্য্যোধনের, কংশের, রাবণেরও কি শেষ পতন হয়নি? অসুরেরা কি চিরকাল স্বর্গ-রাজ্য রা'খ্‌তে পেরেছে? যে ভগবান দধীচির অস্থিখানি ইন্দ্রের হাতে দিছ্‌লেন, তিনিই তোমার হাতে উপায় ক'রে দেবেন! এক মনে সেই বিপত্তারণ মধুসূদনকে ডাকো—তাঁর অভয় চরণ স্মরণ ক'রে চল, দেশে চল, অবশ্যই দুষ্ট দমন আর ধর্ম্মের জয় হবে, কিছুমাত্র ভয় ভাবনা দ্বিধা ক'রো না!

ব্রহ্ম। আপনি যা ব'ল্‌ছেন, তা স্বরূপ বটে—সবই সম্ভব, কিন্তু দারুণ শোকানলে পুড়ে পুড়ে উৎসাহ উদ্যম সব নিস্তেজ হ'য়ে গেছে—একবার পিতৃচরণ দর্শন ভিন্ন কিছুতেই আর রুচি হয় না!

রাসু। তাও তো বাপু খুব কর্ত্তব্য—তুমি যেমন জ্ব'ল্‌ছো, তিনিও তো তার শতগুণে অধিক জ্ব'ল্‌ছেন! তোমার স্ত্রী আর শিশু সন্তানের শোক; তাঁর স্ত্রী, পুত্রবধূ, পৌত্র আর তোমার মতন সর্ব্বগুণাধার পুত্রের শোক!

তোমার শোক নির্ব্বাণের উপায় নাই, তাঁর সে উপায় তোমার হাতেই বিদ্যমান—উপযুক্ত পুত্র হ'য়ে সাধ্য থা'ক্তেও পিতার অত বড় হৃদয়-ব্যথার প্রতীকার করা কি তোমার উচিত নয়?

ব্রহ্ম। আপনি বুঝ্‌লেন না—সে জন্য আমার প্রাণ যে কি অধীর, তা আর কি ব'ল্‌বো! কিন্তু পাছে সেই ব্যথার শান্তি ক'র্ত্তে গিয়ে গুপ্ত শত্রুর চাতরে প'ড়ে ফাঁসিতে ঝুলে তাঁর এই বৃদ্ধকালে সেইব্যথা শতগুণে বাড়াই, সেইটীই কেবল ভয়!

রাসু। সে ভয় নিবারণ জন্য এই যে ব'ল্লেম, কেবল হরির অভয় চরণই ভরসা! পাপিষ্ঠেরা সমস্ত পুরোণো লোককেই তাড়িয়েছে, কেবল বংশীকে দূর ক'র্ত্তে পারেনি! চল, বাপু, এই ব্রহ্মচারী বেশে—এ বেশে দেশে তোমায় কেউ চিন্তে পা'র্ব্বে না—বিশেষ আমি যা'চ্ছি—আমার অন্যান্য তীর্থের ফল সবই এখন পাওয়া হ'লো—আমি তোমাকে এমন গোপনে রা'খ্‌বো যে তারা জান্তেও পা'র্ব্বে না! কোনো সুযোগে বংশীর সঙ্গে প্রথমে তোমার দেখা সাক্ষাত করাব—তার পর কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাতের উপায় বংশীই ক'র্ব্বে!

ব্রহ্ম। তাই কর্ত্তব্য! পিতার চরণ দর্শন ক'র্ত্তেই হবে, তায় ভাগ্যে যা থাকে! আপনি এখন গমন করুন, আমি রাত্রিযোগে আপনার বাসস্থানে গে সব পরামর্শ স্থির ক'র্ব্বো!

রাসু। তবে বাবা অবশ্য ক'রে যেয়ো—সেখানেই আ'জ্ আহার ক'র্ত্তে হবে—আমার ঠিকানা কাসু গয়ালির কাটরায়—

[উভয়দিগে উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আনন্দময় বাবুর গৃহ।

[আনন্দময় বাবু ও বংশী উপস্থিত]

আনন্দ। না বংশি, তোর ভুল হ'চ্ছে—তুই বুড়ো হ'য়েছিস, সকল কথা আর ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারিস নে—এও কি হয়? কান্ত আমার মন্দ চেষ্টা পাবে—কান্ত আমার কাছে কপট ভাব দেখাবে—কান্ত আমার প্রতি কোনো কু-অভিপ্রায় মনে পুষ্‌বে, এও কি তোর বিশ্বাস হয়? ওরে, পশ্চিম আকাশে সূর্য্য উঠেছে, যে দিন এ কথা কেউ আমায় বিশ্বাস করাবে, সেই দিনই মা'ন্‌বো যে, আনন্দময়ের কান্ত আনন্দময়ের বিরুদ্ধাচারী হ'য়েছে!

বংশী। আজ্ঞে, যা যা নিবেদন ক'র্‌লেম, তা ভাল লোকের মুখেই শুনেছি—

আন। ছি, ছি, ছি, ও কথা মুখেও আনিস নে—যে লোক তোরে ব'লেছে, সে ভাল লোক নয়, তার হৃদয় বড়ই কালো!

বংশী। আজ্ঞে, তিনি প্রমাণ ক'রে দেবেন ব'লেছেন—

আন। প্রমাণ! হৃদয়ের সাক্ষ্য অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি? তুইই কেন ভেবে দেখ্‌ না, কান্তর আমি না করিছি কি? কারুর ভাল ক'রে মুখে তা ব'ল্‌তেই নাই, মনে মনে তার তোলাপাড়া করাও দোষ, কেবল দুষ্ট লোকের কথার উত্তরে তোরে বুঝাবার তরেই ব'ল্‌তে বাধ্য হ'লেম! ভেবে দেখ্‌, যার এতটা করা গেছে, যারে বিনা সম্পর্কে সর্ব্বস্ব দিয়ে তারির হাততোলার অধীনেই আছি, আর যারে এত ভালবাসি যে পরের ছেলেকে কেউ কখনো এত বেসেছে কি না সন্দেহ, সেই পুত্রসম কান্ত যদি অকৃতজ্ঞ হয়—বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে তো মানব-প্রকৃতির ন্যায় জঘন্য প্রকৃতি পশুতেও নাই, এইটী ব'ল্‌তে হয়! ছি, ছি, সংসারে যা হ'তে পারে না, এমন অযথা কথাও কি মনে ক'র্ত্তে আছে?

বংশী। আজ্ঞে, আপনার কথার উত্তর দিই, আমার এমন কি সাধ্যি! তবে সাদা কথা এই বুঝি, আর যাই হ'ক্‌, কিন্তু কি গড়ের ফটক, কি

বাড়ীর দেউড়ি, কি ঠাকুরবাড়ী, কি কাছারি বাড়ী, কি দেওয়ানখানা, কি তোষাখানা, কি আপনার নিজের বৈঠকখানা, সব জায়গারই ভাল ভাল পুরোণো লোক সব গেল! যারা চৌধুরী বংশের চিরকেলে নেমকের চাকর—যারা আপনার জন্যে প্রাণ দিতে পা'র্ত্তো—যারা আপনার খুব প্রিয় ছিল—যাদের চিরকাল পুষ্‌বেন ব'লে তারাও জা'ন্তো, আপনিও জা'ন্তেন, এমন সব লোক ক্রমে ক্রমে বদল হ'য়ে কোথাকার কারা উড়ে এসে জুড়ে ব'স্‌ছে—আমাকেও কবে তাড়ায়, তা কি জানি—

আন। ওরে! অমন কথা মুখে আনিস নে! যারে যখন ছাড়িয়েছে, বিশেষ দোষ না দেখে তো ছাড়ায় নি—অনেকের বেলা আমায় না ব'লেও তো করে নি—তাদেরও যে অন্যায়, আমি আপন ইচ্ছায় দিলেম ওরে বিষয়, তাদের কেন হয় গার জ্বালা? সে দরুণ ওরে তারা অমান্য করে, ষড়যন্ত্র করে, ধর্ম্মঘট বাঁধায়, কাজেই কান্ত বাধ্য হ'য়ে অনিচ্ছাতেই তাদের ছাড়িয়েছে—এর জন্যে যখনি যারে ছাড়িয়েছে, ওর এম্নি দয়া মায়ার শরীর, তখনি ওর চ'ক্ ছল ছল দেখিছি!

বংশী। আজ্ঞে, ঐ যে ওঁরে অমান্যি করা, ধর্ম্মঘট করার কথা ব'ল্‌ছেন, সে সমস্তই মিছে—সে সকলই রাধু সরকারের কল—মিথ্যে সাক্ষী জুটিয়ে—

আন। দেখ্‌ছি বংশি, তোর মাথায় কে কল বসিয়ে প্যাঁচ ঘুরিয়ে দেছে, তাই অত প্যাঁচের তত্ত্বে ঘুর্ত্তে শিখিছিস—আর না, ও কথা আ'জ্ আর না, বেস আছিস, বেস আছি—সরল অন্তরে সন্দেহ রূপ গরল পুরে কাজ নেই! আচ্ছা, বল্ দেখি এত কাণ্ড কর্ব্বার ওদের অভিপ্রায় কি? বিষয়ের তরেই না লোক পাপ করে, ও যখন বিষয় পেয়েছে, তখন আর তা ক'র্ব্বে কেন?

বংশী। আজ্ঞে, অভিপ্রায় এখনও ভাল বুঝ্‌তে পারিনি—

আন। তা যখন ব'ল্‌তে পার্চ্ছিস নে, তখন মিছে কল্পনায় অসুখী হ'স্ নে, অসুখী করিস নে! হায় হায়, একে তো পাপ তাপময় সংসারে অনিচ্ছাতেই কত বিপদ, কত যন্ত্রণা; তার উপর ইচ্ছা ক্রমে কল্পিত বিপদের চিন্তাকে ডেকে এনে যা একটু সুখ সুসাধ্য, তাকেও দূর করা কি উচিত? যা'ক্, শ্যামলধন কোথায়?

শ্যাম। আজ্ঞে, এই যে আমি—

[শ্যামলধনের প্রবেশ]

আন। তুমি কি দোরের বাইরে ছিলে?

শ্যাম। আজ্ঞে না, এই আমি এলেম—লালজীর বাড়ী গিছ্‌লেম, নূতন গানটা স্থরে বসানো হ'লো! তাঁদেরও সঙ্গে ক'রে এনেছি।

আন। দেখ শ্যাম, কান্তর সব ভাল, কেবল সঙ্গীত-রসে ডোবেনা, এটা বড় ছুঃখের বিষয়—তারে আ'জ্‌ গানের সময় ডেকে এনো!

[একদিগে কান্তবাবু, অন্যদিগে লালজী ও বাণীকণ্ঠের প্রবেশ]

এস, এস, সব ব'সো! লালজি! নূতন গানটা গাও দেখি—কান্ত শোনো, এ সব গান শোনা ভাল! মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব'ল্‌তেন—

"প্রাণের রতন মিলিয়ে দিতে গানের মতন কেউ পারে না!"

[লালজী ও বাণীকণ্ঠ কর্ত্তৃক]

গীত।

বাগেশ্রী। আড়াঠেকা।

বলহে জীবন-কান্ত, এত ভ্রান্ত কেন হয় মন?
একান্তে ডাকিতে তোমা, নিতান্ত সে অশান্ত বারণ!
জগৎ অনন্ত সিন্ধু, কোটি রবি গ্রহ ইন্দু,
তার মাঝে এক বিন্দু, এ বিশাল বসুধা ভুবন!
অতি ক্ষুদ্র কীট প্রায়, কিছু দিন থাকা তায়,
সে ভাব না ভাবি হায়, প্রমত্ত সে অনিত্য কারণ!

আন। আহা, যেমন উত্তম স্থর ক'রেছ, তেম্নি উত্তমই গেয়েছ! দেখ লালজি, মাঝে মাঝে কান্তর বৈঠকখানায় গিয়ে এম্নি সব গান শুনিয়ে এস!

লালজী। যে আজ্ঞে!

কান্ত। আ'জ্‌ আছেন কেমন?

আন। তেম্নিই আছি—"যখন যেমন রাখেন তিনি তখন তেম্নি স্থখ" ঈশ্বরের কাছে মানাও, এই সন্তোষ ভাবটী না হারাই! এখন আর আমার কি বাপু, তোমরা স্থখে থা'ক্‌লেই আমার স্থখ!

কান্ত। নির্ম্মলচাঁদকে ক'ল্‌কাতায় পাঠাবার কথা যা নিবেদন ক'রে-ছিলেম, পাঁচ দিন পরে তার দিন স্থির হ'য়েছে—সে এসে প্রণাম ক'রে বিদায় নে যাবে, তবু আমি—

আন। এ কটা দিন যেন দুবেলাই আসে—আমি তারে গোটা দুই গান শিখিয়ে দেব—নির্ম্মলের কি চমৎকার গলা! সে সঙ্গে গুটিকতক হিতো-পদেশও দেব। যদিও তার স্বভাব ভাল, তবু তরুণ যুবারা সহরে গিয়ে যা হয়, তাতো জানো? তিমি সঙ্কুল সমুদ্রে গিয়ে নদীর মাছ যেমন আনন্দে সঞ্চরণ ক'র্ত্তে না ক'র্ত্তেই কবলিত হয়, এও ঠিক তাই!

কান্ত। আজ্ঞে ঐ ভয়ই ভয়, অথচ লেখা পড়ার জন্য না পাঠালেও নয়!

আন। যাতে ভয় না থাকে, তা ক'র্ত্তে হবে—সহর রত্নাকর, তাতে দুরা-চার রূপী তিমি কুম্ভীরাদিও যেমন, সদাচারী রূপ সুন্দর রত্নও তেমন অনেক আছেন—সেই রত্ন-প্রধান ঋষি তুল্য দেবেন্দ্র বাবুকে একখানি পত্র দেব, যাতে সাধু শিক্ষক পেয়ে আর সাধু যুবাদের সহবাসে নির্ম্মল নির্ম্মল থাকে, তিনি তার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন!

কান্ত। যে আজ্ঞে—

আন। নির্ম্মল যেন আমার পাথুরেঘাটার বাড়ীতে গিয়ে থাকে—ভাড়া-টেরা উঠে গেছে তো?

কান্ত। আজ্ঞা হ্যাঁ গেছে—মেয়াদ থা'ক্তে ওঠে কি না এই সন্দেহেতেই অন্য বাড়ীর কথা ব'লেছিলেম, তা আপনার আদেশ, কি করি, খেসারাত ধ'রে দিয়েও তাদের উঠিয়ে দিলেম!

আন। বেস! সঙ্গে যাবে কে? রক্ষণাবেক্ষণই বা ক'র্ব্বে কে?

কান্ত। আজ্ঞে, সঙ্গে যাবে রাধু আর বল্লভ—রাধু পৌঁছে দিয়ে স্থিত ভিত ক'রে ফিরে আ'স্‌বে, বল্লভ বরাবর কাছে থেকে রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্ব্বে!

আন। তাতো উত্তম হ'লো, কিন্তু তোমার নির্ম্মল কথনো মার কাছ ছাড়া হয় নি, একেবারেই সহরে গিয়ে নিতান্ত বাসা'ড়ের মতন থা'ক্তে তার কষ্ট হবে—স্ত্রীলোকের স্নেহ যত্ন না পেলে তরুণ যুবাদের মন ঘরে বসে না—ভাল থাকেনা—বড়ই চঞ্চল হয়—তাই বলি স্নেহকারিণী স্ত্রীলোক কেউ কাছে থাকা আবশ্যক।

কান্ত। আজ্ঞে, তারও উত্তম উপায় হ'য়েছে—ভব ব'লে একটী কায়েতের মেয়ে বার বছর আমার সংসারে আছে, সেইই নির্ম্মলকে মানুষ ক'রেছে—সে স্ত্রীলোকটীর স্বভাব চরিত্র বড় ভাল; তার একটী মেয়ে আছে, সেটীও খুব ভাল; নির্ম্মলকে তারা বিশেষ যত্নই করে; নির্ম্মলও তাদের খুব ভালবাসে, তারাই সঙ্গে যাবে!

আন। তবে তো বেসই হবে!

কান্ত। আমি তবে এখন যাই, অনেক কর্ম্ম আছে—আপনার জলযোগ হ'য়েছে তো?

আন। না, এই যাই!

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নির্ম্মলার গৃহ।

[পুস্তক হস্তে চিন্তিতা ভাবে নির্ম্মলা উপবিষ্টা।]

নির্ম্মলা। (স্বগত) আ'জ্ আর নূতন গান শিখ্‌বো কি, পুরোণো গানও মনে আসে না! হায় আমার কি হ'লো! হর-সুন্দরীকে ধ্যান ক'র্ত্তে বিদ্যা যেমন বর-সুন্দরকে দেখেছিলেন, আমারও যে তাই হ'লো! আগে ভা'ব্‌তেম, প্রেমের বর্ণনা যা পড়া যায়, সে সব কেবলই কবিদের কল্পনা বা বাড়া'নে কথা! নৈলে কোথাকার কে, তার তরে কি সত্যই অমন ক'রে প্রাণ পাগল হ'তে পারে? বে হ'লো না, মিলন হ'লো না, যত্ন সোহাগ কিছুই পেলে না, তবু পূর্ব্বরাগ কিসে সম্ভব? কিন্তু হা! এখন দেখ্‌ছি, কবিরা অন্তর্যামী—কবিরা যথার্থই জগৎগুরু—তাঁদের একটী কথাও মিছে নয়—তাঁদের প্রেম-চিত্র

সকলই সত্যময়! হায়, কি সরল সুখেই জীবন কা'ট্‌ছিল, কোত্থেকে দাদার শিক্ষক এ গুণনিধি মাষ্টার সহসা উদিত হ'য়ে প্রেম-কুমুদকে ফুটালেন, অথচ তিনি জা'ন্তেও পা'র্লেন না! কুমুদনাথ যেমন চন্দ্র, ইনিও আমার হৃদ্-কুমুদের পক্ষে বাস্তবই চন্দ্রের অবতার—ইনি কখনই এ মর্ত্ত্যের নন—চন্দ্রদেব তো যুগে যুগে এমন খেলা খেলেই থাকেন—নর রূপ ধ'রে সরলা অবলা-দের দগ্ধ করেন! উত্তরার জন্য অভিমন্যু আর কাদম্বরীর জন্য চন্দ্রাপীড় তো হ'য়েই ছিলেন! কিন্তু হা একি স্বপ্ন—উত্তরা আর কাদম্বরীর সঙ্গে ছার-কপালী নির্ম্মলার তুলনা! দেখ্‌ছি, ক্রমে সর্ব্ব প্রকারেই ছারকপালীর জীবন ঘোর আঁধারে আচ্ছন্ন হ'চ্ছে—ভাগ্য-আকাশ দুর্ভাগ্য-মেঘে ঘিরে ফেল্‌ছে! হায় হায়, কি হবে? প্রেমপদ্ম কি তাঁরো হৃদয়ে ফুট্‌বে না?

গীত।

ঝোল্লার। একতালা।

যার বদন চাই, সে কি আমার বদন পানে চাবে না?
যার হাতে প্রাণ, ক'র্ত্তে চাই দান, প্রাণ নিয়ে কি প্রাণ দেবে না?
প্রতিদানে যদি গো তার না হয় এখন রুচি,
দান নিয়ে পায় ঠাঁই দিতে চায়, তবু যে হায় বাঁচি!
যতন ক'রে প্রেম রতন শেষ পেতে রাজি আছি—
যতন বিনা মনের মতন রতন লাভ কভু ঘটেনা!

আ'জ্ দাদা তারে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, খেতে আ'স্‌বেন; নয়ন পূরে তো দেখ্‌বো, শ্রবণ পূরে তো শুন্‌বো, হৃদয় পূরে তো পূজ্‌বো, জন্মের মতন আরো তো তাঁর প্রেম-সাগরে ম'জ্‌বো, তার পর ভাগ্যে যা থাকে—না পাই, ধ্যান তো কেউ কেড়ে নেবে না! ভাল, আগেকার মতন সম্মুখে যেতে লজ্জা পাই কেন? তিনি কিছু ব'ল্লে ঘাড় হেঁটই বা হয় কেন? উত্তর দিতেই বা বাধে কেন? (প্রকাশ্যে) এতে তো ধরা পড়া সম্ভব! না, তেমন আর ক'র্ব্বোনা, পূর্ব্ব ভাব দেখাতে চেষ্টা পাব—

[পশীর প্রবেশ]

পশী। চেষ্টা পাবে, কিন্তু পা'র্ব্বে না—ধরা প'ড়্‌বে কি প'ড়েছ! মা আমাকে কা'ল্ জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলেন—

নির্ম্মলা। ওমা, ছি ছি, কি ঘৃণার কথা! কি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলেন?

পশী। তোমার নব যৈবন উথ্‌লে উট্‌ছে, দেখে কি মার পেটে আর ভাত জল রোচে! তিনি ব'ল্‌ছিলেন, পশি! তুই তো নির্ম্মলার সব জানিস্‌, নির্ম্মলা এখন এত অন্যমনস্ক থাকে কেন? এক একবার কি কথায় কি জবাব দেয়, তার ঠিক নেই! কখনো কখনো দেখি, একা ব'সে ভাবে—একবার ক'রে বই হাতে ছাতে যায়, আবার ঘরে আসে, আবার বারাণ্ডায় যায়—হাতের বই হাতেই থাকে, পড়ে না—হাতের পশম হাতেই রাখে, বোনে না—বাজ্‌নার বাক্সের কাছে গে বসে, বাজায় না—গানের বই খোলে, গায় না!

নির্ম্মলা। ওমা ছি ছি ছি, ও পশি, বলিস কি—আমার মাথা খা, সত্য বল, সত্যই কি মা এ সব ব'লেছেন?

পশী। সুধুই এই! আরো ব'লেছেন, পশি! আমার এক চ'ক্ এক কান এক দিগে, আর চ'ক্ আর কান নির্ম্মলার দিগেই থাকে—আমি দেখিছি, ও থাকে থাকে চ'ম্‌কে ওটে—ললিতের মাষ্টার এলে, তার কথা শুন্‌লে সিউরে ওটে—

নির্ম্মলা। পশি, যা, যা, আমার মাথা খা, মাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌গে যা, তা না, এক খানা করুণার ব'ই প'ড়ে—না, না, তা না, ব'ল্‌গে যা—ব'ল্‌গে যা—

পশী। (সহাস্তে) ব'ল্‌গে যা, ব'ল্‌গে যা, ক'রে কি ব'ল্‌তে ব'ল্‌বে, তা বুঝি ঠিক হ'চ্ছে না? করুণার বই কি রোজ পড়ো? তোমার এ ভাব যে অনেক দিন থেকে তিনিও দেখ্‌ছেন, হ্যাদে আমিও কোন্ না দেখ্‌ছি!

নির্ম্মলা। তবে ম'র্‌গে যা—মুখে আগুন তোর—আমায় না কাঁদিয়ে বুঝি ছা'ড়্‌বিনে—(রোদন)

[ভবর প্রবেশ]

ভব। ওকি? ওকি? ওকি মা, কান্না কেন?

পশী। (চক্ষু টিপিয়া) ঐ সেই কথা—

ভব। তোর মাথা! যা পশি জায়গা ক'র্‌গে যা, তারা এয়েছে—আয় মা নির্ম্মলা, তোর দাদা ডা'ক্‌ছে!

[সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনন্দময় বাবুর পাথুরিয়া ঘাটার বাটী।

[পত্র পড়িতে পড়িতে ভবর প্রবেশ]

ভব। (দীর্ঘ নিশ্বাস সহিত স্বগত) হায় গিন্নী দিদীর পত্রে এবারেও তো নির্ম্মলার বিয়ের কথা সব অঠিক—যেন আরো পেছিয়ে যা'চ্ছে—তাঁর স্বামী যেন আরো বিপদ্‌গ্রস্ত, আরো ব্যতিব্যস্ত, এ কথায় আরো বিরত—

[নির্ম্মলার প্রবেশ]

নির্ম্মলা। মা! সাড়ে চা'র্‌টে বেজে গেছে, দাদা কেন এখনো এলেন না? এত দেরি তো করেন না—

ভব। তাইতো! গাড়ি নে যেতে তো দেরি করে নি?

নির্ম্মলা। না, তা ঠিক গিয়েছে—ঐ যে গাড়ির শব্দ—দাদা বুঝি এলেন—

ভব। তবে মা তুই শরবৎ টুকু ছেঁকে ফ্যাল্—জলখাবার পান টান সব ঠিকঠাক ক'রে রাখ্—

নির্ম্মলা। সে সব আমি ক'রে রেখেছি—

[নির্ম্মলের প্রবেশ]

ভব। কেন বাবা, তোমার আ'জ্ এত দেরি?

নির্ম্মল। আ'জ্ মা এক বন্ধুর কাজে গিছ্‌লেম—দুখানা দামি বই না থাকাতে তাঁর পড়ার বড় ব্যাঘাত হ'চ্ছিল; কদিন তাঁর মুখ শুক্‌নো দেখে আ'জ্ তার কারণ জা'ন্তে জেদ ক'রে ধ'র্ল্লেম—আগে তো তিনি লজ্জায় ব'ল্‌বেনই না, শেষে সব পরিচয় নে জা'ন্‌লেম তাঁর বড় দুরবস্থা—বই কিনে পড়েন এমন সঙ্গতি তাঁর নাই—তাই গুরুদাস বাবুর লাইব্রেরিতে গিয়ে আমি জামিন হ'য়ে বই কিনে দিলেম, আর তাঁরে সঙ্গে নিয়ে এলেম—

নির্ম্মলা। আমাদের বাড়ীতে এনেছ?

নির্ম্মল। হ্যাঁ, আমার বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি—

ভব। তবে তারও জলখাবার তৈয়ের করি?

নির্ম্মল। হ্যাঁ মা, তা কর—মা! আমার বড় ইচ্ছা, তাঁরে আমাদের

বাড়ীতে রাখি—মাগো! এমন সুজন এ জগতে আর দুটী দেখি নি—যদিও তিনি আমার চেয়ে তিন চা'র্ বছরের বড় হবেন, আর তিন ক্লাশ উপরে পড়েন, তবু তাঁতে আমাতে এত ভাব যে, উভয়ের একটী প্রাণ ব'ল্লেই হয়! আবার সকলে বলে, তাঁর আর আমার চেহারাতেও নাকি এম্নি মিল যে, সহোদর ভাই ব'লেই অনেকের ভ্রম হয়! তাই তিনি আমাকে ভাই নির্ম্মল, আর আমি তাঁকে দাদা ললিত ব'লে ডাকি—

ভব। (চমকিয়া) ললিত! তার বাড়ী কোথায়? কার ছেলে?

নির্ম্মলা। কেন মা, চ'ম্‌কে উঠলে কেন?

নির্ম্মল। হ্যাঁ মা, ললিত নামটী শুনেই চ'ম্‌কে উঠ্‌লে কেন?

ভব। তা, বাবা, ব'ল্‌বো তখন! এর বাড়ী কোথায়? কার ছেলে?

নির্ম্মল। বাড়ী কোন্ পাড়া গাঁয়, মা বাপ নেই, ছেলে বেলাতেই নাকি বাপ মা হারিয়েছেন, অপরে মানুষ ক'রেছে; তারাও নাকি দুঃখী হ'য়ে প'ড়েছে; এখানেও পরের বাসায় থাকেন—ও মা! সেই বাসা'ড়েরা নাকি ললিত দাদাকে দে রাঁধিয়ে নেয়! আহা সেই রান্নার আলোতেই উনি পড়েন, পড়্‌বার তেল আর পান না!

ভব। (সরোদনে) ওরে বাবা ললিত! তুই যদি এত দিন বেঁচে থা'ক্তিস, তবে এ পরিচয় তোরির চাঁদ মুখেই থা'ট্‌তো! বল্ বল্ নির্ম্মল ধন বল্, আর তার কি কি জানিস্, বল্?

নির্ম্মলা। দাদা কেন তাঁরে বাড়ীর ভেতর আনুন না, তিনি যখন জল খাবেন, তখন তুমি আপ্‌নিই সব জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বে!

নির্ম্মল। হ্যাঁ মা, তাই করি—তোমরা জলখাবার সাজাও—আমি তাঁরে আনিগে—

ভব। তুই মুখ হাত ধো—চাকরেরা কোথায় গেল—

নির্ম্মল। সে সব বাইরেই হবে—

[প্রস্থান।

ভব। নির্ম্মলা! যা মা, দু পাত্রে ভাল ক'রে সাজাগে যা—আমার হাত পা আ'স্‌ছে না, গা কাঁ'প্‌ছে—

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

(স্বগত) যা ভা'ব্ছি, দীন দয়াময়ী যদি তা ঘটান, তবে কি না হয়! (ঊর্দ্ধ-মুখে করযোড়ে) এমা সর্ব্বমঙ্গলে! এমন দিন কি দেবে মা? মাগো তুমি করুণাময়ী, তোমার করুণায় সব হয়—তুমি খুল্লনার কোলে শ্রীমন্তকে এনে দিছ্লে মা, আমার হারা-নিধি ললিত ধনকে কি দিবি নে মা? খুল্লনা পুণ্যবতী—ব্রত-দাসী—এক দিনেই পতি পুত্র পায়; আমি পাপিয়সী, ভজন-পূজন-হীনা, তত আশা করি না—তবে যদি দুঃখিনী অনেক স'য়েছে ব'লেই দয়া করিস্ মা!

গীত।

পঞ্চম। একতালা।

দয়া কর্ মা দয়াময়ি! দুখিনীর আর কেউ নাই!
শূন্য হৃদয় পূর্ণ কর্ মা, যেন বুকের ধন আ'জ্ বুকে পাই!
নিতান্ত পাপিনী　　তাই মা তাপিনী,
তাপে তাপে দিন কাটাই!
এত ঘোর সন্তাপে,　　তবু কি সে পাপে,
নিস্তারিণি নিস্তার নাই?
(তবে) পাপ্‌হরা তাপ্‌হরা তারা, তোমায় কেন কয় সবাই?

[জলযোগের আয়োজন লইয়া নির্ম্মলা ও পশীর প্রবেশ]

নির্ম্মলা। পাশাপাশি রাখ্ পশি—আসন দুখানা আন্—

ভব। না, না, আসনে কাজ কি—নির্ম্মলের সঙ্গে তার যেরূপ ভাল-বাসা, তাতে কুটুম্বের মতন সাজিয়ে দিলে নির্ম্মল বরং বেজার হবে—ঐ গা'ল্‌চের উপর রেখে তোরা একটু স'রে যা—

[নির্ম্মলা ও পশীর প্রস্থান।

(স্বগত) তারা গা'ল্‌চের উপর ব'সে একত্রে খাবে, দেখে প্রাণ জুড়োবে—আমার কানাই বলাইয়ের হাতে ননী দেব, অভাগিনীর এমন দিন কি হবে—মাগো অভয়ে! অভয় দে মা—এই ললিতই যেন আমার ললিত হয় মা! এত কালের পর সহসা আ'জ্ বড় আশা দিয়েছ মা, এ আশায়

নিরাশ ক'র্লে স্ত্রীহত্যার পাপে ডুব্‌বে মা—নিরাশ ক'রো না মা—নিরাশ ক'রো না! ঐ তারা আ'স্‌ছে—হৃদয়! ক্ষান্ত হ—ফেটে যা'স্‌নে!

[নির্ম্মল ও ললিতের প্রবেশ]

নির্ম্মল। মা! এই আমার ললিত দাদা—

ললিত। মা! প্রণাম করি—

ভব। ব'সো বাবা ব'সো, চিরজীবী হও—তুমি নির্ম্মলচাঁদের বন্ধু, তোমার কাছে আর আমার লজ্জা শরম কি?

ললিত। না মা, নির্ম্মলচাঁদ সুধু আমার বন্ধু নয়, সহোদর! আপনিও সুধু বন্ধু-মা নন, আমার আপনার মা হ'ন, এই প্রার্থনা!

নির্ম্মল। (সহাস্তে) এস দাদা ক্ষুধা পেয়েছে, এখন খাই—খেতে খেতে কথা কই—

ললিত। (জলযোগ করিতে করিতে) মা! আমি নির্ম্মলের মুখে শুন্‌লেম, আপনি—

নির্ম্মল। ও কি দাদা, এই ব'ল্লে "মা"—তবে আবার "আপনি" বল কেন? মাকে কি "আপ্‌নি" ব'লে কথা কইতে হয়?

ভব। হ্যাঁ বাবা, তুমি আমার পাতা'নে মা ভেবো না—

ললিত। না মা, দোষ হ'য়েছে, আর তা ব'ল্‌বো না! ওমা, আমি জ্ঞান হ'য়ে অবধি মা দেখিনি, মা পাইনি, আ'জ্‌ দেখ্‌লেম—আ'জ্‌ পেলেম! মা, নির্ম্মলের মুখে শুন্‌লেম, তুমি আমার ক্ষুদ্র জীবনের কথা শুন্তে চেয়েছ—

ভব। হ্যাঁ বাবা, নির্ম্মলের মুখে তোমার কথা যা একটু শুন্‌লেম, তাতে আমার নিবন্ত আগুন জ্বলন্ত হ'য়ে উঠেছে—বাবা! তুমি কে? বিশেষ ক'রে বল শুনি, তুমি কে? তোমার অভাগিনী মা কে ছিলেন? এমন অমূল্য ধনে কেনই বা বঞ্চিত হ'লেন?

ললিত। ওমা, একটু যা জানি, সব ব'ল্‌ছি—ওমা, আমি অভাগা তিন বৎসর বয়সেই মা হারাই—বাপ হারাই—এক দিনেই—এক ক্ষণেই হারাই!

ভব। (উৎফুল্ল নয়নে কম্পিত স্বরে) কেন বাবা, কিসে হারালে—কিছুই কি মনে পড়ে না?

ললিত। হ্যাঁ মা, কতক মনে পড়ে—আমরা পুস্তকে পড়িছি, কোনো ভয়ানক ঘটনা খুব শৈশবেও যদি ঘটে, তবু মনে থাকে, তাই আমারও স্বপ্নের কথার মতন এই টুকু স্মরণ হয় যে, যেন বড় ঝড়; বড় বিপদ; মা আমায় কোলে নিয়ে দাঁড়াতে যা'চ্ছেন, পা'চ্ছেন না, ট'লে ট'লে প'ড়্ছেন, আমাকে বুকে চেপে ধ'রে কাঁ'দ্ছেন আর আমার মুখে ঘন ঘন চুমো খা'চ্ছেন, আর দুর্গা দুর্গা ব'লে ডা'ক্ছেন! তাঁর কান্নায় আমিও কাঁ'দ্ছি; এমন সময়, বাবা যেন তাঁরে ধ'রে ঘরের বাইরে আ'ন্লেন—উঃ কি বোঁ বোঁ শব্দ! কি বিদ্যুৎ বজ্রঘাত! কি জলের ডাক! এক একটা ঢেউ এসে আমাদের যেন গিলে ফেল্ছে!

ভব। হায় সব যে মিল্ছেরে সব যে মিল্ছে—তার পর? তার পর?

ললিত। তার পর মার কোলে থেকে বাবা যেন আমায় কেড়ে নিয়ে এক খানা তক্তায় বাঁ'ধ্লেন, আর এক খুড়োয় মাকেও বাঁ'ধ্লেন—

ভব। (দ্রুত আসিয়া ললিতের বাম কর্ণ দেখিয়া) এই যে কানের পীঠে রাঙ্গা জড়ুর! (গলা জড়াইয়া চিৎকার স্বরে) বাপ আমার—হারাধন ললিত আমার! (ললিতের বক্ষে অচেতন)।

নির্ম্মল। নির্ম্মলা শীঘ্র আয়, মা যায়—

ললি। জল, জল, জল আনো—

[জল লইয়া নির্ম্মলা ও পশীর প্রবেশ]

নির্ম্মলা। (ভবর মুখে মুখ দিয়া সরোদনে) ওমা, মা! তুমি এমন হ'য়ে প'ড়্লে কেন মা? ও দাদা, মার একি হ'লো গো?

ভব। (ক্রমে উঠিয়া) বাবা! বাবা আমার! (ললিতের চিবুক ধরিয়া) দেখি, দেখি একবার, সেই বিধু মুখখানি আবার দেখি একবার! এই যে—এই যে সেই চাঁদমুখই বটে যে! (কপালে চুম্বন) এই যে তাঁর চ'ক দুটী যেন কে তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে—(নির্ম্মলের চিবুক ধরিয়া) এই যে দু ভা'য়েরি চ'ক্ মুখ যেন এক—এই যে আমার কানাই বলাই—না, তা না, কানাই বলা'য়ের রূপ ভিন্ন, এ দুটী চাঁদ মুখেরি ভাবে যে কিছুই প্রায় ভিন্ন নেই! ওরে আ'জ্ আমার কি দিন—দীন দয়াময়ী এমন দিন দেবেন তা

কি জা'ন্তেম! এ আনন্দের কাছে আ'জ্ আর আমার কিসের ভয়—কিসের ভাব্না—প্রাণের এমন নির্ম্মল ধনকে কেন আর পরের ধন ব'ল্বো—যায় যাবে মান যাবে, যায় যাবে প্রাণ যাবে—এতে যা হয় হবে—

নির্ম্মল। মা! মা! কি আহ্লাদ! তবে তুমিই কি আমার মা?

নির্ম্মলা। (সরোদনে) মা! মা! তবে তুই কি আমার মা ন'স্ মা?

ভব। ও মা, আমি কি ক'চ্ছি—কি ব'ল্ছি—আমার কি জ্ঞান গিয়েছে? ওমা নির্ম্মলা, তুই এ অভাগিনীর মেয়ে না হ'লে কি এত বয়েস হ'লো, তবু তোর বে হয় না? গিন্নী দিদী বে দিতে চান, কর্ত্তা দেন না! যা'ক্, যা'ক্, এ সব কি ব'ক্ছি—আহ্লাদে আমার জ্ঞান বুদ্ধি কি সব হ'রে গিয়েছে? (ললিতের প্রতি) ও বাবা! বাপধন আমার! বল, বল, তার পর কি হ'লো? অনাথের নাথ দয়াল হরি কি রূপে তোমায় বাঁচা'লেন? এত দিন কোথায় ছিলে—কে মানুষ ক'র্লে? এ অভাগ্যবতী দেবকী মাকে ছেড়ে কোন্ ভাগ্যবতী যশোদাকে মা ব'ল্তে?

ললি। মা! শুনিছি, একটা বড় ডালের সঙ্গে ভা'স্তে ভা'স্তে আমি গঙ্গার এক ট্যাঁকে গিয়ে ঠেকি—বোধ হয়, ঝড়ে সেই ডাল ভেঙে নদীতে পড়ে; সেই ডালে নাকি একটা বড় গোচের পাখীর বাসা ছিল; হয় তো সেই ডালের ধাক্কাতেই আমার বাঁধন খুলে গিয়ে আমি তক্তা থেকে স'রে পড়ি; প'ড়েই হয়তো পাখীর বাসায় আর পল্লব পাতায় আ'ট্কে যাই! কি আমি হয় তো প্রাণের ভয়ে আপনিই সেই ডাল ধরি!

ভব। (ঊর্দ্ধমুখে) মা গো! তুমিই রক্ষে ক'রেছ—তুমিই পাখীর বাসা দিয়েছ—তুমিই ডাল ধ'র্ত্তে শিখিয়েছ—দেখো মা, চরণে রেখো, ললিত তোমারি! তার পর বাবা তার পর?

ললি। ও মা, যে ট্যাঁকে ডাল গিয়ে ঠেক্লো, সেখানে কজন ভদ্র লোক, মড়া পোড়াচ্ছিলেন! বড় হ'য়ে তাঁদেরি মুখে শুনিছি, আমার কান্না শুনে তাঁরা গিয়ে আমায় তোলেন—ভগবান তাঁদেরি উপলক্ষ ক'রে আমায় বাঁচান!

নির্ম্মল। কারা তাঁরা? তাঁদের বাড়ী কি সেখানে?

ললি। না ভাই, তাঁদের বাড়ী অনেক দূরে—বনগাঁর কাছে নিশ্চিন্তপুর

ব'লে এক খানি ছোট ভদ্র গ্রামে—তাঁরা শবদাহের জন্য গঙ্গায় আসেন। প্রত্যূষে আমায় নিয়ে তাঁরা দেশে ফিরে যান।

ভব। তাঁরা কি জা'ত্ বাবা ?

ললিত। তাঁরা কায়স্থ—তাঁদের মধ্যে রামকিঙ্কর দে, রাজ-খেতাব বখ্‌সী, তিনি বড় দয়ালু আর নিঃসন্তান। তিনি আর তাঁর স্ত্রীই আমাকে মানুষ করেন—তাঁকেই বাবা বলি, তাঁর স্ত্রীকেই মা বলি—তাঁরা বাস্তবই বাপ মার কাজ ক'রেছেন—

ভব। হায় হায়, একবার তঁদের চরণ ধূলো নিতে পা'ল্লে'ও মনের ক্ষোভ যায়—দুঃখিনীর তো ধন দৌলত কিছুই নেই, থা'ক্তো যদি, সর্ব্বস্ব দিলেও তাঁদের ঋণের শোধ হ'তো না!

ললি। সত্য মা, তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য! তাঁদের বিষয় আশয় অতি সামান্য—বিশ পঁচিশ বিঘে জমীর খাজনা, বাগানের ফল আর পুকুরের মাছ, এ বৈ আর কিছুই না—সংসারে চা'র্ পাঁচ জন খেতে, তবু আমার জন্য না ক'রেছেন কি ?

নির্ম্মল। অমন পাড়াগাঁয় তোমার লেখা পড়া হ'লো কেমন ক'রে ?

ললি। প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে, শেষে দু ক্রোশ দূরে ঐ বনগাঁর এডেড্ স্কুলে—

ভব। অত দূর রোজ যেতে, বাবা, রোজ আ'স্তে ?

ললি। হ্যাঁ মা, তাই ক'র্ত্তেম—বড় বাদলা বৃষ্টি হ'লে বনগাঁর এক উকীল বাবুর বাসায় থা'ক্তেম—তিনিই দয়া ক'রে স্কুলের মাইনে আর কাগজ কলম বই কাপড় দিতেন—তিনি আমায় বড় ভালবাসেন—

ভব। বাবা! এমন গুণের নিধি সোনার চাঁদকে ভালবা'স্‌বেনা কে ?

নির্ম্মল। আচ্ছা দাদা ক'ল্‌কাতার এত খরচ চলে কিসে ?

ললি। ছাত্রবৃত্তি পেয়ে ক'ল্‌কাতায় আসি, আর সেই উকীল বাবুর অনুরোধে সে দেশের কোনো কায়স্থ বাবুর ঠনঠনের বাসায় থা'ক্তে পাই। তার পর ভাই এণ্ট্রান্স পাশের পর থেকে স্কলার্সিপ পেয়ে আ'স্‌ছি, তাতেই চলে—আর কারো বাড়ীতে ছেলে পড়ানো জুট্‌লে, তাও ক'রে থাকি—

ভব। আহা! বাছা রে—এই ননীর শরীরে কত কষ্টই ভোগ ক'চ্ছো! এমন কচি ছেলেকে নির্দ্দয় লোক আবার রাঁধিয়ে নেয়!

নির্ম্মল। আপনার এত পড়ার উপর আবার ছেলে পড়া'ন্—উঃ! কি কষ্ট! আচ্ছা দাদা, এক জায়গায় যখন থা'ক্তে আর খেতে পা'চ্ছো, স্কলার্সিপও পা'চ্ছো, তবে আর এত কষ্ট স'য়ে ছেলে পড়াও কেন?

ললি। সাধে কি ভাই কষ্ট সই, যাঁরে বাবা বলি, তাঁর এখন বড়ই দুরবস্থা! তিনি নেহাত ভাল মানুষ, ভাল মা'নুষের ভালাই নেই—এ সংসারে ভাই এমন দুরাত্মা অনেক আছে, যারা ভাল লোকের বাঘ—সেই গ্রামের এক দুষ্ট গমস্তা তাঁর মহত্রাণ জমী গুলি কলে ছলে কেড়ে নিয়েছে, সেই অবধি কষ্টের সীমা নাই; তাই তাঁরে কিছু কিছু পাঠাতে হয়—আমি থা'ক্তে তাঁরা অন্নাভাবে মারা যাবেন, এও কি হয় ভাই!

ভব। বাবা ললিত, কেমন ক'রে তাঁদের একবার দেখ্‌তে পাব?

ললি। পাবে মা পাবে—তার উপায় হবে! আহা, আ'জ্‌কের এই সুসংবাদে তাঁরা কতই সুখী হবেন—আমি আ'জ্‌ই পত্র লিখ্‌বো! এখন বল মা, সেই তক্তায় ভেসে তুমি কোথায় গেলে—কিরূপে বাঁ'চ্‌লে? এত কাল কিরূপে কাটা'লে?

ভব। সব ব'ল্‌বো বাবা, তোমার চাঁদ মুখ খানি দু দণ্ড দেখি, স্থির হই, রাত্রে যখন দু ভাইতে খেয়ে দেয়ে শোবে, তখন সব কথা ব'ল্‌বো—এখন সেই নির্দ্দয় বাসা'ড়েদের ব'লে পাঠাও যে, আর তুমি সেখানে যাবেনা—

ললি। না, মা, তাঁদের নির্দ্দয় ব'লো না—তাঁরা নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে আমার চির কৃতজ্ঞতার পাত্র হ'য়েছেন—আ'জ্ না হয় কা'ল্ আমি নিজে গিয়ে তাঁদের বিনয় ক'রে দুটো ব'লে ক'য়ে আ'স্‌বো, পত্র লেখার কাজ নয়—তাচ্ছিল্য ভাব ভা'ব্‌তে পারেন!

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। মাষ্টার বাবু এসেছেন—আপনাকে ডা'ক্‌ছেন!

নির্ম্মল। দাদা, আমার মাষ্টার মশাই এসেছেন, চলুন, ক্ষণ আলাপেই বুঝ্‌বেন তিনি কি সুজন—তিনি একটী কলেজের প্রোফেসর—

[ললিতের সহিত প্রস্থান।

ভব। মাষ্টারকে এখানে আ'ন্‌লেই হ'তো,—পশি! তাকে এখানে এনে জল না খাইয়ে যেন যেতে দেয় না, ব'লে রাখিস্।

[খিড়কীর দ্বার দিয়া ভৈরবীর প্রবেশ]

ভৈর। পেয়েছিস? একটী হারা তারা পেয়েছিস? বেস হ'য়েছে—বেটী সুদিন দিয়েছে—আগেই তো তোর লক্ষণ দেখে হাঁসপুরে তোরে ব'লেছিলেম বেটী দেবে! আমি সব শুনিছি, খিড়কী দোরের আড়াল থেকে সব শুনিছি—সব দেখিছি—দেখে শুনে আহ্লাদে কেঁদেছি! আবার ব'ল্‌ছি, আবার বেটী এম্নি ক'রেই তোর পতি ধন মিলিয়ে দিয়ে বুক জুড়োবে! কিন্তু বেটী আমার সেটীকে দিচ্ছেনা কেন? আমি তো অনেক ঘুর্চ্ছি—ঘুরে ঘুরে ভব ঘুরে হ'য়ে প'ড়িছি—

গীত।

যোগীয়া ভাঁয়রো। একতালা।

(মিছে) ভব-ঘোরে ঘুরে ঘুরে ভবঘুরে হ'য়েছি।
ও যার, তত্ত্ব ক'রে, বেড়াই ঘুরে, খেই আমি তার হারিয়েছি!
তোমরা কি কেউ ব'ল্‌তে পারো, কোথা গে পাই তত্ত্ব তারো,
পেলেম পেলেম কত বারো, ক'রে শেষে ঠ'কেছি! ১।
(যদি বল) ধরণ ধারণ, চলন চালন, রকম সকম, কেমন তার?
সে সব কিছু কৈতে নারি, জেনেও হায় জানিনে সার!
(কেবল) একটী গুণ তার চমৎকার, জানা আছে বেস আমার,
যে ডাকে সে হয়গো তার, সার বুঝে তা রেখেছি! ২।

হ্যাঁ গা মা, তুমি তো সতী লক্ষ্মী, বল দেখি আমায় বেটী সেটী দেবে কি না?

ভব। অবশ্যই দেবেন—তুমি যেরূপ ভক্ত, তোমায় মা কখনই নিরাশ ক'র্ব্বেন না! ভক্তকে আগে কষ্ট দিয়ে শেষ সুখী করেন!

ভৈর। ক'র্ব্বে কি না ক'র্ব্বে তা কে জানে—বেটীর যে অপার মায়া!—

গীত।

ভৈরবী। একতালা।

ওগো! তার মায়া কে বুঝ্‌তে পারে, (সে যে) মায়াময়ী মা!
(বেটী) কেন বা দেয়, কেন বা নেয়, বুঝ্‌বে কেটা তা?

কেন যে এই ভবে পাঠায়, পাঠিয়ে কেন হাসায় কাঁদায়,
মায়ার ছলায় কেন যে ভোলায়, কারুকে ভোগায় না!
(আবার) ঘোর যাতনায় কারুকে জ্বালায়, কারুকে জ্বালায় না!
অন্য কে আর, পঞ্চ মুখ যাঁর, তিনিও জানেন না!

ভব। আ'জ্ ভৈরবী ঠা'কুরুণ, দয়া ক'রে এসেছ তো কিছু খাও—

ভৈর। পাও আগে সব ফিরে, তবে খাব পেট পূরে—আ'জ্ না মা, আ'স্‌বো আবার—আ'স্‌বো আবার—

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। কে মা এ ভৈরবী?

ভব। উনি হাঁসপুরে ক দিন আমার কাছে গিছ্‌লেন—ওঁর অনেক কাহিনী—ব'ল্‌বো তখন সময় ক্রমে—চল এখন তোমার দাদাদের খাবার আয়োজন করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কান্ত বাবুর শয়ন-কক্ষ।

[কল্যাণী ও নিস্তারিণী উপস্থিত]

কল্যা। কি হবে নিস্তার, তবে কি হবে—আমার নির্ম্মলার বিয়ের উপায় কি হবে? উনি তো কিছুতেই টাকা দিতে চান না—বলেন, "দেনায় আমার নখ থেকে চুল পর্য্যন্ত বাঁধা, আমি কি এখন পরের দায় ঘাড়ে নিতে পারি?" নির্ম্মলা যে পর নয়, তাকি উনি জানেন? তায় আবার যারে উনি নির্ম্মলার মা ব'লে জানেন, সে তো ওঁর দুচক্ষের বালি—

নিস্তা। কেন, এত দেনা কিসে হয় ?

কল্যা। শুন্তে পাই, রেধোর দৌরাত্ম্যে বড় বড় তালুকের বড় বড় প্রজারা সব এক অক্য হ'য়ে ক বছর ধ'রে তুল তামাল মকদ্দমা চালা'চ্চে, তাতে একেবারে এঁদের হিম সিম খাইয়ে দিচ্ছে !

নিস্তা। কিন্তু শুন্তে পাই, রেধো নিজে নাকি বড়মানুষ হ'য়ে উঠেছে— দেশে তালুক মুলুক খুব ক'রেছে !

কল্যা। তা নয় তো এত টাকা কোথায় উড়ে যায় ! তা ছাড়া আর এক শত্তুর জুটেছে—ঐ যে খোসামুদে বীরু মাষ্টার দেখছো, ও সামান্য নয়—রায় বাহাদুর না রাজা বাহাদুর ক'বে দেবে ব'লে ক-বছরে নানা রকমে লাক লাক টাকা উড়িয়ে দিলে—

নিস্তা। তুমি এ সব বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পার না ?

কল্যা। হায় হায়, আমার কথা কোন্ শাকে লাগে—আমাকে বোকা মেয়ে মানুষ ব'লেই উড়িয়ে দেন ! আর জাননা, যার যাতে যখন নেশা—

নিস্তা। আমি যাই—ঐ বুঝি কর্ত্তা ঘরে আ'স্‌ছেন—

[প্রস্থান।

কল্যা। (স্বগত) আ'জ্ তবে নেশার ঝোক কম তাই সকাল সকাল—

[অল্প টলিতে টলিতে কান্ত বাবুর প্রবেশ]

কান্ত। (কোচে হেলিয়া পড়িয়া) একটী গান গাও—

কল্যা। ও কি কথার শ্রী—আমি বুড়ো মাগী—আমি কি গান জানি ?

কান্ত। অবিশ্যি জানো—অবিশ্যি জা'ন্তে হবে—বীরু মাষ্টারের ঘরে গিছ্‌লেম—তার মা'গ্ কেমন গাইলে ! গান কে না জানে ? গাও—গাও —(উচ্চস্বরে) গাও ব'ল্‌ছি—গাও—

কল্যা। চুপ কর, চলাও কেন—রও, কে আ'স্‌ছে দেখি—(নেপথ্যাভিমুখে গমন ও ক্ষণপরে প্রত্যাগমন) ঝি ব'ল্‌ছে তোমার রাধু এয়েছে, তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে চা'চ্ছে—বলে বড় দরকার, দেখা না ক'ল্লেই নয়—

কান্ত। মর্ বেটা এখানেও জ্বালা'তে এসেছে—আচ্ছা, আ'স্‌তে বলুক—তুমি অন্য ঘরে যাও—

[কল্যাণীর প্রস্থান।

অবশ্যই কোনো বিশেষ দরকার, নৈলে এ বেলা পর্য্যন্ত হলা ক'র্ত্তো না—

[রাধু সরকারের প্রবেশ]

রাধু। ঠিক ভেবেছেন—ভয়ানক দরকার—(একখানি পত্র প্রদান) এই প'ড়ে দেখুন বল্লভ কি লিকেছে!

কান্ত। বল্লভ? ক'ল্‌কাতার বল্লভ? সেখানে আবার কি ভয়ানক? সেখানেতো গাঁতিদার নেই, ধর্ম্মঘটও নেই—যা আছে খানকতক বাড়ী আর রেয়েতি জমী—তাদের ভাড়া আদায় বৈ তো না, তা আর ভয়ানকটা কি?

রাধু। ভাড়া নিয়ে নয়, আদদ স্বত্ব নিয়েই গোল—ললিত ব'লে এক উত্তরাধিকারী জুটেছে—সেই তক্তায় বাঁধা ছেলে, যারে ভেবেছিলেম জলে ডুবে গেছে—সুধু সে নয়, তার মাও বেঁচে আছে—সেও প্রকাশ পেয়েছে—সে আবার অন্য নয়, আপনারি নির্ম্মলের ধাই মা ভব—যে সাপিনীকে এত কাল দুধ কলা দে পুষ্‌ছেন—

কান্ত। বল কি?

রাধু। এই প'ড়েই দেখুন না—(শ্যামাদান আনয়ন ও কান্ত কর্ত্তৃক পত্র পাঠ) দেখ্‌লেন! ওর মাঝের একটা কথায় বিশেষ মন দেবেন— বল্লভ লিক্‌ছে, ভব যখন ললিতকে ছেলে ব'লে পেলে, তখন আহ্লাদে আট খানা হ'য়ে এমন ভাবের কথাও ব'লে ফেলেছিল যে, "এখন আর ভয় কি, এখন আর নির্ম্মলকেও পরের ছেলে কেন ব'ল্‌বো—যায় যাবে মান, যায় যাবে প্রাণ, তবু তারে আর পরের ছেলে ব'ল্‌তে দেবনা!"

কান্ত। সে কি বুঝ্‌তে পা'র্ল্লেম না—

রাধু। মনে ক'রে দেখুন দেখি, কত বার আপনাকে ব'লেছি নির্ম্মলের মুখখানি যেন ঠিক ভূষণ বাবুর মতন—অনেকেই তা লক্ষ্য ক'রেছে—আপনিও স্বীকার ক'র্ত্তেন!

কান্ত। অমন চেহারার মিল অনেক হ'য়ে থাকে!

রাধু। আপনি তাই ব'লে বরাবর হাল্‌কা করেন বটে, কিন্তু ঐ মিলের সঙ্গে ভবর ঐ কথাটা মিলিয়ে দেখুন দেখি, এখন আর কেমন হাল্‌কা ক'রে উড়িয়ে দিতে পারেন?

কান্ত। ভবতো নির্ম্মলকে আপনার ছেলের মতনই দেখে থাকে; তাই হয়

তো মনের বেগে কি ব'লতে কি ব'লে ফেলেছে! সে যা হ'ক্ গে, এখন এই ললিতের উপায় কি? কংশ যেমন চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় দেখেছিল, আমিও যে এখন সকল দিগেই তেম্নি ললিতময় দেখ্ছি, তার উপায় কি বল?

রাধু। উপায় হয়, কিন্তু ভয় ক'র্লে জয় নয়, একটু সাহস খাটানো চাই!

কান্ত। কিন্তু বাড়াবাড়ি দুঃসাহস না—একেবারে খুন ক্ষুন না! তোরে সত্যি ব'লছি রাধু, সেই নৌকো ডুবি শুনে অবধি আমি প্রায়ই ভয়ানক স্বপ্ন দেখি—প্রায়ই আমার সুনিদ্রা হয় না—ঠিক যেন আমি জলে ভাসি, ভূষণ যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধ'রে আমার মাথায় দাণ্ডা মারে, ভব আর একটা ছেলে যেন তাই দেখে খিল্ খিল্ ক'রে হাসে! এ কথা লজ্জায় তোরে এত দিন বলি নি, আর এই জন্যেই আমি ভবর প্রতি বরাবর নারাজ!

রাধু। আপনি স্বপনকে ডরান—আপনার মনের জোর তবে খুব কম! যা হ'ক্, এবারে সে রকমের মতলব নয়, এবার এমন কল খাটানো চাই, যাতে ল'লতে ছোড়ার হয় ফাঁসি, নয় জন্মের মতন দ্বীপান্তর বাস ঘটে!

কান্ত। কেমন ক'রে তা হবে?

রাধু। যেমন ক'রে মধু মিদ্দের সাত বছর দেওয়া গেল!

কান্ত। সে আপনাদের এক্তারের মধ্যে—তাও ফেঁসে যায় যায় হ'য়েছিল—ভাগ্যিস তোর শালা শেব অমন পাকা গাওয়া হ'লো, তাই নিস্তার!

রাধু। এবারেও সেই শালা আছে—আর টাকা ছড়ালে আরো কত শালা জুটবে, সে জন্য ভা'ব্বেন না! তবে এক্তারের কথা যা ব'লছেন, তা একটু ভাব্বার কথা বটে, কেননা ছোঁড়া থাকে ক'ল্কাতায়—এ জেলায় না—কিন্তু তোমার রাধু কি তেম্নি ছেলে, তার জোগাড় সব জায়গায় আছে! কল্'কাতায় না হ'ক্, আলিপুরের পুলিষ তো আমার হাতের ভেতর; তা ছাড়া আমার স্যাঙাৎ সেখানকার মোক্তার—সে এম্নি সব কাজ ক'রে পেকে ঝিকুর হ'য়েছে!

কান্ত। তার বাড়ী বুঝি বর্দ্ধমানে? তার নাম কি?

রাধু। আমার নামে তার নাম—আমি সরকার কায়েত, সে ভটচাজ্ বামুন—খুব কচি বেলা থেকেই দুজনে এক প্রাণ এক জান—দুই স্যাঙাতেই গুরুমশাই হ'য়ে আসি, দুজনেই বুদ্ধির জোরে ছেলে ছেড়ে ছেলের বাবাদের

গুরুমশাই হ'য়ে বসি! ফৌজদারি মকদ্দামায় স্যাঙাৎ অঘটন ঘটাতে পারে—এমন সব জোগাড় জন্তর তার আছে, আর এমন সব বহুরূপী সাক্ষী তার হাতে যে, নিমেষের তালিমে তারা সব প্রমাণ ক'রে দিতে পারে! পুলিষ তো তার কেনা বেচার মধ্যে! কিন্তু তা হ'লে আমার আপনাকে সেখানে যেতে হয়, এখানে চ'ল্‌বে কিসে তাই ভা'ব্‌ছি—

কান্ত। এখানে যা হয় হবে, আমি আছি, তোর শালাও তো থা'ক্‌বে—

রাধু। না, শালাকে নে যেতে হবে—সে গিয়ে ক'লকাতার বাড়ীতে থা'ক্‌বে, সব সন্ধান রা'খ্‌বে, সারেজমিনে সাক্ষীদের নিয়ে গিয়ে সব দেখাবে শোনাবে চেনাবে, তবে তো কাজ হবে!

কান্ত। এতে দেখ্‌ছি বিস্তর ব্যয়ও হবে, টাকা যে ছাই কোত্থেকে আসে, তাই ভা'ব্‌ছি—দেনা তো আর জোটে না, গলায় গলায় হ'য়েছে—

রাধু। আমার কথা শুনুন—আগেকার সে সব ডাইনের মায়া ছাড়ুন; শীগ্গির মালিক হ'য়ে পড়ুন; দু এক খানা যেমন তেমন ভূসম্পত্তি বেচে ফেলে ঋণদায়ে খোলসা হ'য়ে বসুন; কর্ত্তা থা'ক্তে তো আপনার সইতে কেউ কিন্‌বে না, অতেব যে অষুধের কথা বরাবর ব'ল্‌ছি, তা খাওয়াতে মত দে ফেলুন—সে তো খুন না, বুড়ো মানুষ ক্রমে অবসন্ন হ'য়ে দুএক মাসেই গঙ্গা পাবেন, এতো স্বাভাবিক—বুড়োদের তো এইরূপই হ'য়ে থাকে—সুতরাং কেউ বুঝ্‌তেও পা'র্ব্বে না, মন্দ ভাব মোটেই উঠ্‌বে না!

কান্ত। উঃ! কি যন্ত্রণা! ভা'ব্‌তেম, বয়েস ঢের হয়েছে—আর ক দিনই বা টেঁক্‌বেন—

রাধু। টেঁক্‌বেন এখনও ঢের—যে গতিক দেখ্‌ছি, আমরা ঠেলে ঠুলে পাঠিয়ে না দিলে উনি যে এখন শীগ্গির যান, এমন তো বুঝিনে! যা'ক্ ও তো ঠিক হ'য়ে গেল—শ্যামলধনকে গুঁড়ো দিয়ে ইসারা ক'র্ল্লেই হবে! এখন তবে গিন্নীকে ব'লে ক'য়ে দুচারখানা গয়না নে সকালে বাইরে যাবেন—টাকার আর উপায় নেই—কা'ল্‌ই আমাকে যেতে হবে! আর রা'ত্ ক'র্ব্বোনা, আপনি শয়ন করুন!

[প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীরস্থ উদ্যান।

[মাষ্টার বাবু উপস্থিত]

মাষ্টার। (স্বগত) কৈ, নির্ম্মল ললিত এখনো এলো না—পথে হয় তো কোথাও—না, তারা তেমন নয়, তাদের যে কথা সেই কাজ—বাড়ীর কারো অসুখ না হ'য়ে থাকে তো বাঁচি! অথবা, হয় তো আমিই অনেক আগে এসে প'ড়েছি—আমার তো আর মাথার ঠিক নাই—এক নির্ম্মলাই ষোল কলায় আমার মস্তক, হৃদয়, সব অধিকার ক'রে ব'সেছে! হা নির্ম্মলে! তুমি যে কি আরাধ্য নিধি—তোমার তরে এ অভাগার চির সন্তপ্ত প্রাণ যে কি করে, তার যদি অণুমাত্রও দেখাতে পা'র্ত্তেম, তবে বুঝি এ নির্ব্বান্ধবকে এমন ক'রে আর নিরাশা মরুতে দগ্ধ হ'তে হ'তো না—তবে তুমি অবশ্যই তোমার সুস্নিগ্ধ প্রেমধারা দিয়ে—অন্ততঃ দয়া বিটপীর ছায়া দিয়ে শীতল ক'র্ত্তে! সে ছায়া দানে হয় তো তুমি প্রস্তুত! কেননা, ইদানি যখনি যখনি সাক্ষাত হয়, তখনি যেন জাগ্রত স্বপ্নের ন্যায় প্রণয় রেখা তোমার শ্রীমুখে দেখ্‌তে পাই! কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় আমিই অপ্রস্তুত! হা বিধাতঃ! এ অধমকে এম্নি ঘৃণ্য জীবন দান ক'রেছ যে, সে জীবন কোন্ জাতি হ'তে —কোন্ বংশে উৎপন্ন, এত সন্ধানে তার কিছুই জা'ন্তে পা'ল্লেম না—যিনি মানুষ ক'রেছিলেন, তিনিও জা'ন্তেন না; সুতরাং পরিচয় দিয়ে পরিণয়ের প্রস্তাব তুল্‌তেও সাহস পাই না! ব্রহ্মচারী মশাই সাহস দিচ্ছেন বটে, কিন্তু সে সাহসের মূল যে কি, কিছুই লক্ষ্য হয় না; তবে তিনি জ্ঞানী, অহেতু কোনো আশা-সেতুই বাঁধেন না, এই মাত্র ভরসা! তিনি এম্নি সূক্ষ্মদর্শী যে, অল্প লক্ষণেই আমার প্রণয়-ব্যাধির স্বরূপ অবস্থা বুঝ্‌তে পেরে কৌশলে আমারি মুখ থেকে সমস্ত কথা বা'র্ ক'রে নিয়েছেন! আবার এম্নি সদাশয়,

তাতে রাগ প্রকাশ না ক'রে বা নিরস্তের প্রয়াস না পেয়ে, বরং উৎসাহ দান আর উপায় অন্বেষণই ক'চ্চেন! প্রধান উপায় স্বরূপ ললিতকে আর নির্ম্মলকে এনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ব'লেছেন! আহা, কি দয়াময় বন্ধু! সংসার-বিরাগী হ'য়েও এ দুর্ভাগার প্রতি যে প্রকার অপার স্নেহ মমতা দেখাচ্ছেন, বুঝি আপনার পিতা হ'লেও এতটা পা'র্ত্তেন না! ঐ যে ফটকে গাড়ি থা'ম্‌লো—তারাই বটে—হৃদয়! অত চঞ্চল কেন—স্থির হও—আ'জ্ তোমার মহা পরীক্ষার দিন!

[ললিত ও নির্ম্মলের প্রবেশ]

নির্ম্মল। প্রোফেসর মশাই! অপরাধ লবেন না, আমাদের কিছু বিলম্ব হ'য়েছে—নির্ম্মলার অসুখ—

ললিত। (চক্ষু টিপিয়া নিষেধ পূর্ব্বক) এমন চমৎকার স্থানে একটু অপেক্ষা ক'র্ত্তে উনি কখনই বিরক্ত হবেন না—আহা! কি অপূর্ব্ব সংযোগ-স্থলেই অমর বাবু বাগানটী ক'রেছেন—অমরাপুরীর নন্দনবন ব'ল্লেই হয়—গঙ্গার ট্যাঁক এখানে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার, তাতে আরো শোভা—

মাষ্টার। হ্যাঁ অতি সুন্দর বটে! কিন্তু—নির্ম্মল—কার অসুখের কথা না ব'লছিলে? কিরূপ—কার—কবে—কি—

ললি। সে কিছুই নয়, অতি সামান্য—স্ত্রীলোকের পক্ষে সাংসারিক কি শারীরিক শ্রমের প্রথা যে পূর্ব্বে ছিল, তা বড়ই ভাল ছিল, এখন বই পড়া আর পশম বোনা আর বিলাতি রকমে বিলাসী হওয়া, এতে দেহ, মন, দুয়েরি অনিষ্ট! নির্ম্মলা সর্ব্বদাই এই সব করে কিনা, তাই যেন একটু ক্ষীণ হ'য়ে প'ড়েছে—আমরা তাই তারে বুঝাচ্ছিলেম—

মাষ্টার। ক্ষীণ! তবে কি কেন্টিং ফিট? ডাক্তার আনিয়েছিলেন তো?

ললি। না না, ডাক্তার কেন? আমার একটু আদটু যা জানা শোনা আছে, তাতেই যথেষ্ট হ'লো!

নির্ম্মল। কৈ, আপনার ব্রহ্মচারী মশাই কৈ?

মাষ্টার। এখন নির্ম্মলা আছেন কেমন?

ললি। (সহাস্যে) এখন উত্তম আছে—সে জন্য চিন্তা নাই—আপনি সুস্থ মনে নির্ম্মলের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন!

মাষ্টার। (শিহরিয়া) নির্ম্মলার জিজ্ঞাসার উত্তর! কেন! নির্ম্মলা কি কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠিয়েছেন নাকি?

ললি। (সহাস্যে) নির্ম্মলা নয়, নির্ম্মল—নির্ম্মলের প্রশ্ন—

মাষ্টার। নির্ম্মলের প্রশ্ন! নির্ম্মলের কি প্রশ্ন?

নির্ম্মল। (সহাস্যে) কৈ, আপনার ব্রহ্মচারী মশাই কৈ?

মাষ্টার। ঐ যে গঙ্গার উপরেই, বা গঙ্গার গর্ভেই বল, ঐ যে উত্তম একটী ছোট বাড়ী দেখ্‌ছো, উহির এক ঘরে অমর বাবু ওঁরে পরম যত্নে রেখেছেন; এস এই পুষ্করিণীর রাণায় আমরা বসি, তিনি এলেন ব'লে —এই সময়েই তিনি এখানে এসে বসেন, আর কত লোক দেখা ক'র্ত্তে আসেন। কিন্তু আ'জ্ তোমাদের সঙ্গে আলাপ ক'র্ব্বেন ব'লে আর সকলকে আ'স্‌তে মানা ক'রে দিয়েছেন—ঐ যে তিনি আ'স্‌ছেন!

[ব্রহ্মচারীর প্রবেশ]

মাষ্টার। (প্রণামান্তে) এই আমার প্রিয় শিষ্য নির্ম্মলচাঁদ, আর ইনিই তাঁর দাদা ললিত—

(ভ্রাতৃদ্বয়ের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম)

ব্রহ্ম। সুখী হও! ব'সো বাবা ব'সো—আমি পুলিন বাবাজীর মুখে ললিত বাবর আশ্চর্য্য মাতৃ-মিলনের সুসংবাদ শুনে অত্যন্ত সুখী হ'য়েছি!

ললি। আজ্ঞে, করুণাময়ের কৃপায় সে সৌভাগ্য আমার ঘ'টেছে! তাতে যে আনন্দ পেয়েছি, তেমন আনন্দ জন্মে আর পাইনি—কেবল আ'জ্ আবার এই শ্রীচরণ দর্শনে প্রায় তেম্নি সুখানুভবই হ'চ্চে!

ব্রহ্ম। বৎস! ঈশ্বরের মহোচ্চ মঙ্গলাভিপ্রায় মধ্যে প্রবেশ করে কার সাধ্য? কি মহদভিপ্রায়ে তিনি তোমাদের সহিত আমার মিলন ঘটা'লেন, তিনিই জানেন; কিন্তু তোমাদের তিন জনেরি বদন-বিধু দর্শন অবধি হৃদয় আমার, বহুদিনের বিস্মৃত স্নেহ-সুধায় আপ্লুত হ'চ্ছে! বৎস! কি ব'ল্‌বো, আমার জীবনের ইতিহাস বড়ই শোকাবহ—আমি যৌবনেই জীবন-সর্ব্বস্ব হৃদয় রত্ন কয়েকটী হারিয়ে তবে এই পথে এসেছি—বহু বহু প্রয়াসে সেই দগ্ধকর শোকাগ্নিকে নির্ব্বাপিত প্রায় ক'রে তুলেছিলেম, তোমাদের দেখে কেন যে তা পুনরুদ্দীপিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, সর্ব্বজ্ঞ বিভুই তা জানেন!

মাষ্টার। প্রভো! সে দিন ললিতের মাতৃলাভের কতক সংবাদ শুনে আপনি ওঁদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত জা'ন্তে চেয়েছিলেন, তাই ওঁদের কাছে জেনে নিয়ে লিপি বদ্ধ ক'রে এনেছি, বলেন তো পাঠ করি—

ব্রহ্ম। না, না, বৎস, তুমি না—আমি নির্জ্জন-পাঠের ইচ্ছা করি—সামান্য কৌতূহল তৃপ্তি নয়, বিশেষ নিগূঢ় আছে—কৈ দেও, দেও, সে কাগজ দেও! (গ্রহণ ও উৎথান) আমার প্রাণ এখন অতিশয় চঞ্চল—

মাষ্টার। তবে নয় আ'জ্ আমরা বিদায় হই—

ব্রহ্ম। না, না, বিদায় না—বিদায় দিতে প্রাণ চায় না—ব'সো, ব'সো, এইখানেই ব'সো—অপেক্ষা কর, কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর—আমি পাঠ ক'রে ফিরে আ'সছি—এলেম ব'লে—

[প্রস্থান।

মাষ্টার। আশ্চর্য্য—অতি আশ্চর্য্য! এঁর এমন ভাব কোনো দিন কখনই আর দেখিনি!

নির্ম্মল। ঈশ্বর প্রেমিকেরা প্রায়ই একটু বাতিকগ্রস্ত হন, ইনিও তাই!

ললিত। তুই কি বুঝ্‌বি রে ভাই—তোর তো পিতা মাতার অভাব নাই—তোর মনে তাই সে ভাব, হায়, উঠ্‌তেই পারে না! এঁর ভাব দেখে আমার মনে আ'জ্ যে ভাব উঠ্‌ছে, যদি চিরে দেখাবার হ'তো, তবেই কতক বুঝ্‌তে! কিন্তু আমার সম্বন্ধে যেন সে ভাব ভাবা সম্ভব, তোমার সম্বন্ধেও যে এক অসম্ভব লক্ষণ দেখে পাগল হ'চ্ছি—

নির্ম্মল। কি অসম্ভব দাদা? (সহাস্যে) বাতিকের সংক্রমণে তোমারও চ'কে মুখে যে একটু ছিটের লক্ষণ দেখ্‌ছি—

মাষ্টার। সে যা হ'ক্, কি অসম্ভব লক্ষণ দেখ্‌লে বল দেখি?

ললি। কেন, আপনিও কি লক্ষ্য করেন নি যে, আমি একবার ক'রে ব্রহ্মচারী মশা'র মুখ দেখেছি, একবার ক'রে নির্ম্মল ভায়ের মুখ পানে চেয়েছি—বার বার যতই দেখেছি—যতই তুলনা ক'রেছি, ততই উভয়ের মুখে চমৎকার সাদৃশ্য দেখে বিস্ময় মেনেছি—বিশেষতঃ চক্ষে, অধরে আর চিবুকে! বয়েসে এত তফাত, তবু সে সাম্য পরিস্কার!

নির্ম্মল। তা যদি ব'ল্লে দাদা, তবে আমিও তাঁর চেহারায় আর

তোমাদের তুজনেরি চেহারায় অনেক মিল দেখিছি—যদিও ঠিক ক'রে ব'লতে পারিনে কোন্ স্থানটায় মিল,কিন্তু সাধারণো একটা সাম্য যে আছে, তায় আর কোনো সন্দেহই নাই!

ললি। হা! তা হ'লে তো স্বভাবও আমার কল্পনার হ'য়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে! কিন্তু তোমার বেলা কি ভা'ব্‌বো, তা ভেবেই পাইনা! আমাদের তুজনেরি তো পিতা অজ্ঞাত—ইনি হ'লেও হ'তে পারেন, অন্যে হ'লেও হ'তে পারেন, (আহা ইনিই যেন হন্!) কিন্তু তোমার সঙ্গে এঁর দৃশ্য-মিল হওয়া আশ্চর্য্য হ'তেও আশ্চর্য্য!— ঐ যে তিনি আ'স্‌ছেন—হৃদয়! স্থির হও, অত হর্ষ—অত আশা ভাল না, যদি নিরাশ হও—

[ব্রহ্মচারীর প্রবেশ]

ব্রহ্ম। (ঊর্দ্ধমুখে) হে জগজ্জনক! তুমিই ধন্য! এ অধম সন্তানকে আবার সন্তাননিধি দিলে, তুমিই প্রণম্য! (বাহু প্রসারণে দ্রুত চরণে) আয় বাবা আয়—আয় আমার হৃদয়-নিধি ললিত ধন বুকে আয়! (ললিতকে বক্ষে ধারণ) কৈ, দেখি বাবা, তোর কাণের পীঠ দেখি—(দেখিয়া) হা ঈশ্বর! তুমিই সত্য! এই যে সেই চিহ্ন—এই যে সেই জাজ্জল্যমান প্রমাণ! কেঁদো না বাবা, কেঁদো না—না, না, কাঁদো কাঁদো, তুমি চির দিন পিতৃহীন, পরম পিতা আ'জ্ সেই পিতৃহীনকে পিতা দিলেন, এমন দিনে আনন্দের অশ্রু—কৃতজ্ঞতার অশ্রু বর্ষণ ক'র্ব্বে না তো কবে ক'র্ব্বে! অবশ্যই ক'র্ব্বে! আমায় বিধি আ'জ্ হারানিধি দিলেন, আমিও কাঁদি, তুমিও কাঁদো—চল তোমার সেই চির তুঃখিনী জননীর কোলে তোমায় দিয়ে তিন জনে একত্র হ'য়ে মহোল্লাসের ধারা বর্ষণ করিগে চল! হে অনাথ-নাথ দীনবন্ধো! তুটী দিলে আর তুটীকে কি এম্নি ক'রে দিবে না?

(নেপথ্যে)—অবিশ্যি দিবেন—অবিশ্যি দিবেন—আমি সব দেখ্‌ছি—সব জানি—সে তুটীও তোমার সাম্‌নে ঐ!)

ব্রহ্ম। একি দৈব বাণী না কি?

[ভৈরবীর প্রবেশ]

ভৈর। না, দৈব না, অপদৈব—এই পিশাচীই তোমার সেই তুটীর একটীকে অপহরণ ক'রেছিল—এই ডাইনীর মায়াতেই তোমার সর্ব্বনাশ

য়'টেছিল—এই মায়াবিনী রাক্ষসীই তোমার সেই বুকের ধন এই পুলিন রতনকে হরণ ক'রে তার জানকী মাকে আর তোমার কৌশল্যে মাকে খেয়েছে! ঐ যে সেই পুলিন রতন—যে ধনের তল্লাসে এ পাপিয়সী দেশে দেশে এত কাল ঘুরে বেড়াচ্ছে! ও বাবা পুলিনচাঁদ! ও আমার বুক-জুড়ুনে ধন! তোমার সেই মায়াবিনী ধাই মাকে কি চিন্তে পারো—যারে তুমি প্রথম প্রথম বিষ নয়নে দেখ্‌তে—যারে তুমি শেষে ধাই মা ব'লে ডা'ক্‌তে—যারে তুমি শেষে খুব ভালবা'স্‌তে শিখেছিলে—যে তোমাকে বুকে ক'রে নেপাল পর্য্যন্ত গিছ্‌লো?

ব্রজ। (পশ্চাৎ পদ হইয়া) একি অদ্ভুত! তুমি সেই চণ্ডীমালিনী না? মৃতা স্ত্রীলোক কি ভৈরবী বেশে ফিরে এসে দেখা দিতে পারে? চণ্ডি! চণ্ডি! তোমার হত্যাকারীকে এত কালেব পর কি দণ্ড দিতে এসেছ? হত্যাকারীর এত অনুতাপ—এত ক্লেশ—এত প্রায়শ্চিত্তও কি যথেষ্ট হয় নি? আ'জো তারে ক্ষমা কর নি?

ভৈর। কে ব'ল্লে ভুবণ বাবু, আমি ম'রেছি? হা! ম'লেই তো বাঁ'চ্‌তেম! ওঃ! বটে বটে—মনে প'ড়েছে—এখন সব বুঝ্‌লেম বটে—দুষ্ট পাপিষ্ঠ বেটারা কি খেলাই খেলেছে—তোমায় শুনিয়েছে আমি ম'রিছি—খুনের ভয় দেখিয়ে তোমায় পাঠিয়েছে বিদেশ—আমায় রাগিয়ে আমাকে দিয়েই তোমার ছেলে ক'ল্লে চুরি—কি দাগাদারি! কি দাগাদারি! হা রে বিষয় আশয় জমীদারী! তোর তরে লোক না পারে, না করে, এমন দুষ্কর্ম্মই নেই!—আমি তাদের হাত থেকে পুলিনকে নে না পালালে সোণার বাছাকেও মেরে ফেল্‌তো!

ব্রজ। এত কাণ্ড! তবে তুমি মর নি? সে অস্ত্রাঘাতে তবে বেঁচে উঠেছিলে? আহা! সকল দুঃখের পর এতে যে কি পরম সুখ হ'লো, (কর-যোড়ে) হে অন্তর্যামিন্! তুমিই তার সাক্ষী! এ অকৃতী অধম সন্তানের উপর তোমার যে অপার করুণা, তা এতেই আ'জ্ দেখিয়ে দিলে! চণ্ডি! চণ্ডি! এই পুলিনই তবে আমার সেই স্বর্গ-বাসিনী সৌদামিনীর হৃদয়-নলিন, প্রাণের পুলিন?

ভৈর। তায় আর কোনো সন্দ ক'রো না, ভূষণ বাবু! এ চণ্ডীকে আর

সেই আউলে ভজা'নে কুল-মজা'নে চণ্ডী ব'লে জেনো না—মা কামিক্ষের কামরূপী চণ্ডী এই পাপ-মতি চণ্ডীকে স্বপ্ন দিয়ে সাধু সঙ্গ জুটিয়ে দিছলেন—সেই সদ্‌গুরুর চরণরেণু প্রসাদে চণ্ডী এখন সাধু বুদ্ধি পেয়েছে—কিসে আবার তোমার সব তেমি হবে, সেই চিন্তাতেই দিবানিশি ঘুচ্ছে—নেও, নেও, কোলে নেও—আর দেরি ক'রো না—দেখে প্রাণ জুড়াই, জীবন ধারণ সার্থক করি! (দৌড়িয়া পুলিনের পীরান তুলিয়া) দেখ, দেখ, এই দেখ, বাছার পীঠে ক্ষুদ্র ত্রিশূলের দাগ দেখ—পরে চিন্‌বো ব'লে চেনা ক'রে রেখেছিলেম—সোণার অঙ্গ পোড়াইনি—এক রকম পাতা আছে, তাই ঘ'সে তারির রসে দাগ দে রেখেছি!

পুলি। (পিতাকে প্রণাম পূর্ব্বক) পিতঃ! সন্তানের রসনা যে এত দিন পিতা ব'লে ডা'ক্‌তো, সত্যই আ'জ্ তা সিদ্ধ হ'লো—মনের যা বাসনা ছিল, কিছুই আর অপূর্ণ রৈল না!

ব্রহ্ম। (পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন দান পূর্ব্বক) আ! আ'জ্ আমার কি দিন রে কি দিন!

ভৈরবী। সুধুই এই নয়—ঐ যে নির্ম্মল নামে ছেলেটিকে দেখ্‌ছো, উটীও তোমার—উটিও তোমার—পাপমতি দুষ্ট কান্ত মিত্রের নয়, নয়, নয়!

ব্রহ্ম। কিসে? কিসে? কিসে?

ভৈর। এই যে ব'ল্লেম—নয়, নয়, নয়! আমি হাঁসপুরের খিড়কীর বাগানে সব জেনে এইছি—সব শুনে এইছি—ধর, ধর, তোমার নির্ম্মলকেও বুকে ধর—পাপিষ্ঠ দুষ্ট বেটা তোমায় তাড়িয়ে বিষয় খা'চ্ছে, তোমার নির্ম্মল তবু তার কতক ভোগ ক'চ্ছে, এই জেনেই প্রকাশ ক'র্ত্তেম না—তোমার কিরণশশী এখন ভব নাম ধ'রেছে, তাও জানি—চল চল, সেই ভবর কাছে চল, সব শুন্তে, সব জা'ন্তে, সব বুঝ্‌তে পা'র্ব্বে!

ব্রহ্ম। (নির্ম্মলকে বক্ষে ধারণ) আমার কিরণকে দে'খ্‌তে পাব, এমন দিন কি হবে! এত দুঃখ যন্ত্রণার পর এত সুখ কি ভাগ্যে আছে! চল দেখিগে—চল আমার সেই অশোক-বন-বাসনী জন্ম-দুখিনীকে দেখিগে—কিন্তু—

পুলি। আর কিন্তু কি বাবা?

ব্রহ্ম। আমার কিরণ যে এখন শত্রু পুরে, সেখানে যেতে মন সরে না—

ভৈর। না, না, শত্রু-পুরী না—সেও তোমার নিজ পুরী—তোমার বাপ পিতোমোর বাড়ী—আর এখন শত্রুর গ্রাসে থা'কবে না!

ব্রহ্ম। তবে এস, তুমিও এস, তুমি আমার পরম সহায়—তুমি পরম দয়াবতী—তোমার ঋণ আমরণ শুধ্‌তে পা'র্ব্বো না—আর এখন প্রকাশ পেতে আমার বাধা নেই—

ভৈর। আছে, আছে, আরো কিছু দিন ভয় আছে—এ সংসারে কুচক্রীর কাছে সাধুলোকের সর্ব্বদাই মহা ভয়—সাবধানে বিনাশ নাই—জৌগৃহ দাহের পর পাণ্ডবেরা লুকিয়েছিলেন কেন, তাকি জান না? ধন দৌলত লোক-বল, সব এখন তাদের, তাই ভেবে সাবধান হও—এখনো ব্রহ্মচারী রও—প্রকাশের সময় আছে, আমিই তা ব'লে দেব! চল, আমিও যাই, কিন্তু এ সব কথা সকলের কাছে খুলে ব'লে কাজ নাই—ঐ যে রেধোর চর খেঁদো বল্লভ, যার জিম্মায় ক'লকাতার বাড়ী—যারে নির্ম্মলের অভিভাবক ক'রে রেখেছে, তারে বিশ্বাস নেই!

ব্রহ্ম। তাই ভাল— চল তবে—

[পুত্রগণের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

ভৈর। চল, তোমাদের সুখ দেখে সুখী হইগে—তা হ'লেই আমার কাজ হ'লো—তার পর পারের চেষ্টা—

গীত।

মিশ্র যোগীয়া। লোফা।

পার হবি তো ছুটে আয়!

ভবের নেয়ে ডা'ক্‌ছে, বেয়ে যা'চ্ছে, ধেয় গিয়ে ওট্‌না নায়!

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

[রামলাল বাবু ও নৃত্যকালীর প্রবেশ—অদূরে নৌকা লইয়া মাঝি উপস্থিত।

নৃত্য। হাঁ স্বীকার করি, এইবার তোমার টাকার সার্থক বটে—পরের উপকার ছাড়া আর যত খরচ কর, সবই প্রায় পাগ্‌লামী কাজে, তার মাঝে কেবল এই নৌকোখানি করা আর ও পারে বাগান খানি কেনা, ভাল কাজ হ'য়েছে!

রাম। কেননা নৌকা ক'রে বাগানে যাবে! কাজেই ভাল কাজ! যাই হ'ক্, আপনার যে পরিতোষ হ'লো, তাতেই সুধু টাকা কেন, এ অধমের জীবনও সার্থক হ'লো! আর ক্রমে যে লজ্জা ভেঙে আপনি আমার সঙ্গে নৌকা ক'রে সরূপট্ এখন বাগানে যা'চ্ছেন আ'স্‌ছেন, এও আমার কম সৌভাগ্য নয়! চলুন এখন নৌকায় চলুন!

নৃত্য। সবুর করনা—তাঁরা আসুনই আগে! সে যা হ'ক্, নির্ম্মল যে আমার আপনার ভাই নয়, তা জেনে অবধি মনে এম্নি অসুখ হ'য়েছে—

রাম। কিন্তু তোমার বাপকে যে তার আর বাপ ব'ল্‌তে হবে না—একটী সাধু সুজনকে বাপ ব'ল্‌তে পারে, তা ভেবে আমার প্রাণে বড় আনন্দ ঢেউ খেল্‌ছে!

নৃত্য। কেন, আমার বাপ তোমার কি ক'রেছেন যে, কথায় কথায় তাঁরে মন্দ বল?

রাম। ও বাবা! চ'ক্ যে একেবারে ছল ছল ক'রে জল ফ্যালো ফ্যালো হ'লো—আর না, এমন কাজ আর ক'র্‌বো না—যখন টের পাবে তিনি কেমন লোক, তখন পাবে—কাজ কি বাবা আমার ও সব কথায়!

নৃত্য। বরঞ্চ মা বটে নির্ম্মলার বদলে নির্ম্মলকে নিয়ে ভাল কাজ করেন নি—

রাম। সেও তোমার গুণমণি বাপেরি গুণে—ঐ দেখ, যা ব'ল্‌বো না, তাই আবার ছাই ব'লে ফেলেম! তোমার বাপের দোষও বটে, সমাজের

দোষও বটে, কন্যাসন্তানকে কুসন্তান ভেবে হেয় জ্ঞান করাতেই এই সব অনর্থ ঘটে।

নৃত্য। সে যা হ'ক্, এখনও বুঝি সব কথা বাবা জা'নতে পারেন নি—পুলিনের কথা হয় তো টের পাননি, ললিতের কথাই শুনে থা'ক্বেন!

রাম। ঐ রাস্তায় তাঁদের গাড়ি থা'ম্‌লো—দেখ্‌ছি সবাই এসেছেন—বাগানে আ'জ্ কি আনন্দই হবে!

নৃত্য। আমরা আগে গিয়ে জো জোত্র ক'র্লে ভাল হ'তো—

রাম। উঃ! ওঁর জন্যে প্রায় বাকী—আমি সব ঠিক ঠাক করিয়ে রেখিছি, তোমার তা ভা'ব্‌তে হবে না! ঐ না রাস্থ নায়েব আ'স্‌ছেন?

[রাস্থ নায়েবের প্রবেশ]

রাস্থ। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে ও বোটের মাঝি, ভাড়ায় যাবি?

(নেপথ্যে—কনে কর্‌তা?)

হাঁসপুরে—চৌধুরি ঘাটে উত্‌রে দিবি—কত ভাড়া নিবি?

(নেপথ্যে—হাঁসপুরের কেরেয়া তো কর্‌তা ধরাই আছে—আপনি কি কর্‌তা আমায় চিন্তে পাচ্ছেন না? কত্তবার যে মোর লায় গেছেন কর্‌তা)

কেও, সলিম? তবে আর কি? তয়ের হ—সওয়ারি সব এলো ব'লে—

রাম। ও নায়েব মশাই! কারা সব এলো ব'লে?

রাস্থ। কে, রাম বাবু? বেস হ'য়েছে, আপনি যাঁদের বাগানে নে যা'চ্ছিলেন, তাঁদের আমি হাঁসপুরে নে যেতে চাচ্ছি—

রাম। সে কি, আমি বাগানে আ'জ্ সব ঠিক ঠাক ক'রে রেখেছি—তাঁরাও সম্মত হ'য়েছেন—

রাস্থ। তাঁদের ইচ্ছায় নয়, আমারি জেদে এ পরিবর্ত্তন হ'চ্চে—

[ব্রহ্মচারী, পুলিন, ললিত, নির্ম্মল, নির্ম্মলা, কিরণশশী ও পন্নীর প্রবেশ]

ব্রহ্ম। (রাস্থর প্রতি) আপনি এখনো বেস ক'রে ঠাউরে দেখুন, এমন ক'রে এক সঙ্গে সব যাবার সময় হ'য়েছে কি না?

রাস্থ। বাপু, বেস ক'রে ঠাউরেই দেখেছি, এখনই উত্তম সুযোগ; নির্ম্মলের কলেজ বন্ধ হবার দেরি নাই—এরূপ ছুটির সময় নির্ম্মল, নির্ম্মলা,

বৌঠা'করুণ তো গিয়েই থাকেন। তায় তাঁদের যাবার জন্তে নিজেই কান্ত বাবু বিশেষ ক'রে লিখে পাঠিয়েছেন!

ব্রহ্ম। ছুটি না হ'তেই এত জরুরি চিঠির তাৎপর্য্য যে কি, তা কি আর বুঝ্‌তে পা'চ্ছেন না? আমার কিরণ যে তার হারানিধি পেয়েছে—

কিরণ (জনান্তিকে) ভব—তাঁরা আজো ভব ব'লেই জানেন।

ব্রহ্ম। বিষ্ণু! ভব! ভব যে তার হারানিধি ললিতকে পেয়েছে, এ সংবাদটী খেঁদো বল্লভ অবশ্যই তাদের লিখেছে; তা প'ড়ে তারা অবশ্যই বুঝ্‌তে পেরেছে যে, জলে ডোবা ছেলে যখন ললিত, আর ভব যখন তার হ'লো মা, তখন নিশ্চয়ই এই ভব তার প্রভুর পুত্রবধূ আর এই ললিত তার প্রভুর উত্তরাধিকারী! তাই বুঝ্‌তে পেরেই না রেধোকে তাড়াতাড়ি ক'ল্‌কাতায় পাঠিয়েছিল যে, ললিতকে দূর ক'রে আর সকলকে হাঁসপুরে পাঠিয়ে দেবে। তাই না মধ্যে এক দিন রেধো এসে দরওয়ানকে হুকুম দে যায়, ললিত যেন আর বাড়ী ঢুক্‌তে না পারে।

নির্ম্মল। কেবল আমিই জোর ক'রে সে দরওয়ানকে আর খেঁদোকে পর্য্যন্ত তাড়িয়েছি ব'লেই সে ভয়ানক কাণ্ড ঘটেনি!

কিরণ। তায় যে শেষ কি হবে, তা ভেবেও আমার গা কাঁপে!

ব্রহ্ম। কেন কিরণ! আজো কি তারে মনিব ব'লে তোমার ভয় আছে? হায়! পরাধীনতায় এমনি নিস্তেজই করে বটে! আর তোমার ভা'ব্‌তে হবে কেন কিরণ? যে ভাব্‌বার সে যখন এসেছে, তখন আর তোমার ভয় কি? (রাসুর প্রতি) যা ব'ল্‌ছিলেম তা শুনুন—রেধো যে এসেই চ'লে গেছে, তা আমার মনে লা'গ্‌ছে না—হয় তো কি মতলবে সহরে কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে আছে—ভৈরবীও ব'ল্‌ছিলেন কালীঘাট থেকে কা'ল্‌ যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন রেধোর মতন এক জনকে ভবানীপুরে দেখে এসেছেন। সে অবশ্যই কোনো কুতন্ত্র বাঁধাবার জোগাড়ে আছে! যাই হ'ক্‌, শত্রু পক্ষের কোনো সঠিক খবর না পেয়েই খপ্‌ ক'রে বাঘের মুখে যাওয়া উচিত কিনা, তাই কেবল ভা'ব্‌ছি।

রাসু। কিছুমাত্র ভেবো না বাবা—তোমাকে আর ললিতকে পথের মধ্যে আমার শ্বশুর বাড়ী রেখে যাব—সেখানে খুব যত্নেই থা'কবে—তারাও

কম লোক নয়! তার পর পুলিন, সে বরাবর নির্ম্মলের সঙ্গে কান্তবাবুর বাড়ী যাবে—নির্ম্মল যে আপনার মাষ্টারকে দেশে নিয়ে যাবে, এ কিছু অসঙ্গত নয়! তার পর বৌমাঠা'কুরুণের কথা—এখন আরো দিন কতক তিনি কান্তর বাড়ীতেই থাকুন—নির্ম্মলা এমন মেয়ে নয় যে কোনো কথা প্রকাশ ক'র্ব্বে—তার পর গোপনে তোমাকে হাঁসপুরে নিয়ে গিয়ে কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করানোর পর পিতা পুত্রে যেরূপ স্থির ক'র্ব্বে তাই হবে!

ব্রহ্ম। আমি ব্রহ্মচারী বেশে কা'ল্ই হাঁসপুরে যাত্রা ক'র্ব্বো; কেবল, ললিতকেই আপনার শ্বশুর বাটীতে রেখে যাব—

রাম্। তবে চল, নৌকায় উঠিগে—আর না—জোয়ার ব'য়ে যায়—

[পুলিসের লোক সঙ্গে নীলু ঠাকুরের প্রবেশ]

নীলু। দারোগাজী! ঐ বেটা, ঐ বেটা—(ললিতকে নির্দ্দেশ) ঐ সেই নচ্ছার পাজি বেটা—ধর, ধর, এখনি নৌকায় চ'ড়ে পালিয়ে যাবে—

সব্ইনিস্পেক্টর। যমে ধ'রেছে, আর পালাবে কোথা! এস গো বাবু—তোমারি নাম তো ললিত বাবু?

ব্রহ্ম। হ্যাঁ, উঁরির নাম ললিত বাবু—কেন উনি ক'রেছেন কি?

সব, ইঃ। সে তোমায় তখন পরে ব'ল্বো, তুমি ব্রহ্মচারী, আপনার কাম করগে—এস গো ললিত বাবু—

রাম। কৈ, আপনার ওয়ারেণ্ট কৈ?

সব, ইঃ। অল্ রাইট্—অল্ টাইট্—নো ফাইট্, এই দেখুন ওয়ারেণ্ট দেখুন! (প্রদর্শন)

নির্ম্মল। বাবু দেখে দেখানো হ'লো, ব্রহ্মচারী বুঝি মানুষ নন—

রাম। চার্জটা কি? অবশ্যই চার্জ শোন্বার এক্তার আছে—

সব, ইঃ। এক্তার থা'ক্, না থা'ক্, আপনি বড় লোক, তাই আপনাকে ব'ল্তে বাধা নেই—অল রাইট্, নো ফাইট্—শুনুন তবে—এই যে কতক বুড়ো কতক যুবো বামুনটীকে দেখ্ছেন, ঐ ললিত বাবু ওর সর্ব্বনাশ ক'রেছেন—ওর একটী পরমা সুন্দরী রাঁড় মেয়ে ছিল, তারে উনি মজিয়েছেন, তার পেটের সন্তানটী স্বহস্তে মেরে ফেলেছেন, তারেও কি অষুদ খাইয়ে ছিলেন, সেও তাইতে অক্কা পেয়েছে!

ব্রহ্ম। সব মিথ্যা! সব মিথ্যা!

ভব। (চিৎকার স্বরে) ওরে আমার কি হ'লো রে—ওরে এ দাগা-দারি কে ক'র্লে রে? (ললিতের গলা ধরিয়া বক্ষে পড়িয়া) ওরে আমার হারানিধিকে আবার হ'রে নিয়ে যায় রে!

নির্ম্মল। সব মিথ্যে! সব মিথ্যে! আমি এখনি হাঁসপুরে চিঠি লিখি—

ব্রহ্ম। হাঁসপুরে লিখ্‌বে কি বাবা, এ সবই দেখ্‌ছি হাঁসপুরেরই থড়ি!

নীলু। দারোগাজী! ওদের ও কথায় যেন ভুলো না—ও কথায় যেন মুখের গ্রাস ফ'স্কে যেতে দিয়ো না!

নির্ম্মল। তোর সব মিথ্যে! তুই বামুন না—তুই চণ্ডাল!

নীলু। শোনো দারোগাজী! খেসারাতের দাবি চ'ল্‌বে! ভালুই হ'লো—দেও, দেও, আরো দশটা গা'ল্ দেও—এই তো গাল্ পেতে আছি, মারো একটা চড়ই নয় মারো—

নির্ম্মল। মারি তো কি একটা মা'র্ব্বো—যাতে দাঁত সুদ্ধ চাবালি উড়ে যায় এমন ঘুসি মা'র্ব্বো! (মারিতে উদ্যত)

ব্রহ্ম। হাঁ হাঁ মেরো না মেরো না—(ধারণ)

রাম। ওয়েল্ ইনিস্পেক্টর বাবু! (ইঙ্গিতে) এর কি কোনো উপায় নেই? আমি গ্যারাণ্টি হ'চ্ছি—জামিন দিচ্ছি—

সব্ ইঃ। (ঘাড় নাড়িয়া) উঁহু! এ চার্জ্জে সে সব কিছুই হবার জো নেই—মর্ডার কেস—অন্‌বেলেব'ল্!

নীলু। ধর না, দারোগা সাহেব, বেটাকে পাক্‌ড়াও না—ওসব ইসারা ফিসারায় ভুলো না—

সব্ ইঃ। তোম চোপ্ রাও—হামারা কাম হাম করে গা, তোমারা ক্যা? (ললিতের প্রতি) এস গো বাবু, আর না! (হস্তধারণ)

ললিত। আমি আপনিই যা'চ্ছি, আপনার ধ'র্ত্তে হবে না—

সব্ ইঃ। তবু যে বাবু ধ'র্ত্তে হবে—শুধু কি হাত ধরা—কনষ্টেবল, হাত কড়ি লাগা—

রাম। (জনান্তিকে) যা চাও দেবো, ও অপমানটা না—

সব্ ইঃ। (জনান্তিকে) তবে দুশর কম না—(প্রকাশ্যে) কনষ্টেবল, এই ফরিদি বামুনের কাছ থেকে দাম নিয়ে তোরা মেঠাই খেগে যা—

কন। চল্‌বে ঠাকুর চল্—

[ব্রাহ্মণকে লইয়া প্রস্থান।

রাম। দু শ না—এক শ—এই স্তাও—

নির্ম্মল। (পুলিনের প্রতি) উৎকোচ দান! ইটী বড়ই অন্যায়—at least morally most objectionable.

পুলি। And legally too.

সব্ ইঃ। Good bye বাবু—আর দেরি ক'র্ত্তে পারি না—

[ললিতকে লইয়া পুলিসের প্রস্থান।

ভব। (উচ্চৈঃস্বরে) কি হ'লো গো—আমার সোণার বাছাকে কোথায় নিয়ে গেল গো? (ব্রহ্মচারীর প্রতি) ওগো, তুমি চুপ ক'রে রৈলে যে! নিদেন তুমি সঙ্গে যাও, নয় তো আমায় যেতে দেও! আহা, বাবার আমার মুখখানি এখনি শুকিয়ে গেছে! (ঊর্দ্ধ মুখে করযোড়ে) মা দুর্গা! কি ক'র্লে মা! ওমা, এততেও কি আশ মিটিনি মা! ওমা দুর্গতিনাশিনি, দুর্গতি দূর কর্ মা—ওমা দয়াময়ি, দয়া কর্, রক্ষা কর্ মা—তোমা বৈ দুখিনীর কেউ নেই মা!

ব্রহ্ম। আমি চ'ল্লেম—নির্ম্মল! টাকা আছে বাবা? যা থাকে দেও—

নির্ম্মল। কিছু আছে, এই ল'ন্, কিন্তু বাবা আমার প্রার্থনা, ঘুস দেবেন না, এতে কপালে যা থাকে! উঃ! এত মিথ্যাও মা'নুষে সাজাতে পারে?

রাম। টাকার ভাবনা কি, আমি আপনার সঙ্গে যা'চ্ছি! পুলিন বাবু, স্ত্রীলোকদের নিয়ে তোমরা বাড়ী যাও, কোনো চিন্তা নাই, অনেক ইনিস্পেক্টরের সঙ্গে আমার আলাপ আছে—

ব্রহ্ম। এ তো ক'ল্‌কাতার পুলিস নয়—আলিপুরের—কেবল একজন ছিল ক'ল্‌কাতার—

রাম। যেখানকার হ'ক্, চলুন, কোনো ভাবনা নেই, টাকায় সব হয়! আর "মিছে কথা সেঁচা জল, কতক্ষণ রয়?"

ব্রহ্ম। সাধারণতঃ তাই বটে, কেবল ব্রিটিস ফৌজদারি আদালতে

সেটা বড় খাটে না! আর "টাকায় সব হয়" যে ব'ল্লে, কিয়দংশে সত্য, কিন্তু হাঁসপুরের জমীদারী যার হাতে, তার কাছে তোমার আমার কটা টাকা আছে বাপু? তবু বাবা, আমার একান্ত বিশ্বাস আর সম্পূর্ণ নির্ভর সেই ন্যায়ের আধার সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপর! তাঁর ধর্ম্মরাজ্যে এমন অধর্ম্মকে কখনই তিনি প্রবল হ'তে দেবেন না!

পুলি। এখন প্রকাশ পেয়ে জমীদারী হস্তান্তর ক'রে নেওয়া কি ঘটে না? তদ্ভিন্ন বিষদাঁত ভাংবার তো উপায় দেখি না!

রাম। (পুলিন ও ব্রহ্মচারীর মুখপানে দেখিয়া) প্রকাশ পেয়ে জমীদারী হস্তান্তর করা, এ কথার ভাব তো বুঝ্‌তে পা'ল্লে'ম না—

ব্রহ্ম। বৎস! সে সব পরে ব'ল্‌বো, এখনকার সময় নয়!

রাম। ও! তবে বুঝেছি (ব্রহ্মচারীর পদধূলি গ্রহণ)

ব্রহ্ম। (রাম বাবুকে তুলিয়া আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক) বুঝেছ তো বাবা নীরব রও, আর পুলিনের প্রস্তাবটী বিচার ক'রে দেখ, কর্ত্তব্য কি? আমার বিবেচনায়, এখন প্রকাশ পেলে হিত না হ'য়ে বিপরীত ঘ'ট্‌বে!

রাম। তার আর সন্দেহ নাই! ও কথা এখন থা'ক্, এখন চলুন, একজন ভাল উকীল আমার বন্ধু আছেন, তাঁরে নিয়ে ললিতের জন্য যা যা ক'র্ত্তে হয়, আগে তো সে সব করিগে—

নির্ম্মল। আমিও যাব—আমাকে পেলে মেজ্‌দাদা সুখে থা'ক্‌বেন—

ভব। তাই যা বাবা, তাই যা—হ্যাঁ র‍্যা, আমার কি যাবার জো নেই? তোমরা ঘাড় না'ড়্‌ছো, ওমা তবে কি হবে গো কি হবে?

রাম। মাসী মা, তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি স্বভাবতঃই ধীর-প্রকৃতি, এ সময় তুমি অধৈর্য্য হ'লে কোনো কাজই হবে না!

ভব। (রামের হস্ত ধরিয়া) বাবা! আমি সব জানি, কিন্তু আমি চির-দুখিনী—বার বার বিধি আমায় বঞ্চিত ক'রেছেন—বার বার কতই স'য়েছি, কত ধৈর্য্যই ধ'রেছি—এবার যে আর সয় না—ধৈর্য্য যে আর রয় না—এবার বাবা বড় আশাই হ'য়েছিল যে, অতঃপরও বিধি বুঝি মুখ তুলে চাইলেন—অতঃপরও পতি পুত্র নিয়ে সুখী হ'তে দিলেন! উঃ! সে আশায় এমন ক'রে নিরাশ ক'ল্লে'ন—গাছে না উঠ্‌তেই মৈ কেড়ে নিলেন—তৃষ্ণার

জল মুখে না দিতেই ফেলে দিলেন—হারানিধি মিলিয়ে দিয়ে বুকে না তুলতেই আবার হ'রে নিলেন—উহু হু সয়না রে আর সয় না!

পুলি। মা! স্থির হও, সব ভাল হবে—

ব্রহ্ম। মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ডাকো, সব মঙ্গল হবে!

রাম। চলুন তবে, আর দেরি না, পুলিন ভাই, ওঁদের নে আমার বাড়ী যাও—(নেপথ্যাভিমুখে) মাঝি বোট নিয়ে সেইখানে রাখিস—

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চৌধুরী গড়ের নিকটে গঙ্গাতীরস্থ বনভূমি।

[বৃক্ষ ঠেস দিয়া ভৈরবী উপবিষ্টা]

গীত।

ভৈরবী। কাওয়ালী।

শেষ কি বেটি এইটী করিলি—আমার বড়াই ঘুচুলি!
তুলতেছিলি আশার স্বর্গে, ঝুপ্ ক'রে হায় ফেলে দিলি!
পাষাণের ঝি ব'লে কি মা আপন ঝিকেও পাষাণ হ'লি!
(তোর) নাম করে না অসুর যারা, যা ইচ্ছে তাই ক'চ্ছে তারা!
তুই বেটী কি জ্যান্তে মরা, জা'স্তে পারিস নে?
(আর) ধর্ম্ম-পথে চ'লছে যারা, কেবল ডা'কছে তারা তারা,
তারা হ'চ্ছে মর্ম্মে সারা, চেয়েও দেখিস নে!

কেমন ধারা মা তুই, তারা, মুখ্‌চাওয়া তোর এমন যারা,
আহা মরি এক বার তাদের কোলেও তুলিস নে!
ছি শঙ্করি ঘৃণায় মরি! দয়াময়ী নাম ডুবুলি!

না, না, না, কখনই না, কখনই বেটী ডোবাবে না—দয়াময়ী নাম কখনই বেটী ডোবাবে না—আমারি ভুল—পাগলের জিভ, কখন্ কি বলে তার ঠিক কি? কিছু মনে করিস নে মা—অবোধ শিশু কখন্ কি কয়, মার কি তা মনে রয়? জানি তুই কলুষ-নাশিনী, অসুর-দলনী, সময় হ'লেই দুর্জ্জন দমন ক'র্ব্বি—পাপের বা'ড়্ দু দিন, তার পর তোর খপ্পরে প'ড়্তেই হবে—

গীত।

ভৈরবী। ঠুংরী।

রা'খ্‌বে পাপে, কার বা বাপে, তার প্রতাপে—শমন কাঁপে নামে যার?
ও যার হুহুঙ্কারে, দৈত্য মরে; হয় বার করে, রক্তবীজের ঝাড় সংহার!
ও যার, নামের জোরে, ভব ঘোরে, পাপী নরে,
ঘোর দুস্তারে, পায় নিস্তার!
আমি যে নাম ক'রে, বেড়াই ঘুরে, ডঙ্কা মেরে,
নাই অন্তরে, শঙ্কা কার!
হ'লে কালের পূরণ, দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন,
ক'র্ব্বে সে জন, জানি সার!

[ব্রহ্মচারীর প্রবেশ]

ব্রহ্ম। এসেছ চণ্ডি, বেস ক'রেছ—

ভৈর। আ'স্‌বো না—তুমি ডেকেছ, আ'স্‌বো না—মা বেটী জানে, তোমার তরে প্রাণ কি করে! কিন্তু এখানে আসা কেন, তা তো চণ্ডীকে কেউ এখনো বলে নি—

ব্রহ্ম। এখনি জা'ন্‌বে—এখনি বুঝ্‌বে—বংশী এলো ব'লে—

ভৈর। জেলখানার খবর কি? আমায় নচ্ছার পাজি বেটারা ঢুকতে দিলে না—আমি যে কেমন মার মেয়ে, তা তো অসুর বেটারা জানে না—কত ধমক দিলেম, কত শাপ দিলেম, কত বিনয় ক'ল্লেম, পায় পর্য্যন্ত ধ'ল্লেম, তবু যেতে দিলে না!

ব্রহ্ম। আমারও না—ব্রহ্মচারীর বেশ দেখে তাড়িয়ে দিলে! তবে রাম, পুলিন আর নির্ম্মল যা'চ্ছে আ'স্‌ছে—খবর ভাল—এই ভাল যে ললিত শারীরিক ভাল আছে! আর মকদ্দমার ভালর মধ্যে উকীলেরা ভরসা দিচ্ছে—ব'ল্‌ছে জেরাতে আর সাফাই সাক্ষীতে সব কেটে যাবে!

ভৈর। অবিশ্যি যাবে—আমি বেটীকে যে ক'রে ডা'কৃছি—যে ক'রে সট্টে পট্টে ধ'রেছি, কখনই অধর্ম্মের জয় হ'তে দেবে না—অবিশ্যি পথ দেখাবে—

ব্রহ্ম। তুমি যদি চণ্ডি, একটী কর্ম্ম ক'র্ত্তে পার, তবেই সে পথ বেস পাওয়া যায়—

ভৈর। কি? কি? এখনি ক'র্ব্বো—বাঘের মুখে যাওয়া, জলে ঝাঁপ দেওয়া, আগুনে পড়া, যা দরকার তাই ক'র্ব্বো!

ব্রহ্ম। তা জানি—তোমার গুণ জন্মে ভুল্‌বো না! তুমি যদি বাছা, সেই পাপিষ্ঠ দুষ্ট নীলু ঠাকুরের পাড়া ঘুরে এই গুলি ঠিক জেনে আ'স্‌তে পার যে, সত্যই তার বিধু ব'লে এক বিধবা কন্যা ছিল কি না—সত্যই সে ভ্রূণ্‌হত্যা ক'রেছে কি না—যদি ক'রেই থাকে, তবে পুলিস একটা যে পচা লাস বা'র্ ক'রেছে, সেটা সেই ছেলেই কি না? আর সে ছেলের যথার্থ বাপ কে, তাও যদি ঠিক ক'রে আ'স্‌তে পার, তবে তো বড় কাজই হয়!

ভৈর। বেটীর চরণ কৃপায় আমি না পারি কি—যাতে বেটী খুসি হয়, এমন কাজ কর্ব্বার পন্থা বেটী আপনিই দেখিয়ে দেয়—এ কাজ তো তোমার আমার নয়, এ যে তার নিজের কাজ—এই দেখ, এখনি যেন বেটী বুকে খোঁচা মা'চ্ছে আর ব'লছে "যা না, চ'লে যা না, আর দেরি কি!"

ব্রহ্ম। যাবে তো ঠিকানা ব'লে দিই, ভবানীপুর চেলোপটির এক এঁদো গলি—আমি গিছ্‌লেম, বুঝে এলেম পুরুষের কাজ নয়—তোমা হ'তেই হবে!

[বংশীর প্রবেশ]

এই যে বংশী—বল বংশি, আগে বল, আ'জ্ বাবা কেমন আছেন?

বংশী। ভাল না—ক্রমেই বেশী দুর্ব্বল, বেশী অরুচি, কেবল জ্ঞান আর বাক্য বেস আছে, কবিরাজেরা কিছুই বুঝ্‌তে পা'চ্ছেন না—আমি যা বলিছি বাবু, নিশ্চয়ই তাই, তার আর কোনো সন্দ নাই!

ব্রহ্ম। হা ভগবান্! কি ক'ল্লে! এমন দুরদৃষ্ট কি কারো কখনো

ক'রেছ—জন্মদাতা পিতার সেবায় বঞ্চিত! সেবা দূরে থা'ক্, কত ছুতো খাটিয়ে একটীবার দেখ্‌তে যেতেও পেলেম না—পাপিষ্ঠেরা এমন সতর্ক হ'য়ে আট ঘাট বেঁধেছে যে, আকাশ আর পাতাল ভিন্ন গত্যন্তর নাই!

বংশী। সেই পাতালের পথ তো ঐ সুমুখে—বর্গির হেঙ্গামা কালে পালাবার মত্‌লবেই আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ সুড়ঙ্গ-পথ তৈয়ের ক'রেছিলেন! পাছে প্রকাশ পায় ব'লে ঐ সুড়ঙ্গের মুখ যেখানে, ওখানে একটী শিবের ঘর ছিল। লোকে জা'নতো উটী অনা'দ্ লিঙ্গ—আপনি মাটি ফুঁড়ে উঠেছেন। কিন্তু কেউ পূজো ক'র্ত্তোনা—জনরব ছিল, চৌধুরী-বংশের গিন্নী যিনি, তিনিই কেবল শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রে পূজো ক'র্ত্তে পান, আর কেউ পূজো ক'ল্লে'ই তার সর্ব্বনাশ হয়!

ভৈর। কৈ সে ঘর তো নেই—

বংশী। বে-মেরামতে ঘর প'ড়ে গেছে—এখন ঐ রাবিসের রা'শ্ ঠেলে শিবমূর্ত্তিটী বা'র্ ক'র্ত্তে হবে—তার পর শিবের পিনেট ধ'রে ঘুরোলেই শিব স'রে যাবেন, সুড়ঙ্গের সিঁড়ি বেরোবে—সেই সিঁড়ি দে গেলেই বরাবর কর্ত্তা মশা'র ঘরে যাওয়া যাবে!

ব্রহ্ম। সে ঘরে কি কোনো কল আছে?

বংশী। আছে—দ্যালের গায় বে-মালুম দোর আছে, তার খোলবার ফিকির কেবল কর্ত্তা জানেন, আর আমি জানি, সময় বুঝে তা খুলে রা'খ্‌বো, আপনারা যেতে পা'র্ব্বেন! এখন কেবল রাবিস সরাতে পা'ল্লে'ই হয়!

ব্রহ্ম। এস, তুমি আমি এখনি তা করি—

বংশী। (ঘাড় নাড়িয়া) আর কি সে বাহুবল আছে বাবু যে আমি ক'র্ব্বো—আপনারও কাজ নয়! এক লোক আছে, কেবল তারেই বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারি—খোঁড়া ব'দে—কর্ত্তার জন্যে তার প্রাণ বড় ব্যাকুল, বলেন তো তারেই ডেকে আনি—

ব্রহ্ম। তাই কর! আর ভৈরবীকে যে জন্য আনা, তাও বল! তুমি কা'ল্ যা ব'ল্‌ছিলে, তাও কি সম্ভব?

বংশী। ওদের অসম্ভব কিছুই নাই! এ তো অনুমান নয়, আমি লুকিয়ে থেকে স্বচক্ষে দেখেছি, পাজি শ্যামল্ধন দুধের সঙ্গে এক রকম গুঁড়ো

দেয়—সে নিশ্চয়ই বিষ—ভৈরবীর অনেক জানা শুনো আছে—তাই ওঁরে বলা—যদি কিছু প্রতীকার হয়!

ভৈর। কি সর্ব্বনাশ! পাতকী রেধো সেই গুঁড়ো নে এই কাজ ক'চ্ছে! ওগো পাপিষ্ঠ রেধো যখন আমার সঙ্গে বড় ভাব ক'রেছিল, সে বিষ তখন আমারি কাছে ফুস্‌লে ফা'স্‌লে নিছ্‌লো—হায়! এখন সব মনে প'ড়্‌লো—হায় আমার কি পাপ জীবনই ছিল—হায় রেধো কি দুরাচার!

ব্রহ্ম। (সকাতরে) এখন তবে উপায়?

ভৈর। কিছু ভয় নেই—খোঁড়ো, খোঁড়ো, সুড়ঙ্গ-পথ বা'র্ কর—আমি যাব, আমি বাঁচাবো, আমি এখনি তার নির্ব্বিষ ত'য়ের করি গে—আ'জ্ রাত্রেই খাওয়াবো—কর্ত্তাকে ভাল ক'র্ব্বো, তার পর তবে সেই নীলু পাপিষ্ঠের পাড়ায় যাব—(উর্দ্ধমুখে) আয় মা সহায় হ! নির্ব্বিষ গাছ মিলিয়ে দে!

[বেগে প্রস্থান।

ব্রহ্ম। চল তবে আমরাও যাই—ব'দেকে গোপনে এনে পথ বা'র্ ক'রে আমায় খবর দিও।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনন্দময় বাবুর গৃহ।

[আনন্দময় শয়ান ও বংশী সেবায় নিযুক্ত]

আন। শ্যামলধন কোথায়?

বংশী। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! তবু যে বোঝেন না! (প্রকাশ্যে) তারে আ'জ্ আপনার নাম ক'রে স্থানান্তরে পাঠিয়েছি—

আন। কেন?

বংশী। আ'জ্ আবার যে সেই ভৈরবী ঠা'কুরুণ আ'স্‌বেন—এখনও যে দু তিন দিন সেই ঔষধ সেবনের দরকার—

আন। তিনি কি সত্যই আমায় নির্ব্বিষ দিয়ে আরাম ক'চ্চেন? তবে কি সত্যই আমার দেহ বিষাক্ত হ'য়েছিল? তা হ'য়েছিল হ'রেছিল, আমি নয় দুদিন আগেই যেতেম, তায় তত ক্ষতি হ'তো না! কিন্তু ওদের যে বিষম ক্ষতি! সে অপার ধর্ম্মক্ষতির পূরণ কি ছার ঐশ্বর্য্যে হ'তে পারে? হায়! মানব কি ভ্রান্ত! হা কান্ত! কি ক'ল্লি—কিসে এত ভ্রান্ত হ'লি! এত উপদেশ, এত দৃষ্টান্ত, এত উপকার—যে উপকার প্রায় কেউ করে না—সব কি ভুলে গেলি? ঐশ্বর্য্য! তা তো পেয়েছিলি—তবে এর নিগূঢ় কি? না, বংশি, তুমি যতই বুঝাও, কিছুতেই এত নৃশংস পৈশাচ কাণ্ড বিশ্বাস ক'র্ত্তে প্রবৃত্তি হয় না! যদিও এ ঘ'টে থাকে, অন্য অভিপ্রায়ে, অন্যের দ্বারা, কান্তর জ্ঞাতসারে যে হ'য়েছে, তা তো মনেই লাগে না!

বংশী। আপনি ভাল ক'রে আরাম হ'ন্—আর একটু বল পা'ন্, সব শুন্‌বেন।

আন। ততক্ষণ কান্তর মুখ দেখি কি ক'রে—তত দিন প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করি কি ক'রে—তার মধুসিক্ত বিষাক্ত কথাই বা শুনি কি ক'রে? হয় তুই সব খুলে বল্, নয় আমার মনের সন্দেহ তারে ব'ল্‌তে দে! ওরে, মনে এক, মুখে অন্য, এযে আমার কখনই অভ্যাস নাই—সে ভীষণ অবস্থা কল্পনা ক'র্ত্তেও যে ভয় হয়—শেষ কি আমি শেষ দশায় কপট হব?

বংশী। আজ্ঞে, বেশী অপেক্ষা ক'র্ত্তে হবে না—আপনি অসুস্থ আছেন, তিনি এলে বেশী কথা নাই কৈলেন—কেবল চ'ক্ বুজে শুন্‌বেন, আর দু একটা হ্যাঁ হুঁ দেবেন!

আন। আর প্রাণের জ্বালা মুখে উঠে খেলা ক'র্ব্বে না? চ'ক্ যেন বুজ্‌লেম, ওষ্ঠাধর কাঁ'প্‌বে না? গণ্ড, নাসা, কপাল, এরা আমার ভাবভাব ধরিয়ে দেবেনা? তা হবে না, তুই এর সদুপায় স্থির কর্—হয় প্রমাণ ক'রে দে; তা হ'লে আর তার মুখ দেখ্‌বো না—উইল রা'খ্‌বো না—ছিঁড়ে ফেল্‌বো! নয় বল্ তোর ভুল হ'য়েছে—আমার কান্ত নির্ম্মল নিষ্পাপ আছে,

শুনে মনে তৃপ্তি পাই, মনের বোঝা নাবাই, আবার সুখী হই, মানব-প্রকৃতির প্রতি আবার ভক্তিমান হই!

বংশী। তবে এক নিবেদন শুনুন, ভৈরবীর সঙ্গে এক মহাত্মা ব্রহ্মচারী আসেন, আপনি দুর্ব্বল ব'লে এত দিন দেখা করেন নি—আ'জ্ তিনি কাছে আ'স্‌বেন, দেখা ক'র্ব্বেন—তাঁরে পেলে আপনি পরম সুখী হবেন—তিনি মহাজ্ঞানী, এ বিষয়ের সকলই জানেন।

আন। আঁ্যা! তাঁরে আমার ঘরের কথা সব বলিছিস্ নাকি?

বংশী। আজ্ঞে, আমায় বড় ব'ল্‌তে হয়নি—তিনি কিসে সব জা'ন্‌লেন, তাও তাঁর মুখে শুন্তে পাবেন—তাঁর সঙ্গে পূর্ব্বে আপনার আলাপ ছিল—

আন। আলাপ ছিল! তাঁর ব্রহ্মচারী হবার আগে?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ; তিনি আপনার পরমাত্মীয়, তিনি আপনাকে পিতা ব'লেই ডাকেন!

আন। হা! একি শুনি! অমন ক'রে দ'ম্কে ব'ল্‌ছিস্ কেন? ব'লেই ফেল্ না—কে?

বংশী। আজ্ঞে, তিনি যা যা যেমন ভাবে ব'ল্‌তে ব'লে দেছেন, তাই ব'ল্‌ছি—তিনি ব'লেছেন, যে আপনার প্রাণ-ধন ভূষণ তাঁর একাত্মা বন্ধু, তাই আপনাকে পিতা বলেন!

আন। রও, রও, তিনি কি আমার প্রাণধন ভূষণের সংবাদ রাখেন?

বংশী। রাখেন! তাই ব'ল্‌বেন! ব'লে আপনাকে সুখী ক'র্ব্বেন! হয় তো তাঁর দ্বারাই দয়াল্ বিধি আমাদের হারানিধি মিলিয়ে দেবেন!

আন। রও, রও, কি শুনি! কি ভাব? কে? কোথায়? বেঁচে? এখনও বেঁচে? ভূষণ আমার বেঁচে?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ বেঁচে! সুস্থ শরীরেই বেঁচে!

আন। কৈ? কোথায়? এখানে? এই দেশে? এই গ্রামে?

বংশী। আজ্ঞে হাঁ এখানেই বটে—তবে কিনা—

আন। তবে কিনা কি? আন্ না—এখনি আন্ না—দেখা না—এখনি তবে দেখা না—

[ভৈরবীর প্রবেশ]

ভৈর। আ'জ্ কেমন আছেন?

আন। বেস আছি—কৈ ভূষণ কৈ? কৈ সে ব্রহ্মচারী কৈ?

ভৈর। স্থির হ'ন্—দেখাব, কিন্তু উতলা হ'লে রোগ বা'ড়্‌বে—

আন। বড় ভুল! বড় ভুল! তোমরা বাতুল! হর্ষে কি মরে? যে মরে, সে অসার! এই বুকে ভূষণকে দিয়ে দেখ দেখি রোগ বাড়ে কি সারে?

[ব্রহ্মচারীর প্রবেশ]

এই যে—এই যে ব্রহ্মচারী—তোমরা সব, দেখি কেমন আলাপী—ব্রহ্মচারীকে তো প্রণাম ক'র্ত্তে হয়, তাই কি ক'র্ব্বো?

ব্রহ্ম। না বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন (প্রণাম) আপনার ভূষণকে কোলে নেন! (বক্ষে পতন) হায় পাপিষ্ঠেরা এই চরণ দর্শনেও বঞ্চিত রেখেছিল!

আন। (পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন পূর্ব্বক) কেন? কেন? কেন বাবা, কারে ভয়? তোমায় পেয়েছি, আর কারে ভয়?

ব্রহ্ম। হায়, পাপিষ্ঠেরা চণ্ডীর মিথ্যা মৃত্যু শুনিয়ে আমায় বিদেশে পাঠায়! হায় হায় প্রাণধন পুলিনকে চুরি ক'রে স্ত্রী হত্যা করে—অমন জননীরও বধের ভাগী হয়!

আন। অঁ্যা! এ সব কি শুনি! বুক বিদীর্ণ হয়, আর শুন্তে পারিনে—এখন আর শুন্তে চাইনে—এস বৎস এখন বুকে রেখে সেই প্রশান্ত বিধু মুখ চিনে নিই—বহুকালের পর দেখে আবার শীতল হই! এই যে সেই চন্দ্রবদনই বটে—এই যে সেই সুধা-দৃষ্টিময় আকর্ণ চক্ষুই বটে! দীন দয়াময় কি ধন দিলেন—হায়! আ'জ্ কি ধন দিলেন! প্রভো! তুমিই ধন্য!

বংশী। চলুন, ও ঘরে চলুন—আপনাকে ধ'রে নে যাই—এখানে কথা কইলে বাইরে থেকে শোনা যায়—

আন। কেন, কারে ভয়? আর এখন কিসের ভয়?

ব্রহ্ম। না, বাবা, ভয় এখনও আছে—পাপমতি দুর্জ্জনেরা ভয়ানক ফাঁদ পেতেছে—চলুন, ও ঘরে চলুন, আদ্যন্ত সব নিবেদন করিগে—

[সকলের প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভবানীপুর, নীলু ঠাকুরের কাঁচা বাড়ী।

[মুথী ঝি উপস্থিত]

মুথী। (রাংচিতের বেড়ার ঝাঁপ খুলিতে খুলিতে স্বগত) ঝাঁপ খুলে রাখি—এখনি ভৈরবী আ'সবেন, বলেছেন—ভাল এই যে আমি ভৈরবীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছি, একি ভাল ক'চ্ছি? ক'চ্ছি বৈ কি! ভৈরবী যে ভয় দেখিয়েছেন, কাজ নেই বাবা! উনি তো যেমন তেমন ভৈরবী নন, সাক্ষেৎ অন্তরযামিনী সেই মা উগ্গুর চণ্ডী! ওঁর কাছে কোন্ কথা ছাপা আছে—ভূত ভবিষ্যৎ সব তো ব'লে দিলেন! বল্লেন, আর যদি এ পাপে থা'ক্‌বি—মিছে সাক্ষী দিয়ে, কি সত্যি কথা চেপে রেখে, পরের বাছাকে যদি মজাবি, আর তার যদি তায় ফাঁসি হয়, তবে তোর তে-রাত্তির ভর সবেনা—তোর আপনার ঝি জামাই নাতি নাত্‌নী সব রক্ত উঠে ম'র্ব্বে! না বাবা, এমন সব্বনেশে পাপে আমার থেকে কাজ নেই—গোটাকতক টাকার নোভে কি বুকপোরা ধন সব হারবো—ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'র্ব্বো?

[ভৈরবীর প্রবেশ]

ভৈর। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) ইনিস্পেক্টর সাহেব, শুন্‌লেন তো, মুথী ঝি আপন মুখে কবুল? (মুথীর প্রতি) মুথি! খবরদার—সব ঠিক তো?

মুথী। হ্যাঁ মা, সব ঠিক! (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

ভৈর। তারা কোথায়?

মুথী। ঐ যে ও ঘরে ঘুমুচ্ছে—

ভৈর। কৈ সে বিধুর চিঠি খান কৈ? সেখানা হাত ক'রিছিস তো?

মুথী। হ্যাঁ মা—এই নেন—বড় ফিকিরেই হাত ক'রেছি—

ভৈর। আচ্ছা বেস, তোর ভাল হবে! (নেপথ্যাভিমুখে) আসুন, আপনারা সকলেই আসুন—

[ব্রহ্মচারী রাম বাবু, ইনিস্পেক্টর সাহেব, জমাদার ও কনষ্টেবলদ্বয়ের প্রবেশ]

এই নেন সাহেব, সেই চিঠি নেন, দেখুন সেই বিধু এখনও বেঁচে !

মুখী। (সভয়ে) এঁরা কেন মা ? আমার যে ভয় ক'চ্ছে !

ভৈর। তোর কোনো ভয় নেই—এই সাহেব তোরে রক্ষে ক'র্ব্বেন—

সাহেব। হে মেয়ে আড্‌মি, টুই ভয় করিবে না—হামি টোরে কোলে রাখিবে, কার সাড্ডি টোর মণ্ড করিব !

ভৈর। আপনারা দু দল হ'য়ে দুপাশে যা'ন্—দেখুন আমি কি করি—যা ক'র্ব্বো, তাতে কোনো কথা কবেন না, আমি না ডা'ক্‌লেও দেখা দেবেন না—

সাহেব। কিণ্টু হুস রাখিবে, কোনো বেআইনি জবর্‌ডস্তি না হয় !

ভৈর। একটু আদ্‌টু, বেশী না—

রাম। (ইনিস্পেক্টরের হাতে হাত দিয়া) আপনারাও কি একটু ভয় টয় না দেখিয়ে কবুল করাতে পারেন ?

সাহেব। ওঃ ! সে জুডা বাট্—সে পুলিস ! পুলিস নিজে যা করিবেন, টা কি পুলিস অন্যকে করিটে ডিবেন ?

রাম। (স্বীয় পকেট হইতে হস্ত তুলিয়া পুনর্ব্বার সাহেবের হস্তে হস্ত দিয়া) অত আর আপনার দেখে কাজ নেই !

সাহেব। আচ্ছা ! আচ্ছা ! Never mind—কুচ ডর নেই—let this fanatic lady do it neatly.

ভৈর। (নীলুর দ্বারে পদাঘাত পূর্ব্বক) পাষণ্ড ! পামর ! খোল্ খোল্, দোর খোল্, নৈলে ভাঙি—

(ভিতর হইতে—কে তুমি ? এত রাত্রে একি ? ডাকাতি নাকি ?)

খোল্, খোল্, দোর খোল্, নিষ্ঠুর, নরাধম, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন !

(ভিতর হইতে—খুল্‌বো কি থামকা—কে তুমি বল আগে ?)

আমি ভৈরবী—কাশীর কাল ভৈরবের ভৈরবী—তোব বিধু নামে এক কন্যা আছে, তাকে কি ভুলে গেলি পামর ? সেই আমায় পাঠিয়েছে—তার দুর্দ্দশা আর দেখ্‌তে পা'র্লে'ম না—তার কাতরাণী আর সৈতে পা'র্লে'ম না—তুই এম্নি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর, তার পত্র পেয়েও তবু গেলি নে—সে যে রোগে শোকে অনাহারে মরে—(দ্বার মোচন পূর্ব্বক নীলুর প্রকাশ ও প্রণাম)

নীলু। যদি ব'ল্লে মা তবে বলি, তার যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল—কেন সে সেই ভোজপুরেকে নে বেরিয়ে গিয়ে আমার মুখে চুণকালী দিলে? ঘরে কি জায়গা ছিল না? কেন সে ঘরে ব'সে যা খুসি ক'ল্লে না? কে তারে মানা ক'রেছিল? যদি বল পেট! আমাদের কুলীনের ঘরে কে না তা— নষ্ট ক'রে থাকে?

ভৈর। আরে পাপিষ্ঠ! তোর মতন তার প্রাণ এখনও পাষাণ হয় নি—সে কি আপন গর্ভের সন্তানকে আপনি নষ্ট ক'র্ত্তে পারে? তোর বাড়ীতে থা'ক্‌লে তারে যে পুত্র-হত্যার মহাপাতক ক'র্ত্তে হ'তো! সে যা হ'ক্, তোরে স্পষ্ট বলি, তোর ঘরে এই যে অনাচার ঘ'টেছে, এ কেবল তোরির দোষে!

নীলু। সে ক'ল্লে (স্বীয় উদর প্রদর্শন) এই, দোষ হ'লো আমার! কলির বিচারই বটে!

ভৈর। ওরে নির্ব্বোধ নরাধম! তুই তার বে দিলিনে কেন? যখন তোর প্রতিবাসী শরৎ বাবু তার বে দেবার জন্য এত ব'লেছিল—বিধুরও খুব মন ছিল—তোর ব্রাহ্মণীও জেদ ক'রেছিল, তবু কুল-গর্ব্বে অন্ধ হ'য়ে তুই তা শুন্‌লিনে! দ্যাখ্ পামর, আমি সব জানি—

নীলু। জা'ন্‌বে না কেন, কালামুখী সব ব'লেছে—কিন্তু তুমি মা বল কি? রাঁড় মেয়ের কি বে দেওয়া যায়? জা'ত্ যেতো যে—

ভৈর। ওরে নির্ব্বোধ, তোর সেই মেয়ে বৈ আর তোর কে আছে— তোর জা'তে কাজ কি? এখন তোর জা'ত্ থা'ক্‌লো কোথায়? সে যা হ'ক্, তুই এখন যাবি কিনা বল্?

[গলবস্ত্রা ব্রাহ্মণীর প্রকাশ]

ব্রাহ্মণী। উনি না যা'ন্ মা, আমি যাব—আমার টা'ট্‌কি মুট্‌কি যা আছে, সব বেচে ফেলে চলুন আপনার সঙ্গে এখনি চ'লে যাই! (রোদন) উনি গোল্লায় গেছেন—ওঁর কি আর গ্যান বুদ্ধি আছে? তা থা'ক্‌লে কি মা আমার পাঁচটা নেই সাতটা নেই, সেই একটা মেয়ে, মিছি মিছি তার মৌতনাম পুলিসে নিকিয়ে আপনার কলঙ্ক আর তার অকল্যেন ক'র্ত্তে পারেন?

নীলু। আ! যে কথা বোঝো না, তাতে ও সব এলো কথা কও কেন?

ভৈর। মৌত নাম কি? আমার কাছে চেপো না—আমি তোমাদের ভাল বৈ মন্দ ক'র্বোনা—তোমাদের বিধুর গুণে আমি তোমাদেরি হ'য়েছি—

নীলু। সে মা একটা আদালতি ফ্যাসাত, তা আপনার শুনে কাজ নেই—

ব্রাহ্মণী। আদালতি ফ্যাসাৎ—আদালতি ফ্যাসাৎ—সে তোমার মাথা! পরের মন্দ ক'র্ত্তে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়, পরের ছেলেকে মজাতে গে শেষ যে আপনি ম'জ্বে, তাও বোধ নেই! উনি এয়েছেন ভালর তরে, ওঁকে বলা হ'চ্ছে শুনে কাজ নেই! কেন কাজ নেই—আমি শোনাচ্ছি!

ভৈর। রও, তোমাদের কারুকেই শোনাতে হবে না, আমি ধ্যান ক'রে দেখি—(কিয়ৎক্ষণ ধ্যানের পর) উঃ! কি সর্ব্বনাশ! করিছিস কি আবাগের বেটা ভূত! গেলি যে—একেবারে উচ্ছন্ন গেলি যে—দিব্য জ্ঞানে দিব্য দেখ্‌ছি, ললিতের কিছুই হবে না, তুরির দ্বীপান্তর দণ্ড হবে!

ব্রাহ্মণী। (ভৈরবীর পদে পড়িয়া) কি হবে মা, তবে উপায় কি?

ভৈর। তোর বিধুর মুখ চেয়ে এখনও উপায় ক'র্ত্তে পারি—ও যদি আমার কথা শোনে, এখনও বাঁচে—

ব্রাহ্মণী। বাঁচাও মা বাঁচাও—অবিশ্যি শুন্‌বে—ওর ঘাড় যে শুন্‌বে—

নীলু। (স্বগত) টাকা ফিরে দিতে না হয় তো কেন না শুন্‌বো—বাকী যা পাবার কথা, তাই নয় ছেড়ে দেব! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, জ্যান্তকে মরা বলা বিপদ বটে!

ভৈর। বিপদ ব'লে বিপদ—তুই কি মনে করিস, এমন অধর্ম্ম আমি ক'র্ত্তে দেব—এমন নির্দ্দোষীর ফাঁসি হ'তে দেব—আমিই তোর বিধুকে এনে আদালতে হাজির ক'র্বো—তার ছেলে যে কাশীতে ম'রেছে, তাও প্রমাণ ক'র্বো, যে পচা ছেলে দেখিয়েছিস, তা যার, তাকেও দেখাব—ধ্যান বলে আমরা সব জানি—তপোবলে আমরা সব পারি!

নীলু। (ভৈরবীর পদ ধারণ পূর্ব্বক) তা ক'রো না মা, দোহাই তোমার! তুমি যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্বো—না বুঝে টাকার লোভে এক কাজ ক'রে ফেলেছি—আমার বিধুর মুখ চেয়ে বাঁচাও আমায় বাঁচাও মা—

ভৈর। তবে শোন্—এখনি গে এক হাকিমের কাছে সব স্বীকার কর,

—যে যে মানুষ এই ষড়যন্ত্রের ভেতর আছে, তাদের নাম টাম সব খুলে ব'লুগে যা—তা হ'লে তুই মহারাণীর সাক্ষী হ'য়ে বেঁচে যাবি—

নীলু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যারে বলে কুইন্‌সো এবিডন্‌সো! আচ্ছা মা, কা'ল্ গিয়ে তাই ক'র্ব্বো—

ভৈর। কা'ল্ কি রে—আ'জ্—এখনি—

নীলু। এখুনি মা কেমন ক'রে হবে? এত রাত্রে হাকিম পাব কোথায়?

ভৈর। ওরে পাগলা, তপোবলে সব হয়—তোর যখন ভাল ক'র্ত্তে ব'সেছি, তখন আর কিছুই বাকি রেখে যাব না—এই দ্যাখ, হুকুমে আনাই—ইনিস্পেক্টর, জমাদার, হাকিম, ললিতের আপনার জন, সব আনাই! (ধ্যানের পর) আ'স্‌ছে—পুলিস আ'স্‌ছে—তার পিছে অন্য লোক!—ভয় পা'স্‌নে—সব ভাল হবে!

[ক্রমে ইনিস্পেক্টর ও রাম বাবু প্রভৃতির প্রবেশ]

আপনি ইনিস্পেক্টর? বেস! আর আপনারা বুঝি ললিতের বন্ধু? বেস! শুনুন—এই নীলু ঠাকুর কুলোকের মতলবে ললিতের নামে যে মিথ্যা নালিস ক'রেছে, তার জন্যে বড়ই অনুতাপ ক'চ্ছে—তোমরা আর এরে কিছু ব'লো না—এ এখন মহারাণীর সাক্ষী হ'চ্ছে—এ ভাল মানুষ, যে সব মন্দ মানুষ ওরে এ কর্ম্মে ভিড়িয়েছে, তারাই দুরাত্মা—তাদের শাসন হ'লেই রাজ্যের উপকার—যাও, এরে নিকটের মাজিষ্টর বাবুর কাছে নে যাও—

নীলু। সেখানে? সেখানে কেন?

ভৈর। চুপ! সেখানে কালী কলম কাগজ আছে, তাই সেখানে যাও; ষড়যন্ত্রীদের নাম, ধাম, আর ষড়যন্ত্রের সব কথা লিখিয়ে দিয়ে সই দেও গে! সাবধান! এর অন্যথা করিস্ নে ব'ল্‌ছি! তোমরাও সাবধান—এর যেন কোনো অনিষ্ট হয় না!

নীলু। ঐ কথাটা মা একটু ভাল ক'রে ব'লে দেন!

ভৈর। ভাল ক'রেই ব'লে দিচ্ছি, এর মাথার এক গাছি চুলও যেন নষ্ট না হয়! রাজার কাজ দুষ্ট দমন—যাও, সেসব আসল দুষ্টদের দমন ক'রে এরে ছেড়ে দেও গে—জামিন আমি—এ আর কখনো মন্দ কাজ ক'র্ব্বে না!

নীলু। (করযোড়ে) না, বাপ সকল, এমন কাজ জন্মেও আর ক'র্ব্বো না—এবার আমায় মাপ কর!

ইনি। টুমি কোনো ভয় করিবে না—হামি টোমাকে ছেলিয়ার মটন কোলে কোলে রাখিবে, চল—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুলিসের লক্ হস্পিট্যাল—ডাক্তার ম্যাক্‌মারার আফিস।

[রমাই বাবু উপস্থিত]

রমা। (স্বগত) বেটাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম নেই—মার ব্যায়রাম, তবু ছুটি দেয় না—বলে তোমার নিজের পরিবারের তো নয়, তোমার বাবার পরিবারের, তাতে ছুটি পাবে না! ইচ্ছে করে এখনি জবাব দে দেশে চ'লে যাই, তা পারি কৈ? খাই কি?

[ইনিস্পেক্টর সাহেবের প্রবেশ]

ইনি। Good morning Babu! ডাক্তার সাব কখন্ আসিব?

রমাই। যখন ম'র্জি! এতো তুমি আমি নই যে দিন রা'ত্ জোয়ালে জোতাই আছি—ওঁরা খাবেন, দাবেন, মজা ক'র্ব্বেন, বিবীজীর কাছে ছাড়ান পাবেন, তবে তো আ'স্‌বেন!

ইনি। হা! হা! হা! (বাবুর পীঠ চাপ্‌ড়াইয়া) রমাই বাবু বড় মজার লোক আছে—

রমা। তা বৈ কি, ওঁরা তো কারোর চাকর নন—

ইনি। How চাকর না? গবর্মেণ্টের টঙ্খা খায় না? টবে বড় আড্‌মির বড় কটা—এই ড্যাকো, ডক্টর ম্যাক্‌মারাকে হামার এখন বড় জরুর ডর্‌কার—এক বজ্জাড্ বাউরা আড্‌মির এক্‌জামিন চাই—ডেরি হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট হামাকেই বকিব, ডক্টরের কসুর কি বুঝিব?

রমা। কে? সেই রেধো সরকার? কোর্টে যে পাগলামি ক'রেছিল?

ইনি। হাঁ সেই শালা—শালা বড় তকলিফ্ ডিচ্ছে।

রমা। তার আর একজামিন ক'ত্তে হবে না, আমি তারে খুব জানি, আমার বাড়ীও সেই হাঁসপুরে—শালার মতন বেইমান বজ্জাত মাটির ওপর দুটী নেই! ওরে তোমরা ধ'ল্লে কোথায়?

ইনি। হাওড়া পুলের কাছে—শালা রা'টে রা'টে মেলট্রেনে পালাইবে মট্‌লব্ করিয়া মস্ত দাড়ি, গায় গোঁধুড়ি, বাউল সেজে যাইটে ছিল; এক ভৈরবী এসে খবর ডিলেক, আর শালা যাইব কোটা!

রমা। তার কেস কদ্দূর হ'লো?

ইনি। প্রুফ কম্‌প্লিট—ওন্‌লি বজ্জাটি করিয়া বাউরা হইয়াছে বলিয়া এই একজামিনটা বাকী—

রমা। চার্জ্জটা কি?

ইনি। একটা নয়, হরেক রকমের সিরিয়স চার্জ্জ—পয়লা, ললিতের নামে false case করা—দোসরা, জ্যাণ্ট আড্‌মি বিটুকে মৌট বলা—তেসরা, false identification, that is, false ছেলিয়ার পচা লাস ডেখানো! এই করটা প্রুফ করিটে পুলিসকে বড় বেশী মেহন্নট পাইটে হয় নি, কাঁচা বড্‌মাস নীলু ঠাকুর queen's evidence হওয়াটে টার মুখেই সব সনটান পাওয়া যায়! চা'রের ডফা, attempt to murder ভূষণ বাবু with his wife and a son on the river—ইয়ার প্রুফ পাওয়াই ভার অইট, ঢর্ম্মে মিলিয়ে ডিলেক—বকু নামে এক বেটা বোম্বেটে river ডাকাটিটে ঢরা পড়ে—সে বেটা পুলিসের কোনো লোকের যোগে রেডোর কাছে help চেয়ে পাঠায়—রেডো টো এডিকে নিজে কয়েডি—পুলিস জো পেয়ে একজনকে চর সাজিয়ে তার সকল পেটের কটা বাহির করিয়া লইল! হা! হা! হা!

রমা। কি সু খবর যে আ'জ্ দিলে সাহেব, তা কি ব'ল্‌বো—দেশ বা'চ্‌লো—এত প্রজা-পীড়ন কেউ কখনো দেখেনি শোনেনি—তা ছাড়া জাল দলিলে কত লোকের চিরকেলে দেবত্তর ব্রহ্মত্তর মহত্রাণ কেড়ে নিয়েছে, তার আর সংখ্যা নেই! এখন ভূষণ বাবু যদিও সে সব ফিরিয়ে দেন, কিন্তু মকদ্দমায় মকদ্দমায় সে সব প্রজা জের্‌বার হ'য়ে গেছে—

ইনি। ভূষণ বাবুর হুকুমে নাকি রায়েট লোকে জালের চার্জ আর গাঁ জ্বালানির চার্জও দু তিনটে রুজু করিয়াছে—

রমা। খুব হ'য়েছে—তবেবেটা জাহাজ চ'ড়ে Andaman যেতে পা'র্বে?

ইনি। Yes for life—no doubt of that—যারে টোমরা বল জনমের দ্বীপান্টর!

রমা। সেই সঙ্গে কান্তবাবুর কিছু হ'লে আরো ভাল হ'তো—

ইনি। জেলা পুলিস টাহারে পাক্‌ড়াতে পারিতেছে না—কোটায় ঘাব্‌টি মারিয়াছে!—গোয়েণ্ডা ফিরিটেছে—কিন্তু এখনও criminate করিবার প্রুফ আছে কম জোর—টার কাগজ পট্টর জব্দ করিয়ে এনে সব ডেখা শুনা হইটেছে!

[ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ]

Good morning—(পত্রদান) this is from the magistrate—

ডাক্তার। (পত্র পড়িয়া) কৈ সে বাউরা কোথায়—

ইনি। (নেপথ্যাভিমুখে) বাউরাকো ভিটর লে আও—

[লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ রাধু সরকারকে লইয়া কনষ্টেবলের প্রবেশ]

(রাধু কর্ত্তৃক হাস্য, নৃত্য, লম্ফ, দন্ত কটমট, ভয় দেখানো, কাম্‌ড়াইতে যাওয়া ইত্যাদি উন্মাদলক্ষণ প্রদর্শন)

ডাক্তার। (ভালরূপে দেখিয়া) এ বেটা সাধ ক'রে রোগটাকে ডেকে আ'ন্‌লে ব'লে—বজ্জাতিতে পাগ্‌লামি দেখিয়ে অনেক নির্ব্বোধ সত্য সত্যই পাগল হ'য়ে পড়ে—এরও তাই হয়, আর দেরি নেই—ওর চ'ক্‌ দেখেই আমি তো বুঝ্‌তে পা'চ্ছি—ঐ দেখ আমার এই কথাটা শুনে ভয় পেয়ে বেটা চ'ম্‌কে উঠ্‌লো!

রাধু। মাইরি রসো, দাঁত দেখি তোর বয়েস কত!

ডাক্তার। My dear রসো, দিন কতক র'সো—বেশী নয়, দিন সাতেক! আ'জ্‌ যদি সার্টিফিকেট না দিয়ে এক হপ্তা দেখে দেব বলি, আর তুই যদি—শোন্‌—অমন চীৎকার মিৎকার করিস নে—এম্নিতর ভণ্ড ব্যাপার চাল্‌া'স্‌, তবে তোরে যথার্থ পাগল ব'লেই আমায় সার্টিফিকেট দিতে হবে! ওরে বোকা, শোন শোন, আর দাঁত দেখাতে হবে না—

রাধু। বাহবা! বাহবা! থাক্! (লম্ফ) তাক্ লাক্‌সিন তাক্!

ডাক্তার। ওরে বোকা পাগল হ'য়ে তোর লাভ কি—যারা খুনে আসামী, তাদের লাভ এই যে প্রাণ দণ্ড হ'তে বেঁচে যায়—তোর তো তা নয়—পাগল না হ'লে মেয়াদ খাটা বৈ তো না, পাগল হ'লে যে পাগলা গারদে বেত মা'র্ব্বে আর ঘাড় ফুঁড়ে রসি দে টা'ন্‌বে! কোন্‌টা ভাল?

রাধু। (হস্তের ভঙ্গী বিশেষে) তেলাপোকা তেলাপোকা—না কাঁচপোকা—গোবর গণেশ—"মাতালে কোটালি দিয়া, পাইনু আপন কিয়া, প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে হ'য়েছিস্ দ্বিতীয় ধনেশ!" চোঁ চোঁ ফুড়ুৎ (বেগে প্রস্থানকালে ধৃত ও প্রহারিত) কেঁউ কেঁউ ঘেউ ঘেউ গোঁ! মার্ শালাকে, মার্ শালাকে, মার্ মার্ ঐ রমাই শালাকে!

(সাহেবের পশ্চাতে রমাই বাবুর লুক্কায়ন)

ডাক্তার। হা! হা! হা!! see, he knows you!

রমা। Such a wicked rascal I have never seen, Sir—

রাধু। কোঁকোঁড়্‌বা কোঁকোড়্‌বা হো! শ্যাল কাঁদে, বেরাল কাঁদে, কাঁদে পাতি নেড়ে! (চীৎকার) গম্‌খুন! গম্‌খুন! চুনের ঘরে খুন! দূর শালা—(নিষ্ঠীবন ত্যাগ) থুক্! থুক্!

ডাক্তার। যাও তোমরা সব ঘর থেকে যাও—

ইনি। উয়াকে আপনার কাছকে একলা রাখিয়া?

ডাক্তার। হাঁ, কুচ পর্‌ওয়া নেই—দোর দে দোরের গোড়ায় থাক গে—

[রাধু ও ডাক্তার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাধু। (লম্ফ ও দন্ত বিকাশ) চড়ি তো হাতী, মারি তো বাঘ!

ডাক্তার। (ঘুসা উঁচাইয়া) খবরদার! কাছে আসিস্ নে—তুই তো ফড়িং, এক ঘুসিতে বত্রিশ দাঁতের একটীও থা'ক্‌বে না—কেন জন্মের মতন খাবার সুখ খোয়াবি!

রাধু। বক্ বক্ ক'রে দিক্ ক'ল্লে বাঁদি পো!

ডাক্তার। শোন্ পাগল, এ পাগল হ'য়ে তোর ফায়দা কি? তোর বিদ্যে আমি বুঝেছি—এই ভেবেছিস্, পাগলা হ'য়ে পাগলা গারদে গিয়ে তার পর ভাল হ'য়ে ঘরে যাবি—তা হবে না, ভাল হ'লেই আবার যে

আসামী সেই আসামী—যে কয়েদী, সেই কয়েদী! তার চেয়ে খুলে বল্ তোর মনের কথা কি—দেখি যদি তোরে বাঁচাবার কোনো ফিকির পাই!

রাধু। (দৌড়িয়া সাহেবের পদধারণ) রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—

ডাক্তার। বস্, বস্—(নেপথ্যাভিমুখে) You now all come in.

[সকলের পুনঃ প্রবেশ]

লে যাও এস্কো—Inspector, you wait for the certificate—Babu, fill it up—no insanity. Do it quick—I have to go out soon.

[বাবু কর্ত্তৃক সার্টিফিকেট লিখন, সাহেবের স্বাক্ষর, সকলের প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চৌধুরীগড়—আনন্দময়ের গৃহ।

[আনন্দময় ও বংশী উপস্থিত]

আন। বংশি! তুই না ব'ল্ছিলি, ভূষণ আ'জ্ ব্রহ্মচারীর বেশ ছেড়ে তার ছেলেদের নিয়ে আ'স্বে?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ—হয় তো এখনি সব আ'স্বেন!

আন। তবে শীঘ্র সেই গানের কাগজ আর দ'ত্ কলম দে—শেষ চরণটী শেষ ক'রে রাখি! (ঊর্দ্ধমুখে) পিতঃ! তোমার আনন্দময়ের শেষ জীবন যে এমন আনন্দময় ক'র্ব্বে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি! সকলই তোমার অপার দয়া-গুণে!

বংশী। (কাগজাদি দিয়া) আপনি নিজে লিখ্বেন? কারোকে নয় ডেকে আনি—

আন। না, না, আ'জ্ আমার নবযৌবন আবার দেখা দিয়েছে! আ'জ্ আবার বল পেয়েছি! নিজেই লিখ্বো! (লিখন) লালজী আ'স্বে তো?

বংশী। আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি এখনি আ'স্বেন!

[বেগে কান্ত বাবুর প্রবেশ]

কান্ত। (যুক্ত-কর নত-জানু) রক্ষা করুন, পিতঃ! রক্ষা করুন—

আন। বাপু, ধর্ম্মই সকলের রক্ষাকর্ত্তা, আর কেউ কারুকে রক্ষা ক'র্ত্তে পারে না! তুমি যখন সে রক্ষককে ত্যাগ ক'রেছ, তখন কার সাধ্য আর তোমায় রক্ষা করে?

কান্ত। আমি নিতান্তই কুসন্তান, তবু বাবা তোমারি সন্তান—আমি বাপ জানিনে, মা জানিনে, তুমিই বাপ, তুমিই মা! বাবা! বিষ-বৃক্ষ হ'লেও, স্বহস্তে রোপণ ক'রে তা কা'ট্‌তে নেই!

আন। আমি তো বাপু কা'ট্‌ছি নে—তুমি আপনিই পাপ-কীটের দংশনে জীর্ণ হ'য়ে উৎপাটিত হ'চ্ছো!

কান্ত। যাই বলুন দেব, শরণাগতকে ত্যাগ করা কখনই আপনার স্বভাব নয়—আমি চির-পালিত, চির আশ্রিত—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আপাততঃ পুলিসের হাতে রক্ষা করুন!

আন। বাপু, পার্থিব রাজ্যেশ্বরীর পুলিস তো সামান্য কথা, তার হাতে ত্রাণ পেলেও পেতে পার; কিন্তু যিনি সকল রাজার রাজা—মহারাণী ভিক্টো-রিয়ারও মহা-প্রভু, তাঁর পুলিসের হাতে নিস্তার পাবার উপায় কি? বৎস!—আ! চির-অভ্যাস বশেই আবার "বৎস" ব'লে ফেলিছি, নৈলে হৃদয় আর তোমায় তা ব'ল্‌তে চায় না!—যা হ'ক্, এখনও হিত বলি শুন; যদি রক্ষা পেতে চাও, তবে এইরূপ নতজানু হ'য়ে, এইরূপ করযোড়ে, এইরূপ একাগ্র-চিত্তে, যথার্থ অনুতাপের সহিত সেই পরম দয়াময় পরম পিতাকে ডাকো—তাঁরেই বল "রক্ষা কর!" তাঁরেই বল "ক্ষমা কর!"

(নেপথ্যে ভূষণ—হ্যাঁরা, এই দিগে কি কান্ত মিত্র এসেছে?)

(নেপথ্যে ভৃত্য—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দিগে গেছেন, ঐ কর্ত্তা বাবুর ঘরে—)

(নেপথ্যে ভূষণ—বাবার ঘরে! আবার বাবার ঘরে!)

[তিন পুত্র ও রাম বাবুর সহিত ভূষণ বাবুর প্রবেশ]

ভূষণ। এই যে পাপমতি সত্যই এখানে—বংশি, কি ব'লে ওরে আবার এখানে আ'স্‌তে দিলে—যদি ছোরা বসায়—

আন। না, বাবা, এত কাল যে ছোরা বসিয়েছিল, তার কাছে

সামান্য ইস্পাতের ছোরা কোথায় লাগে! কৃপাময় ঈশ্বর সেই ছোরা হ'তে রক্ষা ক'রে এ জীবনেই যে তোমাদের এনে বুকে দিলেন, এস এস বৎসগণ, তজ্জন্য হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে তাঁরে ধন্যবাদ দিই! (দণ্ডায়মান হইয়া) কৈ আমার পুলিন ধন কৈ?

পুলি। আজ্ঞে! এই যে দাস উপস্থিত—(প্রণাম)

আন। (বক্ষে ধারণ ও বদন নিরীক্ষণ) এই যে সেই আনন্দময়ের হৃদয়ানন্দ পুলিন ধনই বটে—আ! সেই মনোহর ওষ্ঠাধর—সেই চকিত-চপল চক্ষুই বটে! কৈ ভূষণ, আমার ললিত দাদা কৈ? না, না, চিনিয়ে দিওনা—আমি চিনিছি—(ললিতের প্রণাম ও ললিতকে বক্ষে ধারণ) এই যে, মুখের মাধুরী দেখেই চিনিছি! ভূষণের অবয়ব প্রায়ই সব—এম্নি বয়সে ভূষণ আমার প্রায় এম্নিটীই ছিল! তবে দাদা, তোমরা দুভাই বড় কষ্ট পেয়েই মানুষ হ'য়েছ! আবার কুচক্রীদের কুচক্রে প'ড়ে তুমি পুলিসের লাঞ্ছনা অপমান, আহা, কতই স'য়েছ! হ'ক্, সে সব ভেবে আর কষ্ট পেয়ো না! স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় ব'ল্‌তেন, এ সংসার পরীক্ষার স্থল—তবে এই কচি বয়সে এই সব কঠিন পরীক্ষা শোচনীয় বটে! কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝে কার সাধ্য? আমাদের স্নেহের পালনে বঞ্চিত্ রেখে কেন যে তোমাদের কষ্ট দিলেন, তিনিই জানেন! যা হ'ক্, অন্ততঃ শিক্ষা পেয়েছ—পরের দয়া মায়া পেয়ে পরকে দয়ামায়া ক'র্ত্তে শিখেছ—এ শিক্ষা সামান্য শিক্ষা নয়—অমূল্য অতুল্য শিক্ষা! এস, আমার নির্ম্মল দাদা এস, তোমার নির্ম্মল হৃদয় খানি তোমার নির্ম্মল বদনে যখনি দেখি, তখনি আমার মলিন হৃদয় যেন নির্ম্মল হয়—এখন তো আরো হ'লো! (নির্ম্মলকে বক্ষে ধারণ) কৈ দাদা, মা কৈ? মাকে আ'ন্‌লে না? যে মার গুণগান সময়ে চণ্ডী ভৈরবীর চক্ষে জল আসে, কৈ দাদা, সে মা কৈ?

নির্ম্মল। ঐ যে মা নির্ম্মলা আর মেজদিদীর সঙ্গে অন্তঃপুর দিয়ে এসে ঐ ঘরে আছেন—এই যে তাঁরা—

[কিরণশশী, নৃত্যকালী ও নির্ম্মলার প্রবেশ এবং প্রণাম]

আন। এস, এস, মা এস—মা তুমি চৌধুরীপুরীর স্বয়ং লক্ষ্মী—চৌধুরীপুরীর রাজলক্ষ্মীকে যে হরণ ক'রেছিল, তুমি যে মা ভেসে ভেসে এসে সেই

কান্তর ঘরেই ছিলে, তা কি দুরদৃষ্ট আমায় জা'ন্তে দিছ্‌লো ? কিন্তু রাজ-লক্ষ্মী যে গৃহে, তুমি মা গৃহলক্ষ্মীও যে সে গৃহে ছিলে, ইটী বড় অসঙ্গত হয় নি! তবে সন্তাপ এই যে, সব থা'ক্তে পতি-পুত্র-হীনার ন্যায় পরাধীনাবস্থায়, না জানি, কত মানসিক যন্ত্রণাই ভোগ ক'রেছ! কিন্তু মা, সীতা, দময়ন্তী, শৈব্যা আর চিন্তা দেবীর দৃষ্টান্ত স্মরণ ক'রে সব দুঃখ এখন ভুলে যাও—দুঃখের পর সুখই পরম সুখ! বিধাতা সুখের গৌরব বাড়াবেন ব'লেই সুজনকে দুঃখ দিয়ে দেখেন, সে দুঃখেও সে ধর্ম্ম পথে অবিচলিত থাকে কি না! মা, তুমি পরম পুণ্যবতী, তোমার পুণ্যবলেই সেই দারুণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হ'য়ে শৈব্যা দেবীর ন্যায় পুনর্ব্বার হরিশ্চন্দ্র আর রোহিতাশ্বকে পেলে! শৈব্যারাণীর একটী রোহিত ছিল, তুমি তিনটী পেয়েছ! মাগো, আমি প্রাণ পুরে আশীর্ব্বাদ করি, পতি পুত্র নিয়ে পরম সুখে রাজত্ব ভোগ কর!

[এক দিগে ভৈরবী ও অন্য দিগে কল্যাণী, মহাকালী ও নিস্তারিণীর প্রবেশ ও প্রণাম]

আন। (কল্যাণীর প্রতি) এস, এস, মা এস! মা, তোমার গুণ সব জানি, তোমার ধর্ম্মশীলতাও সামান্য নয়, কিন্তু মা, তোমার হৃদয়-বল ততটা প্রবল নয়, তাই নির্ম্মল আর নির্ম্মলার পরিবর্ত্তন ঘ'টেছিল! (কল্যাণীর রোদন দর্শনে) না, না, সে সব আর তুল্‌বো না—অদৃষ্ট-লিপি কে খণ্ডাতে পারে ? আর নিতান্ত তোমার দোষেও নয়, ঐ মন্দবুদ্ধি কান্ত যদি ভগবান-দত্ত কন্যা-নিধিতে এত বিরক্ত না হ'তো—তবে কি এ সব অঘটন—কুঘটন ঘটে! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের এই ইতিহাস শুনে আ'জ্‌ অবধি বঙ্গসমাজ যেন শিক্ষা পায়—আর যেন কেউ কন্যা সন্তানের প্রতি অবজ্ঞা না করে—কন্যা-রত্ন, আর পুত্র-রত্ন উভয়কেই যেন সম-দৃষ্টিতে দেখে—সমান যত্ন করে!

[গয়া সিং দৌবারিকের প্রবেশ]

গয়া। হুজুর! বাহারমে পুলিসকা ইনিস্পেক্টর সাব্‌ বহুত ঘড়ি বৈঠা হায়—কান্ত বাবুকো লে যানে মাংতা—

কল্যা। (চীৎকার স্বরে) ও মাগো, কি হ'লো গো! (পতন ও স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক শুশ্রূষা)

কান্ত। (করযোড়ে) পিতঃ! রক্ষা করুন—শরণাগত দাসকে রক্ষা

করুন! এ অপমানে বাঁ'চ্‌বো না—আর ঐ দেখুন, আপনার বধূও তা হ'লে প্রাণে বাঁ'চ্‌বে না!

ভূষ। আগে গোড়া কেটে এখন আগায় জল ঢা'ল্‌লে আর কি হবে! ও সব ভণ্ডামি এখন ছেড়ে দেও—কপট মায়া বহু খাটিয়েছ, আর খা'ট্‌বে না! এখন মানে মানে তোমার পাপ অধিষ্ঠান হ'তে এ পবিত্র পুরীকে মুক্ত কর! আমাদের যেন কষ্ট পেয়ে তা ক'র্ত্তে না হয়!

আন। না বৎস, ও থাকুক—ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মের পরাজয় কিরূপে নিশ্চয়ই হয়, তা কান্ত দেখুক! সহস্র উপদেশে যা না হয়, এরূপ একটী মহদ্দৃষ্টান্ত চাক্ষুষ দেখ্‌লে কান্তর মতন ভ্রান্ত জন অনন্ত শিক্ষা পায়! তায় সমাজের যত হিত, এত কিছুতেই না! তাই বলি, ও আত্ম-মনেই দণ্ড ভোগ করুক, ওরে আর পুলিসের হাতে দিয়ে কাজ নাই!

ভূষ। আপনার আজ্ঞা হ'লে অবশ্যই তা হবে, কিন্তু অমন দুর্জ্জনের সমুচিত শিক্ষার স্থল রাজ-কারাগার—এরূপ লোককে পুলিসে না দিলে ভণ্ড দুষ্ট পাপিষ্ঠ লোককে প্রশ্রয় দেওয়া হয়—

আন। স্বীকার করি, প্রশ্রয়ের কথাটা কতক সত্য, কিন্তু দুর্জ্জনের শিক্ষার স্থল যে কারাগার, সেটী বাপু স্বীকার ক'র্ত্তে পারি না! রাজ-দণ্ডের অভিপ্রায় কি? সংশোধন আর নিবারণ। কিন্তু প্রত্যহ যে এত অপরাধীকে কারাগারে পাঠানো হয়, তাতে কি তাদের সংশোধন হ'চ্ছে? হ্যাঁ, তাদের দণ্ড দেখে লোকে ভয় পায়, তায় নিবারণটা কতক ঘটে বটে, কিন্তু সংশোধন তো কিছুই প্রায় হয় না! বিশেষতঃ প্রচলিত কারা-পদ্ধতি যেরূপ, তাতে অপরাধীর কুপ্রবৃত্তি নিস্তেজ না হ'য়ে বরং বৃদ্ধিই পায়! কান্তকে আমি পুত্রবৎ পোষণ ক'রে এসেছি—ওর যা কিছু কুপ্রবৃত্তি, তজ্জন্য আমিও কোন্ অপরাধী নই?

ভূষ। আপনি অপরাধী?

কান্ত। না, না, না, কিছু মাত্র না—(রোদন)

আন। "না" ব'লো না—অবশ্যই আমি সমুচিত শিক্ষা দিতে পারি নাই, অথবা তোমার মন্দ প্রকৃতি বুঝ্‌তে না পেরে অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে অপরাধী হ'য়েছি!

ভূষ। তা, বাবা, মায়াবীর কপট মায়ায় মুগ্ধ না হয়, মানব সমাজে এমন অন্তর্যামী কে? স্বয়ং রামচন্দ্রও মারীচী মায়ায় ভুলেছিলেন! ভাগিরথীও ভগীরথকে ছেড়ে শঙ্খাসুরের সঙ্গে গিছ্‌লেন! সুতরাং অপরাধ দূরে থাকুক, বরং আপনার উদার স্বভাব আর পূর্ণ মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে—

ভৈর। আর সেই পরিমাণে ঐ পাপাত্মার পাপ-বুদ্ধি যে কত, তাও লোকে টের পা'চ্ছে! কিন্তু তা ব'লে ভূষণ বাবু, তুমি ওরে পুলিসের হাতে দিতে পা'র্ব্বে না—তোমার মহাজ্ঞানী দয়াবান পিতা যা ব'ল্‌ছেন, তাই সার কথা! আমার পরামর্শ শোনো, ওরে জেলে না দিয়ে, তীর্থে পাঠিয়ে দাও—কামরূপে যা'ক্, নয় গিয়ে জন্মের মতন কাশীবাস করুক! (জনান্তিকে) নৈলে যার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বে দেবে, তারে দাগী ক'রে জেলে পাঠাবে কি ক'রে?

আন। বৎস! ভৈরবীর কথা ঠিক মনে প্রাণে লা'গ্‌ছে—স্ত্রীর পিতা আর আপনার পিতা কি ভিন্ন—তোমার পুলিনের শ্বশুর কারাবাসী, এ হ'লে তুমি আমিই বা মুখ দেখাবো কি ক'রে, তোমার বধূমাতাই বা সুখিনী হবেন কি ক'রে? তাই বলি, ও সব মত ছেড়ে দেও—ভৈরবী উত্তম ব্যবস্থা ব'লেছে, কান্ত গিয়ে কাশী বাস ক'রে শান্তিলাভের চেষ্টা পা'ক্—পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক—আমি সে জন্য ওর যথেষ্ট মাসিক বন্দোবস্ত ক'রে দেব, আমি ওর সংসারের ভার নেব—আবার কিছুকাল পরে আমিও সেখানে গিয়ে ওর সঙ্গে মিল্‌বো!

নৃত্য। ঠাকুরদাদা মশাই! মা ব'ল্‌ছেন, আর আমার কিসের সংসার যে আপনি ভার নেবেন—বাবা কাশী গেলে মা আর কারে নিয়ে সংসার ক'র্ব্বেন? তিনিও বাবার সেবার জন্য সঙ্গে যাবেন!

আন। তোমার মা যেমন সতী সাবিত্রী, তারির যোগ্য কথাই ব'লেছেন! তাঁর পক্ষে তাইই উচিত বটে! তবে এই ধার্য্য—কান্ত! তোমরা স্ত্রী পুরুষে কাশীবাস ক'রে ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দেও গে—তোমার বিস্তর ঋণ, তা আমি জানি, সে জন্য চিন্তা নাই, সে সব আমি পরিষ্কার ক'র্ব্বো! তোমার কন্যাদের মধ্যে চা'র্ জন তো সুখে আছে—তোমার বড় জামাই যাতে দশ টাকা এনে তোমার মহামায়াকে সুখে রাখে, তা আমি ক'র্ব্বো! তার পর

তোমার নির্ম্মলা ? আয় তো দিদি আমার কাছে—আয় ভাই পুলিন—(উভয়ের হস্ত ধরিয়া) এই যুগলমিলন হ'লো—কান্ত! আয়! এস, মা কল্যাণি! তোমরা বাক্‌দান কর! এখন বাক্যেই সম্প্রদান হ'ক্, মুনিমন্ত্রে সম্প্রদান পরে হবে!

[লালজী ও বাণীকণ্ঠের প্রবেশ]

রাম। দেও গো সব হুলু দেও—শাঁক বাজাও—লালজী তোমরা গান গাও—হা! আ'জ্ কি আনন্দ!

(হুলু ও শঙ্খধ্বনি)

ভৈর। আমার পুলিন সুখী হ'লো, আমার কাজ ফুরালো! লালজী! তোমরা গাও, আমিও গাব—

লালজী। বংশি! কর্ত্তা বাবুর নূতন গানের কাগজখানা দেও তো! (কাগজ গ্রহণ)

গীত।

রামকেলি। (কতক) ধামাল—(কতক) তেওরা।

(লালজী ও বাণীকণ্ঠ কর্ত্তৃক)

জয় বিভু জয় জয়, পূর্ণ নিত্যানন্দময়, এ দীন আনন্দময়, আশ্রিত তনয় তব!
নিজ গুণে, দয়া দানে, হারাধনে দিলে এনে, হৃদয়ে হৃদয়-বল্লভ!

(ভৈরবী কর্ত্তৃক)

আনন্দময়-ভবনে আ'জ্ কি আনন্দময়—
রবি ঘেরি, আহা মরি, যেন চারি চন্দ্রোদয়!
পুত্র পুত্রবধূ ল'য়ে কমলা এলেন আলয়!
(ও তাই) হৃদয় ভাসে, মহোল্লাসে, সুখে কর জয় রব!
সবাই মিলে, সুখে কর জয় রব! ১।

(পুনর্ব্বার লালজী ও বাণীকণ্ঠ কর্ত্তৃক)

নিরানন্দ-নিরাশা-নীরদ-ঘন-ঘোরে,
রেখেছিল ঘিরে ঘোর অন্ধকার ক'রে!
করুণা-কিরণ পরকাশ, হ'লো তমোনাশ, মুক্ত হৃদাকাশ, পূর্ণ অভিলাষ!

খলের ছল সব বিফল হ'য়ে ধর্ম্ম বল হ'লো বিকাশ!
(ও তাই) হৃদয় ভাসে, মহোল্লাসে, সুখে কর জয় রব!
সবাই মিলে, সুখে কর জয় রব! ২।

(পুনর্ব্বার ভৈরবী কর্ত্তৃক)

নব কিশোর কিশোরী, মধুর মিলন হেরি,
হুলু হুলু শঙ্খরব—মহোৎসব-ময় পুরী!
(ও তাই) হৃদয় ভাসে, মহোল্লাসে, সুখে কর জয় রব!
সবাই মিলে, সুখে কর জয় রব! ৩।

(পটক্ষেপণ)

সমাপ্তঃ।